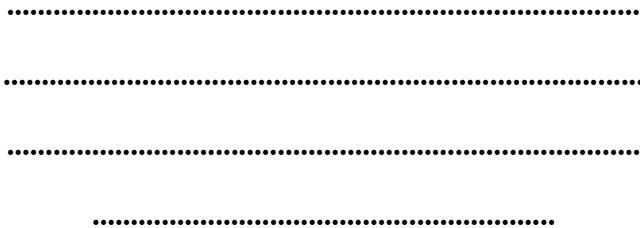


শাস সিদ্ধীক

ଭାର୍ତ୍ତା



অম্পাদনা পর্যবেক্ষণ

প্রষ্টপোষক: অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক

উপদেষ্টামণ্ডলী: মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ

মুহাম্মদ মাকছুদুল হক

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

সভাপতি: মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ

সহ সভাপতি: মুহাম্মদ আব্দুল কাহহার

সম্পাদক: মোঃ ফয়জুল্লাহ

সহকারী সম্পাদক: শাকিল হোসেন

ওমর ফারুক

সহযোগী সম্পাদক: তাহমিদুর রহমান

অঙ্কন: এ.এস.এম.হোজায়ফা

বর্ণবিন্যাস: মোঃ তাসনীম হোসেন

অঙ্গসভা: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ

প্রচ্ছদ: আতিকুর রহমান

প্রকাশক: আলিম পরীক্ষার্থী - ২০২২

কুরআনের বাণী

৭

তোমরা প্রজ্ঞাবান ও সহিষ্ণু হও । কারণ তোমরাই কোরআন শিক্ষা দান কর এবং তা অধ্যায়ন করো
(সূরা আল ইমরান ৭৯)

৮

তৎ

হাদীসের বাণী

৯

হযরত ওমর ফারক (রাঃ) বলেন:-

”তোমরা জ্ঞান অর্জন কর এবং এজন্য ধীর-স্থিরতা ও সহনশীলতার শিক্ষাও অর্জন কর । শিক্ষার্থীদের
প্রতি কোমলতা প্রদর্শন কর, তাহলে তারাও তোমাদের প্রতি বিনয়ী হবে ।”
(ইমাম অকী‘, আয-যুহদ, পঃ: ৫৩৮; আহমাদ বিন হাম্বল, আয-যুহদ, পঃ: ৯৯)

১০

১১

১২

১৩

অধ্যক্ষের বাণী

মহান আল্লাহ পাকের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাই যিনি দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার তাখসীসি শাখার আলিম পরীক্ষার্থী- ২০২২ সনের একদল সৃজনশীলমনা ছাত্রদের উদ্যেগে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা, সাম্প্রতিক ইস্যু, আধুনিক সভ্যতায় ইসলামের পুরোধা অবদানের প্রামাণিকতার উপর "আস্ত সিদ্দীক" নামী একটি সমন্বয়, তথ্যবহুল, আকর্ষণীয় স্মারকগুলি প্রকাশ করার তাওফিক দিয়েছেন। আমি এই স্মারক গুলি দেখে আমার আজ বুক ভরা আবেগ-উচ্ছাস নিয়ে বলতে মনে যাচ্ছে যে ১৯৮৮ 'র দারুননাজাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অতি উদ্দেশ্যকে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও অর্থবহু করে তুলেছে এই স্মারকগুলি। কারণ ইসলামী তাহবীব, তামাদুন, সহীহ আকিদা-বিশ্বাস, ধৰ্মী ইলমের চর্চা অব্যহত রাখা, সতেজ রাখা, পুনরুজ্জীবিত করাই এই বিদ্যানিকেতনের প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্দেশ্য।

বর্তমানে ইসলাম বিদ্রোহী নাস্তিক-মুরতাদরা ইসলামের নির্মল, নিষ্পাপ দৃত্যির জ্যোতি নিভিয়ে দিতে সংঘবন্ধ পরিকর হয়ে পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন সেছাচারী, মনগড়া ও বিদ্রেষপূর্ণ লেখনীর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ইসলামকে বিতর্কিত করে যাচ্ছে। তাদের ঐ লেখনীগুলোর দাতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য একদল সুদক্ষ, দূরদর্শী, যুগোপযোগী কলম সৈনিক যুগের একটি বড় চাহিদা। এই চাহিদার ঘাটতি পূরণে লেখক গড়ার প্রকল্পে "আলিম পরীক্ষার্থী- ২০২২ " এর শিক্ষার্থীদের এই উদ্যোগ খুবই পশ্চসন্নীয়। বর্তমান সময়ে ইসলামের এই সংকটপূর্ণ কালে এটা একটা যথোপযুক্ত পদক্ষেপ ও একটি উদ্যোগ। মাত্র ৩০ বছরে দারুননাজাতের এই দ্রুততম বিকাশের পিছনে এটাও একটা মূখ্য বিষয়-তা হলো ছাত্রদের লেখালেখি। ছাত্রদের এই লেখালেখির মাধ্যমে দারুননাজাতের প্রচার প্রসার দ্বিগুণ হারে বেড়েছে।

আমি তোমাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের এই সৃজনশীল কর্মকে করুল করুক। আসন্ন "আলিম-২০২২" পরীক্ষায় সর্বোচ্চ কৃতিত্ব অর্জন করে প্রতিষ্ঠান ও মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করার তোফিক দান করুক। এবং রাসূলের সুমহান আদর্শে জীবনকে সাজিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবি অর্জনের মাধ্যমে সম্মান জনক জীবন দান করুন। (আমিন!)

আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক

(অধ্যক্ষ)

দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা

উপাধ্যক্ষের বাণী

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ পাকের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি ইসলামী কলমযোদ্ধা তৈরিকরণের মানসে আলিম পরীক্ষার্থী -২০২২ এর একবাঁক তরুণ ছাত্রদের হাতে "আস্সিদ্দীক" নামক সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক একটি স্মৃতিস্মারক নিপুণভাবে রূপায়ীত করার দ্বারা একটি অনন্য অর্ঘ্য বিরচনের তাওফিক দিয়েছেন। আজকের এই জ্ঞান নির্ভর আধুনিক এই বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতার ময়দানে নিজেকে যোগ্য, অগ্রগামী, সৃষ্টিশীল ও উপযোগী প্রমাণে ইলম সাধনার পাশাপাশি সৃজনশীল ও প্রযুক্তিগত বহুমুখী দক্ষতা, অভিজ্ঞতা সময়ের অনিবার্য দাবি। জ্ঞাননির্ভর এই যুগের জ্ঞানের যুদ্ধ, সংঘাত-প্রতিঘাত প্রতিনীয়তই সর্বজন পরিলক্ষীত। একদল জ্ঞানপাপীরা কোমরে গামছা বেঁধে আধাজল খেয়ে প্রাণপ্রিয় ইসলামকে নিয়ে হিংসা, বিদ্রে, বিভ্রান্তি, অ্যাচিত কটুভ্রিত বিষাক্ত তীর সরলমনা, সুশীল ও সভ্য মুসলিমদের দিকে তাক করে লক্ষ জনতার বুকে রক্তক্ষরণের এক নতুন খেল-তামাশার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এই জ্ঞানপাপীদের বিষাক্ত তীরগুলোকে প্রতিহত করতে একদল চৌকস কলম সৈনিকের চাহিদা মুমুর্ষের মুখে অস্তিম জলফোটার চেয়েও অধিক ঠিক এই সংকটপূর্ণ সময়ে এমন একটি সৃজনশীল উদ্যোগ সত্যিকারেই খুবই প্রশংসার দাবিদার।

যাইহোক, পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলি: তোমরা এখনো তরুণ। তোমাদের জীবনে এখনো সময়ের আবর্তনে সেচ্ছায়-অনিচ্ছায় অনেক বাঁধার শিকলে আবদ্ধ হওয়ার মাল্যটা বরণ করে নেওয়ার পরিস্থিতিটা এখনো আসেনি। তাই তোমাদের এখনি সুযোগ শত আঘাত-সংঘাতের মাঝে তেজদ্বীপ প্রাণে আঘাতের প্রগাঢ়তা উজ্জীবিত করে বাম হাতের মুঠোয় জীবন বাজী রেখে কিরণমালীর তেজস্বিতে তেজীয়ান হয়ে রক্তশপথ নিয়ে জ্ঞানযুদ্ধের রণপ্রাঙ্গনে দুর্ধর্ষ কলমবাজের ভূমিকা রাখতে তারুণ্য প্রাণশক্তি সম্পন্ন আঘাতে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে আত্মনিবেদন করার। আমি স্মারকগ্রন্থটি দেখে সত্যিকারেই অত্যন্ত আবেগাপ্তুত। আমি দোয়া করি- তোমরা অনেক বড় হও। দেশ ও জাতির জন্য তোমরা কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আসন্ন আলিম পরীক্ষাতে সর্বোচ্চ সফলতা বয়ে নিয়ে আসার তাওফিক দান করুক।

মাওলানা মোঃ মাকসুদুল হক

(উপাধ্যক্ষ)

দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা (তাখসীসি শাখা)

সভাপতির বাণী

মহান রবুল আলামিনের শাহেনশাহ দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যিনি অশেষ করুণা করে আলিম পরীক্ষার্থী - ২০২২ এর শিক্ষার্থীদেরকে তাখসীসির ইলম প্রাপ্তনে বিচরণের এক বালক স্মৃতিবিজড়িত মুহূর্তগুলোকে অনুভূতির স্মৃতিফ্রেম থেকে তুলে এনে একটি বাস্তব স্পর্শসাধ্য অবয়ব বিরচনের মানসে "আসু সিদ্ধীক" স্মৃতিস্মারক প্রকাশ করার তাওফিক দিয়েছেন। এই স্মারকগুলোর দুই মোড়কের মাঝে স্বর্ণালী বর্ণের গাঁথুনীতে প্রাঞ্জল ভঙ্গীমা ও অভিব্যক্তিতে কিছু নব রূপকারের হাতে নির্মিত হয়েছে এই অনবদ্য-সৃজনশীল স্মারকগুলু। যার প্রতিটি পাতায় নব্য কলম সৈনিকেরা কলমের খোঁচায় ছড়িয়ে রেখেছে সুরোভিত পুস্প, হীরা, জহরত। গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে তরুণ সৃজনশীলমনা নব্য লেখকদের স্বপ্ন ও সংকল্প এবং স্মৃতিতে টাইটস্মুর অনুভূতি। স্মৃতি বিজড়িত এই স্মারকটি নীরব-নির্জন নিশিতে নিদ্রা তাড়ানোর ভঙ্গিতে নিবিষ্টিচিতে কোন জ্ঞানপিপাসু পাঠক পড়তে বসলে তরতর করে কেটে যাবে তার রাত। সকালের নতুন সূর্যালোকের মিষ্টি রোদে দাঢ়িয়ে মনে হবে অভিজ্ঞতা আর বাস্তব জ্ঞানের গুণ্ঠ ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছি। আমি এই নবউজ্জীবিত তরুণ লেখকদের অকল্পনীয় ও সচকিত সৃজনশীলতায় মুঞ্চ হয়ে আরো উৎসাহ-অনুপ্রেরণার স্বরে শুভকামনা করি তারা যেন তাদের সৃজনশীলতাকে আরও বিকশিত করতে পারে। এবং যারা স্মারকের অবকাঠামো রূপায়িত করার পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে তাদের জন্য প্রান্তরে দোয়া করি। এবং আসন্ন আলিম পরীক্ষায় সফলতার স্বর্গ শিখিয়ে পৌছার জন্য আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দোয়া করি। (আমিন)

মাওঃ মোঃ নেয়ামত উল্লাহ

(আরবি প্রভাষক)

দারুন্নাজাত সিদ্ধীকিয়া কামিল মাদ্রাসা তাখসীসি শাখা

সহ-সভাপতির বাণী

মহান শ্রষ্টার দরবারে অসংখ্য শোকর ও সুজুদ যিনি ২০২২ সনের আলিম পরিক্ষার্থীদেরকে – সাহেবে রাসূল হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ ও আবু বকর সিদ্দীক আল কুরাইশি রহ. এবং অ.খ.ম আবু বকর সিদ্দীক -দের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আস্স-সিদ্দীক নামী একটি অনবদ্য স্মারক উপহার দেওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। এই নামগুলো সুবিদিত মহান এই ব্যক্তিগুলো আমাদের চেতনার বাতিঘর ও অকুতোভয়ী সিপাহ সালার এবং নতুন পৃথিবীর দুঃসাহসী চিত্রনায়ক। এই আদর্শ মানুষগুলো হৃদয়গতিনে হেরার সর্বশাস্ত্রির মিঞ্চময় সেই আলো পোষেন। যার গহিন আকৃতি আমাদের স্পর্শ করে যায়। তার ছোয়ায় আমরা শাশ্বত সত্য খুঁজে পাই সকল মহৎ কাজের পিছনে থাকে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। এই নিঃস্বার্থত্যাগী মানুষগুলো আমাদের অনুপ্রেরণা। মুহাম্মাদ সা. ও মানুষ - পরম্পরের সম্পর্কের মৌয়াল যাইহোক আসা-যাওয়ার বিরামহীন শ্রোতে আমাদের জীবন চলিষ্ঠুণ। আমাদের চলমান জীবনে বিদ্যায়- বিছেদের মুহূর্তটি হৃদয়ের আন্তরিক স্পর্শে বড় মূল্যবান। এই মুহূর্তে হৃদয়ে নতুন করে চেউ খেলে। সেই গভীরভাবে নির্বারিত অমূল্য-মেহ ও প্রীতি। মনের গহিনে বিদ্যুৎ চমকের মত উত্তাসিত হয়ে ওঠে কত হাস্যজ্ঞল মুহূর্ত, মাদ্রাসার ছাত্রদের নিবিড় বন্ধন, তারুণ্যের উচ্ছ্বসিত কল্যাহসে, শিক্ষকদের শাসন, পাঠন-পাঠনের অনুধ্যান। এ সবকিছুতে সমীকৃত হয়েছে “আস সিদ্দীক”স্মৃতি ফ্রেমে। “আস সিদ্দীক” বহুমুখী লেখনীতে সন্নিবেশিত একটি স্মৃতিস্মারক। যেখানে বন্দী হয়েছে চিরঞ্জীব মানুষের যুগান্তরের চিন্তা ও বন্দনার প্রয়াস। এই পুরির প্রতি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে থাকা অমূল্য উপকরণগুলো জ্ঞানের অমৃত ক্ষুৎপিপাসার তৃষ্ণির সিংহদ্বার উন্মুক্ত করবে। যাইহোক আলিম পরীক্ষার্থী ২০২২ এর শিক্ষার্থীরা সবেমাত্র বৃহত্তর জীবনের তোরণ পার করতে যাচ্ছে। আমি দোয়া করি তোমরা অনেক বড় হও। আল্লাহ তোমাদের আসন্ন আলিম- ২০২২ পরীক্ষা ও জীবনের সকল পর্যায়ে সফলতা বয়ে নিয়ে আসার তাওফিক দান করুক। (আমিন)

মাওঃ আব্দুল কাহহার

আরবি প্রভাষক

দারুণনাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা (তাখসীসি শাখা)

ମଞ୍ଚପାଦକୀୟ

ଆୟୁକ୍ଷିଣ ଦୀପ ମୁଖେ ଶିକ୍ଷା ନିବନ୍ଦିବ,
ଆଁଧାରେର ଗ୍ରାସ ହତେ କେ ଟାନିଛେ ତାରେ,
କହିତେହେ ଶତବାର, "ଯେତେ ଦିବ ନା ରେ ।"
ଏ ଅନନ୍ତ ଚରାଚରେ ସ୍ଵର୍ଗମର୍ତ୍ତେ ହେଯେ
ସବଚେଯେ ପୁରାତନ କଥା, ସବଚେଯେ
ଗଭୀର କ୍ରନ୍ଦନ, "ଯେତେ ନାହିଁ ଦିବ ।" "ହାୟ,
ତବୁ ଯେତେ ଦିତେ ହୟ, ତବୁ ଚଲେ ଯାୟ ।

ଚମକାର ସୁନ୍ଦର ନୀଳଚେ ଆକାଶେ ଶାରଦୀୟ ମେଘ, ଶିଉଲିବାରା ପ୍ରଭାତ, କୁଯାଶାର ଶୁଚି-ଶୁଭ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଯଥନ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପରିଷ୍ଫୁଟିତ କରାର ନିମିତ୍ତେ ଯଥନ "ତାଖସୀସି" କାନନ ପ୍ରାଣବନ୍ୟାର ଉଦୟମତା ଆର ହାସ୍ୟୋଳ୍ଲାସେ ଭାସ୍ୱର, ନବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକେ ହଦୟ ନୁପୁରେ ଅବିରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହିମାୟ ନୃତ୍ୟ ମିଞ୍ଚିତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଜାନେର ମଥିତ ଆବେଗେ ଶିକ୍ଷକ ହଦୟ ଶୁଷେ ଜୀବନ ବାଁକେ ନିର୍ମିତିପ୍ରାୟ ଏକ ଗୌରବ ମିନାର, ଅକୁର୍ଣ୍ଣିତ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଆଲୋଯ ଯଥନ ମନ-ମଞ୍ଜୁଶାର ଉତ୍ତାସିତ ଓ ପୁଲକିତ । ଠିକ ତଥନି ଝଞ୍ଜାବିକ୍ଷୁନ୍ନ ଉତ୍ତାଳ ସିନ୍ଧୁ ଥେକେ ଭେସେ ଏଲୋ ଆଶକ୍ତିତ ଓ ଅନାକାଂଖିତ ବିଚ୍ଛେଦ ଘନଟାଧନିର ବିଷାକ୍ତ ତରଙ୍ଗ । ତାର ରାଗିଣୀତେ ମନେର ସୋନାଲି ଆକାଶ ହେଯେ ଗେଲ ବିଷାଦେର ସନୟଟାୟ । ଆର ଉପହାର ପେଲାମ ବେଦନାର ଡାଲି । ହଦ୍ୟତାର ନିବିଡ଼ତା, ବେଦନାବିଧୁର ଅଫୁରନ୍ତ ସ୍ମୃତିର ଆସନ୍ନ ଜଳୋଞ୍ଚାସେର ଟେଟ-ତରଙ୍ଗକେ ସ୍ମୃତିତ୍ରେମେ ସ୍ପର୍ଶସାଧ୍ୟ ଅବଯବେ ବାଁଧଭାକ୍ଷର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣେର ପ୍ରୟୋଜନ ପିଯାସେ ଯଥନ ଅନେକ ପ୍ରାଣ ନିତାନ୍ତଇ କାତର, ଠିକ ତଥନଇ "ମର୍ଦେ ଆଫାକୀ" ହେୟ ଆତ୍ମାର ପିଯାସ ମେଟାତେ ଉଦିତ ହଲୋ ହିମାଲୟସମ ପ୍ରତିଭାଧର ଏକଦଳ ନବୀନ ଶକ୍ତିଧର କଳମଯୋଦ୍ଧା ଯାରା ଭାଷାର ରାଜ୍ୟ ବଶ କରେ ଭାଷାର ଗାୟେ ବିପ୍ଳବେର ଆଗ୍ନ ଛଢିଯେ ଦିଯେ ଜିନ୍ଦାନଖାନାର ଅନଳେ ଦଙ୍କ ହେୟ ସ୍ମାରଣୀୟ ଓ ସିନ୍ତର ହେୟେଛେ ଅନେକେର ଭାଲୋବାସାୟ । ଚିନ୍ତା, ରଣ୍ଚି ଓ ମାନୁସିକ ଗଠନେ ଆମରା ପରମ୍ପର ବେଶ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେୟାର ତାରା ଅନେକେର ସଙ୍ଗେ ଏକାତ୍ମ ହେୟ ମନଗହିନେ ଚୁକେ ପ୍ରାଣେର କଥାଗୁଲୋ ଟେନେ ବେର କରେ ଅରାଧ୍ୟ ମେଧା ଓ ଯୋଗ୍ୟତାର ସୁଷମ ମିଶ୍ରଣେ ସ୍ଵିଯ ସାହିତ୍ୟ-ଶିଳ୍ପେ ସାଜିଯେ ଗୁଜିଯେ ଉପହାର ଦିଯେଛେ ଏକଟି ଅନବଦ୍ୟ ସ୍ମାରକଗ୍ରହ୍ୟ । ତାଦେଇ ନିରଲସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାୟ ସ୍ମୃତିଶୀଳ ପ୍ରତିଭାଧର କଳମ ଯୋଦ୍ଧାଦେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଏବାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ଆୟୋଜନ । ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣତ୍ୟ ଆୟୋଜନଟି ଆବଦ୍ୟ ହେୟେଛେ "ଆସ୍ ସିଦ୍ଧୀକ " ନାମୀ ଛୋଟ ବିଶେଷ ଖୋଲୋସେ ସକଳେର ଚାହିଦା ଓ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଯଥନ ଏମନ ଯେନ କ୍ଷୁଧାର ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀଟା ଗଦ୍ୟମୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ଚାଁଦ ଯେନ ଝଲସାନୋ ରଣ୍ଟି । ଠିକ ତଥନଇ ବହୁ ତ୍ୟାଗ-ତିତିକ୍ଷାର ବିନିମ୍ୟେ

মহাকালের নাগপাশ ছিন হয়ে বেরিয়ে এলো একটি লাল টকটকে ফুল। কিন্তু সবকিছু অর্জনের চেয়ে
রক্ষা যে অনেক কঠিন। কে ধরবে এই রক্ষা নায়ের বৈঠা। কে হবে এই অচেনা দিঘল পথের প্রদীপ
পুরুষ। চারদিক থেকে অস্পৃশ্য অশুচি কঠ থেকে সজ্জান শৃষ্টতার বিষাক্ত তীর বৃষ্টির মত ধেয়ে আসছে।
অযৌক্তিক ও অকাম্য কথার বিষবাস্পে অবসন্ন ও নিরস্ত না হয়ে আমরা কজন নবীন মাঝি সমালোচনায়
ভেঙ্গে পড়া বজ্রের দিকে দুহাত বাড়িয়ে বুক ফুলিয়ে আত্মহতির মহাত্মে প্রগাঢ় হয়ে হাতে তুলে নিলাম
অবহেলিত নায়ের বৈঠা ফলশ্রুতিতে স্পৃষ্ট ও দন্ধ হতে হয়েছে অনেককেই। স্বচক্ষে দেখেছি তাসনিম-
ফারুকদের হাড়ভাঙ্গা সাধনা আর স্পাতকঠিন দৃঢ়পণ। পরীক্ষা পূর্বসময়ে যখন সবাই পরিমিত ঘূম আর
রুটিনমাফিক পড়াশোনায় ব্যস্ত সেসময় দেখাতাম তাদের ভাগ্যে সামান্য একফোঁটা বিশ্রাম যেন
আমাবস্যার একফালি বাকা চাঁদ। যখন সবাই ঘুমে বিভোর, কুশল সমাচারে লিপ্ত তখন তারা উৎকর্ষ
ব্যস্তায় নির্ঘূম সময় পার করছে। আবার শ্রেণীর স্টাডিপ্লানসহ যাবতীয় ব্যবহারপনাও করছে।
ইত্যাকার আত্মবিক্রিতে তারা অন্যান্যবারের মতো অতিরিক্ত কোনো ফায়দা-সুবিধা পেত না। এই
বিশাল ত্যাগের কোন কিছু তারা কাউকেই বুবতে দিতো না। কিন্তু হটাং একদিনএই স্পাতকঠিন
প্রচেষ্টা একদিন অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে সংশয় আর অনিশ্চিতের জলাশয়ের অতল গহবরে নিখোঁজ হয়ে
পড়ে রইল। কিন্তু কে জানত এই কুহেলিকাপূর্ণ ঝঁঝঁা আর নিরাশার মধ্য দিয়ে স্মিয়মান-নিঙ্কল্টকের বুকে
তেজদীপ্ত প্রাণ সঞ্চারিত হবে। শত বাধা আর অশনি বেদনার কোপানলে বিদন্ধ আহত প্রাণ নব
উজ্জীবিত হয়ে পূর্ণতা জয়ের বাঁশি বাজাবে। বিশেষ করে ওমর ফারুক সহ অনেকের উদ্যোগে আবারো
নিস্তক্র ও লুপ্তপ্রায় স্মৃতিস্মারকের বুকে নতুন গতির জোয়ার ফিরে এলো। স্মারকের অবকাঠামো
কখনোই বাস্তব রূপ পেত না কিছু উদার মনের মানুষের আকাশচূম্বী উৎসাহ, দৃঢ়প্রত্যয়, মনভরা
ভালবাসা আর সহযোগিতা ছাড়া। সেই শুরু থেকেই প্রাক্তন সহপাঠী আবুল্লাহ ভাইয়ের ইঙ্গিমেন্ট
ব্যবহারের অনুমতি পেয়ে স্মারকগ্রস্থিতি এই পর্যায়ে নিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছি। এছাড়াও বর্ণসজ্জায়
মাসুদ তাসনিমের কথাতো অবিস্মরনীয় শাকিল ও তাহমিদের সম্পাদনায় স্মারকটি বাতিল মরিচিকাপূর্ণ
লৌহথল থেকে স্বর্গালি পরশপাথরে রূপ নিয়েছে। আর প্রচ্ছদ রূপায়নে হৃজাইফার রং তুলির আঁচড়ে
চমৎকার ক্যালিওগ্রাফি আর কভার পেজসহ আকষণীয় কেন্দ্রবিন্দু তৈরিতে আতিকের সৃজনশীলতা
গ্রস্থিতির বাহ্যদৃশ্যেই পরীলক্ষিত। এছাড়াও অনুক্ত অনেকেরই দিগন্তজোড়া কষ্ট নদী পাড়ি দিয়ে দুর্ভেদ্য
দুর্গ ভূপাতিত করার ন্যয় অবগন্তীয় সাধনা ও প্রচেষ্টা স্মারকের দুই মোড়কের মাঝে আবদ্ধ হয়েছে।
তাদেরকে অযোগ্য ও অনুপযুক্ত বর্ণনায় ছোট করতে চাই না। সকলের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। পরিশেষে
খোদা তায়ালার দরবারে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা যিনি প্রতিমুহূর্তে দয়া ও রহমত দ্বারা আমাদেরকে গ্রহণ
পূর্ণতার পথে এগিয়ে দিয়েছেন। এই দীর্ঘ প্রচেষ্টা প্রকল্পের ডানে-বামে যে যেভাবে সংশ্লিষ্ট থেকেছে
আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তার কর্মনুযায়ী প্রতিদান দান করুক।

সূচীপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা	লেখক
স্মৃতিচারণ		
স্মৃতির ফ্রেমে তাখসৌসি		মোঃয়াজেজ হোসেন বেলাল
নতুন দিগন্ত		মোঃ লাবিব আবু বকর
আমার মা এখনো কাঁদে		মোঃ সাজিদুর রহমান
কিছুকথা		মোঃ আবু জাফর ছালেহ
আমার জীবনের কিছু কথা		মোঃ ছিদ্রিক আহমাদ
পাগড়ি		জাবের হোসেন
তোমাদের আজও মনে পড়ে		মোঃ তাসনীম হোসেন
আমার নানাভাই		সাইয়েদ মোহাম্মদ আজিজুল হক (সাইমন)
একশের ডায়েরী		রফিউল আলম রহমান
ফেলে আসা সোনালী দিনগুলো		মোঃ মশিউর রহমান পাঠান
বাংলা ভাষাকে জানতে		
“একটি বিকেল”		সাইদুল হক ওসমান
শেশব স্মৃতি		আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ
ভোলা যায় না		মাহমুদুল ইসলাম
স্মৃতির পাতায় ঐ ছোট রুম		মোহাম্মদ ইমাম হাসান
ত্যাগ		তামিম আহমদ
প্রিয় নাজাত কাননে		আলাউদ্দীন ভুঁইয়া
আঁকাবাঁকা সময়		মোঃ জাহিদ হাসান
স্মৃতির সেই ক্ষণ		মোঃ মুজতবা হক(আওসাফ)
হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের বাস্তবায়ন		মোহাম্মদ জাহিদ খাঁন
স্মৃতির পাতায়		সাকিবুল ইসলাম শ্রাবন
“Three memorable events “		Mohammed Juber Chowdhury
ফিরে দেখা দিনগুলো		মোঃ জুনায়েদ শেখ
এলোমেলো কথা		মোঃআবুজাফর সালেহ
বাবা		মশিউর রহমান
দারুণনাজাত জয়ের গল্প		ওমর ফারুক
মনের কোঠরে দারুণনাজাত		মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল আনাস
ভালো কিছু		আব্দুল কাদির শাহিন
দাদার ইচ্ছা		মোঃজাহিদ হাসান
তৌরে এসে তুরে ডুবা		মাহমুদুল ইসলাম
শিরোনাম	পৃষ্ঠা	লেখক
একনজরে মাদরাসা পরিচিতি		
স্মৃতিময় কিছু আলাপ		সামিউজ্জামান সার্মিন
প্রবন্ধমালা		

রাষ্ট্রী ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ছারছীনা দরবার		মোঃজোবায়ে আল ফয়েজি
গন্তব্য		লাবিব আবু বকর
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা)		মোঃ ওমর ফারুক
Turning Point		Md. Zunayed Shaikh
তথাকথিত “ধর্মব্যবসায়ী” আখ্যা		মোঃ জোবায়ের আল ফয়েজি
তালেবানের আদ্যন্ত		মোঃ শাকিল আহমেদ
যোগ্যতা ও যোগ্য মানুষ		মোঃ আশিকুর রহমান
কারো প্রিয়জন, কারো প্রয়োজন		মোঃ মাহমুদুল ইসলাম
ইসলামী শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা		মোঃ আশরাফুজ্জামান
ক্ল মালুমে লিস ব্লুম		মোঃ মুক্তিপুর রহমান
মান বাপ		মোঃ জনিদ শিয়খ
নিজের ঘরে করুন জান্মাতি পরিবেশ		শাকিল হোসেন
جمال মুহাম্মদ স্লাল লাল উল্লাহ ও স্লে		বাল্ফুর মুহাম্মদ তসবির হাতি
জিহাদ		মোঃ তাসনীম হোসেন
Time waits for no one		Md.Tasnim Hossain
Who was the 'Imam of Imams' Abu Hanifa?		Md Tasbirul Haque Abr
আত্মকথন		মোহাম্মদ জোবায়েরুল হক
ইসলাম ও আধুনিকতা		মোঃ জাকারিয়া
মানবাধিকার ও ইসলামী দর্শণ		মোহাম্মদ রিফাতুল ইসলাম
খুদে গল্প		
অহংকার আমাদের		মুহাম্মদ মিহবাহউদ্দিন
৩০শে ফেব্রুয়ারি		মোঃ ইবরাহীম মজুমদার
মধ্যবিত্ত		মোঃ জাহিদুল ইসলাম
বারে পড়া ফজলু		মোঃ লাবিব আবু বকর
ধর্মিয় পরিচয়		মোঃ ওমর ফারুক
মা হারা ছেলেটি		মোঃ রবিউজ্জামান (রুম্মান)
দৈন্যতা		মোঃ লাবিব আবু বকর
জান্মাতি ভূর		মোহাম্মদ শাহাদাত
পিছুটান		খাইরুল আলম
মন ভোলা পত্তি		রেজাউল করিম
শিতের প্রভাতে পথ শিশুর সাথে		আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ
ট্রেন্ট		মোঃ বেনিয়ামিন
অমন কাহিনী		
সিলেটের মাটিতে একদিন		মুনতাসির সাকিব
দুঃখ ও আনন্দময় অমণ		মোঃ মাহবুবুর রহমান
শিরোনাম	পৃষ্ঠা	লেখক
কুমিল্লার মাটিতে একদিন		আতাউল্লাহ মুয়াজ
রম্য রচনা		

সজল সমাচার		মোঃ তাসনীম হোসেন
একটু হাসি		
কবিতা		
আত্মবোধ		শাকিল হোসেন
স্বপ্নের নাজাত কানন		আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ
বন্ধু মানে		আবু বকর সিদ্দিক
আগ মোঃ		জাহিদুল ইসলাম
সুষ্ঠু ব্যথা		মোঃ তাসনীম হোসেন
নূরের নবী মুহাম্মদ সা.		মুহা. মিহবাহ উদ্দিন
হৃদয়ের ব্যথা		মোঃ ফখরুল ইসলাম
রূপক দেশ তাখসীসি		মোহাম্মদ জুনায়েদ শেখ
গর্বীবের শীত		মোঃ সাজিদুর রহমান
কবর		মোঃসাজিদুর রহমান
স্মৃতি		মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
তাখসীসির প্রাণে		মোঃ সাজিদুর রহমান
মুক্তির স্বাদ		আল-ফুরকান জীবন
তাখসীসি		লাবিব আবু বকর
দুটি শব্দ		মাহমুদুল ইসলাম
মা		মুস্তিন উদ্দীন
দিনলিপি		মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
অমর		মোঃ তোফিকুর রহমান
প্রিয় মা		আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ
কেমন হত		মোঃতোফিকুর রহমান
ইলমের তরে		মোহাম্মদ জাহিদ খান
গুণ্টান		মোঃ তাসনীম হোসেন
বন্ধু মহল		আজিজুল হক
আদ্যোপাত্ত		মোঃ জুবায়েরুল হক চৌধুরী
আমার বাবা-মা		মোঃ তাসনীম হোসেন
আমিতো পুরাই অবাক		আবু সুফিয়ান
বহুরূপী		মোহাম্মদ হাসান
প্রানের আকৃতি		মোঃ তাসনীম হোসেন
Love		Omar Faruque
My love		Md. Tasnim Hossain
Study		Mahbubub Molla
Inter class Life		Md Furkan Jibon
ছাত্র পরিচিতি		

একনজরে তাখসীসি শাখা

নাম : দারুননাজাত সিন্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, তাখসীসি শাখা শুকুরসী গোরস্থান,
পূর্ব অন্গর, সারালিয়া, ডেমরা, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯১৪৩৮৭৯১৩

E-mail: dskmakhsisibranchiamail.com

Web: www.dskmiakhesisibranch.com

অবস্থান : ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ডেমরা থানাধীন ডি, এন, ডি প্রজেক্টের মধ্যে সারালিয়া
বাজার ও ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মধ্যবর্তী স্থানে শুকুরসী গোরস্থান সংলগ্ন প্রায় তিনি
একর জমির উপর নেসর্গিক মনোরম পরিবেশে মাদরাসার মূল ক্যাম্পাস অবস্থিত। মূল
ক্যাম্পাস হতে প্রায় ৪০০ মিটার দক্ষিণে মনোরম পরিবেশে অত্র মাদরাসার তাখসীসি
শাখা অবস্থিত।

স্তরভিত্তিক প্রতিষ্ঠাকাল: (ক) তাখসীসি জামাআত (হাফেজ ছাত্রদের জন্য) - ২০০৮ ইং
(খ) তাখসীসি সাদেস থেকে তাখসীসী ফায়িল-২০১৬ ইং

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: আমলদার ও কিতাবী আলেম তথা হক্কানী-রব্বানী আলেম
তৈরির মাধ্যমে সৎ ও দক্ষ নাগরিক গঠন করা।

শিক্ষাস্তর ও বিভাগ: তাখসীসি সাদেস

তাখসীসি সাবে

প্রাক-তাখসীসি (৪ষ্ঠ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম এর সমন্বিত কোর্স)

তাখসীসি সামেন

তাখসীসি তাসে

তাখসীসি আশের

তাখসীসি আলিম

তাখসীসি ফায়িল

তাখসীসি কিতাব বিভাগ

শিক্ষক-কর্মচারী: ৩৬ জন

ছাত্র সংখ্যা: ৮০০ জন

একাডেমিক ভবন: ২৪ ঘণ্টা বৈদ্যুতিক সুবিধাসহ বহুলবিশিষ্ট মানসম্মত আবাসিক ও একাডেমিক
ভবন।

গ্রন্থাগার: তাখসীসি শাখার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার রয়েছে।

অধ্যক্ষ: আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক
বি.এ. অনার্স, এম.এ. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); এম.এম. (১ম শ্রেণী)

উপাধ্যক্ষ: মাকচুদুল হক
বি.এ. অনার্স, এম.এ. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); এম.এম. (১ম শ্রেণী) এম.ফিল (ঢাবি)

তাখসীসি শাখার বৈশিষ্ট্য

- ❖ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সহীহ আকীদা সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ।
- ❖ সুন্নাহ মাফিক আমলী জিন্দেগী গঠনের প্রশিক্ষণ।
- ❖ শিক্ষার্থীদের উত্তম চরিত্র গঠনে জোর প্রচেষ্টা।
- ❖ পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সাথে জামাআতে আদায়।
- ❖ সুন্নাতী লেবাস-পোশাক পরিধান।
- ❖ আমলী শিক্ষকদের সোহৃত গ্রহণ।
- ❖ মাসনূন দোয়া এবং আমল-আকীদা সংক্রান্ত দলীল মুখস্থের ব্যবস্থা।
- ❖ রুটিন মাফিক দৈনিক কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা।
- ❖ ইশরাক ও আউয়াবীনসহ বিভিন্ন নফল সালাত আদায়ে অভ্যন্ত করণ।
- ❖ প্রতিদিন বাদ মাগরিব যিকির আযকার।
- ❖ মাগরিব ও ইশার পর নিয়মিত সুরা ওয়াকিয়া ও সুরা মুলকের বিশেষ আমল।

সাংগঠিক কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে তাহাজুদের অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা । নিয়মিত বাদ ফজর অভিজ্ঞ কারীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার জন্য মাশকের ব্যবস্থা ।

- ❖ আরবী ও ইংরেজী ভাষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ ফাউন্ডেশন কোর্সের মাধ্যমে আরবী ও ইংরেজীর ব্যসিক গঠন করা । সকল ক্লাসে আরবী ও ইসলামী বিষয়গুলো মূল আরবী কিতাব দিয়ে দরস দান ।
- ❖ নাভ- সরফ, তারকীব- তাহকীক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ ।
- ❖ আলিয়া ও কওমী মাদরাসার সিলেবাসের অপূর্ব সমন্বয় ।
- ❖ আরবী ও ইসলামী বিষয়সমূহের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপের পাশাপাশি সাধারণ বিষয়েও ভাল করার সুব্যবস্থা ।
- ❖ বিভিন্ন শ্রেণী পর্যায়ে কওমি পাঠ্যান্তর্ভুক্ত কোরআন, হাদিস ,উসুলে হাদিস,ফিকহ, উসুলে ফেকাহ , তাফসির,উসুলে তাফসীর সহ সকল কিতাব ব্যাখ্যা সহকারে খ্তম করানোর সফল উদ্যোগ ।
- ❖ সার্বক্ষণিক অভিজ্ঞ শিক্ষকের তদারকী ।
- ❖ আরবী ও ইংরেজী শব্দার্থ মুখস্থ করণে গুরুত্বারোপ ।
- ❖ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় হাদীস মুখস্থ করানোর উদ্যোগ ।
- ❖ শব্দার্থ ও হাদীস মুখস্থ শোনানোর উপর পুরস্কার প্রদান ।
- ❖ শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য অভিভাবক ও সুধীজনের সুপরামর্শ গ্রহণ ।
- ❖ সুন্দর হাতের লেখা শেখার প্রশিক্ষণ ।
- ❖ পরীক্ষায় ভাল ফল করার উপর গুরুত্বারোপ ।

- ❖ ক্লাস টেস্ট ও সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ।
- ❖ প্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ।
- ❖ কম্পিউটারের মাধ্যমে রেজাল্ট করে তা ইন্টারনেটে প্রকাশ করা।
- ❖ বার্ষিক ফলাফল এবং উপস্থিতির আধিক্যের ভিত্তিতে পুরস্কার বিতরণ।
- ❖ বার্ষিক কার্যক্রম মোতাবেক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা।
- ❖ সারা বছর রাষ্ট্রিয় জীবন যাপন করা।
- ❖ সাংগঠিক জলসার মাধ্যমে ছাত্রদের সুপ্ত মেধার বিকাশ সাধন।
- ❖ কুইজ প্রতিযোগিতা ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্রদের জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করা।
- ❖ পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সিলেবাস সম্পন্ন এবং পরীক্ষা গ্রহণ। ইসলামী মাসিক পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা।
- ❖ শিক্ষার মনোরম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলাদা নাজেমে তালীমাত (সচিব) নিয়োগ।
- ❖ আবাসিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিচালকের পাশাপাশি আলাদা নাজেমে সুরক্ষাত (আবাসন সচীব) নিয়োগ।
- ❖ দৈনিক তিন বেলা রাষ্ট্রিয় মাফিক মানসম্মত খাবার পরিবেশন।
- ❖ দেশের বিভিন্ন দশনীয় স্থানে শিক্ষা সফরের মাধ্যমে পাঠের একঘেয়েমি দূর করা।
- ❖ ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে সুস্থ বিনোদনের সুব্যবস্থা।
- ❖ বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস পালনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে সচেতন করে গড়ে তোলা।

- ❖ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ ।
- ❖ সুদক্ষ দারোয়ানের মাধ্যমে গেইট পাহারা নিশ্চিত করা ।
- ❖ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ । প্রয়োজনে প্রতি আবাসিক এলাকায় মাদরাসার নিজস্ব ফোন ব্যবহারের সুব্যবস্থা ।
- ❖ ছাত্রদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন, কলম, খাতা, সাবান, নীল ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য মাদরাসার ক্যাম্পাসের ভিতরে বিশেষ (ক্যান্টিন) ব্যবস্থা
- ❖ দলীয় রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ ।
- ❖ হাফেজ ছাত্রদের ইয়াদ ধরে রাখার জন্য মাগরিব, ইশা ও ফজরে ইমামতির সুব্যবস্থা ।
- ❖ মাগরিবে ১ পৃষ্ঠা, ইশায় ২ পৃষ্ঠা এবং ফজরে ৩ পৃষ্ঠা করে তেলাওয়াত করে প্রতি তিন মাসে ফরজ নামাজে খতমে কুরআনের সুব্যবস্থা । সাধারণ সবিনা ব্যবস্থা

সুগান্ধি

স্মৃতির ক্ষেত্রে তাখসীসি

মোয়াজ্জেম হোসেন বেলাল

আলেম হবার সাঁজ সেঁজে এসেছি দারুননাজাতে। কেউ ছিল তাখসীসীতে আবার কেউ মেইনক্যাম্পাসে। জানি না কেন আল্লাহর রহমত সিলেটের উপরে। তাখসীসীতে রয়েছে অনেক সিলেটি। আমাদের হেড মুহাদ্দিস হজুর আব্দুল লতিফ শেখ বলেছিলেন ‘আমরা শাহজালাল ইয়েমেনি রহ.এর দোয়ার ফসল’। আমি প্রথমে মূল ক্যাম্পাসে ভর্তি হই। পাবনা হজুরের হলে থাকতাম। পাবনা হজুর আমাদের সবাইকে ডাকতেন আবুজান। আমার কাছে হজুরকে ভালো লাগত। হজুরের হলে আমি ২মাস কাটাই। আমার সঙ্গে ছিল রিফাত আর হাছান; ওরা খুব ভালো ছিল। হজুরের হলে ভালো পড়া হত। তারপরও আমি তাখসীসীতে চলে আসলাম। আসলে হজুররা বলে থাকেন তাখসীসি ভাল প্রতিষ্ঠান। আমি আগেও শুনেছিলাম তাখসীসির কথা। সিলেটি স্যারের মুখ থেকে। তারপর হঠাত করে আমি এবং রিফাত হাসান সিদ্দান্ত নিলাম বিকেল বেলায় সিলেটি স্যারের কাছে যাব পড়ার জন্যে। সাথে সাথে তাখসীসি ও দেখা হয়ে যাবে। আমরা বিকেলে আসলাম, দেখলাম তাখসীসীতে ছাত্রা কিভাবে সময়কে মূল্যায়ন করে। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে,বাবা মা আলেম হওয়ার জন্য পাঠ্যেছেন। তাখসীসীতে অনেক কষ্ট ছিল তাই অল্ল সংখ্যাক ছাত্র ভর্তি হতো। তাদের সারা দিন পড়া আমার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। আমি সিদ্দান্ত নেই তাখসীসি শাখা সম্পর্কে জানতে, পড়ার সময় এবং ঘুমের সময়ের কথা। তখন আমাদের হলে ছিল তাখসীসি শাখার ছাত্র তাসফিক। তার কাছ থেকে তাখসীসি শাখা সম্পর্কে জানলাম।

তাসফিক আমাকে বলল তাখসীসির কার্যক্রম। একজন বলল আমি তাখসীসীতে পড়েছি। একদিনে যা পড়েছি তা মূল ক্যাম্পাসের সাত দিনের সমান। এত পড়া হয় সেখানে! সে বলল আমি জানি না সেখানে তুমি টিকতে পারবে কিনা। কেননা সেখানে শুধু হাফেজরা টিকে থাকতে পারে। তারা সবর্দাই পড়াশোনা করেন। তুমি সেখানে যাও। আমি সিদ্দান্ত নিলাম যাওয়ার জন্য। তারপর আবুরকে বললাম। আবুর সিলেটি স্যারকে বলল সিলেটি স্যার ব্যাবস্থা করে আমাকে পাবনা হজুরের হল থেকে নিয়ে আসে। আসার সময় পাবনা হজুরের সাথে দেখা করতে যাই। আমি আমার মনের কথা বললাম। তিনি বললেন এখানে কি ভালো পড়া হয়ন। আমি বললাম অবশ্যই হয়। তিনি বললেন তোমার লক্ষ্য কি। আমি বললাম কিতাবি আলেম হওয়া। তিনি বলেন তোমার জন্য দোয়া রইল। পরে কদমবুঢি করে চলে আসলাম। রিফাত ও হাসান ছিল আমার সাথে। বিপদের সঙ্গে তাদেরকে ছেড়ে কিভাবে যাবো। আমরা আবার এক গ্রামের তাই একটু কষ্ট হয়েছিল। হঠাত করে আমাকে এই কথাটি ধাক্কা দিল যে আলেম তো হতেই হবে। আর তাই অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন ও পড়ার প্রয়োজন। তারপর আমি চলে আসি ওদের ছেড়ে। যখন আমি তাখসীসি শাখায় আসলাম আসার পরই ফুরকান ভাইয়ের সাথে দেখা।

আমাকে শুধু ফুরকান ভাই চিনত আর কেউ চিনত না । আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় বান্না, বকর, জাহিদ এর সাথে । সবাই যখন নিচে আসল তখন ফতুল্লাহ হজুরের সাথে দেখা করলাম । তারপর আমি আমার ব্যাগ ও জিনিসপত্র সব নিয়ে এক জায়গায় রাখলাম । নির্বুর্ম হয়ে দাঢ়িয়ে রইলাম । হঠাতে করে দেখলাম আমার সামনে ১৫ থেকে ২০ জন সিলেটি । আমি ভয় পেয়েছি । যখন আমি জানতে পারলাম যে সবাই সিলেটী । অবাক হয়ে যাই! তাদের সবার সাথে মুসহাফা করলাম । একজন বলল আমাকে, আমরা মোট সিলেটি ২২ জন । জাহিদ আমার জন্য কেবিন খুঁজতে লাগে । মিসবাহ তার কেবিন ছেড়ে দিল । হঠাতে অজু করতে গিয়ে দেখা হয় মুয়াজ ভাইয়ের সাথে । আমি কথা শুনে বুঝতে পারলাম সিলেটী । তিনি অতি মধুর আওয়াজ দিয়ে ক্রেতাত পড়ে । তার কিরাত ছিল অতি মধুর । যার ক্রেতাতে আমরা হতাম মুঞ্ছ । আর যখন আব্দুর রহমান ভাইয়ের সাথে দেখা হলো তখন জানলাম তার বাড়ী হচ্ছে মৌলভীবাজার । বললাম আমার বাড়ীও মৌলভীবাজার । তখন আরও তার সাথে সম্পর্কটা গভীর হলো । তিনি ছিলেন ফতুল্লাহ হজুরের প্রিয় ছাত্র । খাবার খাওয়ার সময় দেখা হলো ওসমান এর সাথে । ওসমান আমাকে জিজেস করল । কোন গ্রন্তির খাবার খেতে বলছে বললাম ২২ নাম্বারে, বলল তাহলে আমাদের গ্রন্তি ও এটাই । সে ছিল খুব ভালো ছেলে । কারো সাথে কোনো ঝগড়া করতো না । খুব কম কথা বলত । প্লেট ধূতে গিয়ে দেখা হলো সিদ্দিকের সাথে সিদ্দিককে জিজেস করলাম আপনার বাড়ী কোথায়? উত্তরা । আমি ভাবলাম মূলত উত্তরাই হবে । কিন্তু না হঠাতে করে দেখলাম আউসাফের সাথে সিলেটি ভাষায় কথা বলছ । এভাবেই আমার প্রথম দিনটি কেটে গেল তাখসীসিতে । এভাবে দুইটি বছর লেখাপড়া চলে যায় । জানিনা সম্পর্কটা কতদিন টিকে । হে প্রভু আমাদের বন্ধন শক্ত করো । ভালোবাসায় সবাইকে আবদ্ধ করে নাও

ନୃତ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ

ମୋଃ ଲାବିବ ଆବୁ ବକର

ଶିକ୍ଷାଜୀବନ ମାନୁଷେର ଜୀବନେର ଅନ୍ୟତମ ଅଂଶ ଟ୍ୟାଲେନ୍ଟ ଏବଂ ଚତୁର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀରା ଏର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏମନ ଭାବେ ଧରେ ନେଇ, ଯେନ ସମୟେର କିଞ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନେ ଟ୍ରେନ ଚଲେ ଯାବେ । ଏକଜନ ସତିକାରେର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଟି ସମୟେର ହିସେବ କରେ ରାଖିବେ । ଶିକ୍ଷାଜୀବନେର ଅନେକ ଧାପ ରହେଛେ, ସତିକାରେର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ହେଁଯାର ସାଥେ ସାଥେ ପରିକଳ୍ପନା ଗ୍ରହଣ କରତେ ଥାକେ ତାର କରଣୀୟ କି । ଏଭାବେଇ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟେର ଦିକେ ଛୁଟେ ଯାବେ । ବିଶେଷ କରେ ଦାଖିଲ ପରୀକ୍ଷାର ପର ଏର ପ୍ରକୋପ ବେଶି ଦେଖା ଯାଇ ।

ଆଜ ଆମି ଆମାର କଥାଟାଇ ଲିଖିବ । ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମିଓ ଦାଖିଲ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାର ପର ଚିନ୍ତା କରତେ ଲାଗଲାମ କୋନ ମାଦ୍ରାସାୟ ଭର୍ତ୍ତି ହବ । ଆର ମାଦ୍ରାସାୟ ଭର୍ତ୍ତି ହଲେଇ ବା କିଭାବେ କି ହବ! ଚିନ୍ତାୟ ପଡ଼େ ଗେଲାମ । ଆମାର ବାବାର ଇଚ୍ଛେ ଛିଲ, ଆମି ଯେନ ହଙ୍କାନୀ ଆଲେମ ହୟେ ଦୀନେର ଖେଦମତ କରି । ମାନୁଷେର ସେବାଯ ନିଯୋଜିତ ହଇ । ଇସଲାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଯେନ ଆମି ଥାକି ସବାର ସେରା । ଆମି କଳ୍ପନା କରେ ନିଯେଛି ଦାଖିଲ ପରୀକ୍ଷାର ପର ସିଲେଟ ତୌହିଦୁଲ ଇସଲାମ କାମିଲ ମାଦ୍ରାସାୟ ଭର୍ତ୍ତି ହବ । ଏକଦିନ ଆମାର ବାବା ବଲଲେନ, ଲାବିବ ତୁମି ଜାମିଯା କାସେମିଯା ଭର୍ତ୍ତି ହୟେ ଯାଓ । ଆମାର ମନେ ହୟ ଓଇଖାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହଲେ ତୋମାର ଭାଲୋ ହବେ । ତାଇ ଭାବତେ ଲାଗଲାମ ବାବାର କଥାର ବିପରୀତେ ଜବାବ ଠିକ ହବେ ନା । ଆମି ଫାଇନାଲ କରଲାମ ଜାମ୍ଯୋ କାସେମିଯା ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହବ । ତାଇ ପ୍ରିପାରେଶନ ନିତେ ଲାଗଲାମ ଦିନ ଦିନ ।

ଏଭାବେ ଏକେକଟି ଦିନ ପାର ହଛେ । ହଠାତ୍ ବଡ଼ ମାମା ଫୋନ ଦିଲେନ ବାବାର କାହେ । ଆମାଦେର ସକଳେର ଅବସ୍ଥା ଜେନେ ତିନି ଆମାର କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ । ବଲେନ “ଭାଇଜାନ ଲାବିବ କେ କୋଥାୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଚେନ” । ଆମାର ବାବା ବଲଲେନ ଜାମିଯା କାସେମିଯା ତେ । ଆମାର ମନେ ହୟ ଭାଇସାବ ଭାଗନାକେ ଦାରୁନନାଜାତେର ଦିଲେଇ ଭାଲ ହବେ । କେନନା ମାଦ୍ରାସାଟି ହାଜାର ଆଲେମ ଗଡ଼ାର କାରିଗର । ବାବା ଆମାର କଥା ଭାବଲେନ, ବଲଲେନ ଲାବିବ ତୋମାର ଇଚ୍ଛେ କି? ଆମି ସହଜ ଭାଷାଯ ବଲେ ଦେଇ “ଆପନାର ଇଚ୍ଛାଇ ଆମାର ଇଚ୍ଛା” । ତଥନ ତିନି ବଲଲେନ ତୋମାର ମାମାର ଇଚ୍ଛା ହଲ ତୁମି ଯେନ ଦାରୁନନାଜାତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉ । ଆମି ସାଡ଼ା ଦିଲାମ । ଏଭାବେଇ ଆମାର ଦାରୁନନାଜାତେର ସାଥେ ପରିଚିତେର କାହିନୀ । ଏକରାଶ ସ୍ଵପ୍ନ ନିଯେ ଆମି ଏଖାନେ ଏମେଛି । ହେ ପ୍ରଭୁ! ତୁମି ଆମାର ସ୍ଵପ୍ନକେ ବାସ୍ତବାୟନ କରାର ତୌଫିକ ଦାଓ ।

আমার মা এখনো কাঁদে

মোঃ সাজিদুর রহমান

আজ শনিবার ছুটি শেষ হয়ে গেল। ১৫ দিন বাসায় কাটিয়েছি। ভালোই কেটেছে দিনগুলো। গতরাত থেকে মায়ের উপদেশ বাণী শুরু হয়েছে। এটা খাও, ওটা খাও, জামা কাপড় গুছিয়ে নাও, মাদ্রাসা কি কাছের পথ? কিছু রেখে গেলে আবার কে নিয়ে যাবে। ভালো করে সকল কিছু দেখে নাও। এমন আদেশ-নিষেধ চলতেই থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ছেড়ে যাই। মাঝে মাঝে আমার মা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আঁখি বেয়ে অরোর ধারায় বৃষ্টি পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি মা, তুমি কেন কাঁদো! তিনি কিছু বলেন না। শুধু বলেন কিছুই না। মায়ের কান্না নতুন কিছু না। যখনই মাদ্রাসার দিকে চলে আসার সময় হয় তখনই এই অবস্থা হয়। একটা সময় ছিল যখন আমি কাঁদতাম। আমার মা কাঁদোতোই। কিন্তু এখন আর এমন হয় না। এখন আমার কান্না পায় না। মাদ্রাসা যাওয়ার সময় আর মন খারাপ হয় না। অশ্রু ঝরার তো উপায়ই নেই। কারণ এখন আমি বড় হয়েছি। কিন্তু আমার মা তো আগের মতই আছেন।

আমি বাসার ও মাদ্রাসার ভিতর কোন তফাত খুঁজে পাইনি। উল্টো মাদ্রাসায় বেশি ভালো লাগে। অনেক বন্ধুদের আনাগোনা সেখানে। তাই মন খারাপ হয় না। কিন্তু মা!! তিনি কাঁদেন। তিনি তো বাসায় কষ্টে থাকেন। একটাই কারণ মনে হয়, তার জন্য তো কেউ অপেক্ষা করেনা। তবে তিনি যে তার কলিজার টুকরো জন্য অপেক্ষা করেন। তিনি যে তার বুকের মানিক কে ছেড়ে দিচ্ছেন।

মা আমাকে মাঝে মাঝে বলে থাকে,,

মুই যদি পুত হইতাম-

তুই হইতে আমার মা।

তাহলে বাছা বুৰাতে পারতি-

মায়ের বেদনা

কিছুকথা

মোঃ আবু জাফর ছালেহ

মানবজীবনে কিছু স্মৃতির পাতা থাকে। অনুরূপ আমার মনের গহবরেও লুকায়িত কিছু স্মৃতি রয়েছে। যা কখনো ভোলার নয়। জীবনের প্রারম্ভিকটা নির্বোধ ছেলের মতো শুরু হলেও পরবর্তীতে কিছুটা বোধসম্পন্ন হয়ে উঠ। মায়ের অনেক আশা ও দোয়ার ফলে আল্লাহ হাফেজ হিসাবে কবুল করলেন। যদিও আমি কুরআন মুখ্য করা কালীন এক নিষ্ঠিয় মরিচিকার ন্যয় ছিলাম। তবুও ওস্তাদদের মন জয় করতে, চেষ্টা-সাধনার মুক্তা ছড়াতে সামান্যটুকু জায়গাও ফাঁকা রাখি নাই। তাদের ঐ আনন্দময় চেহারাগুলো আজ আমার সফলতার দ্বার প্রাপ্তে পৌঁছার পথে প্রতিটি মুহূর্তে খুবই কাজে লাগছে। যাইহোক, অবশ্যে মহান আল্লাহর কবুলিয়াতে বাংলার প্রসিদ্ধ হাফেজ কারী আব্দুল হক মা.জি.আ. এর কাছে এক বছর ব্যয় করার সুযোগ পেয়েছি। পরবর্তীতে বাবার অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলার প্রসিদ্ধ বক্তা ওসমান গনী সালেহী হজুরের শশুর এর মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান দারুননাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা তাখাসীসি শাখায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ আল্লাহ মিলিয়েছেন। ২০১৮ সালের শেষের দিকে ভর্তি হয়ে নিজেকে অনেক ধন্য মনে করলাম। দেখলাম অসংখ্য ছাত্র। এমন কোনো জেলা বাকী ছিলো না যেখানের ছাত্র এখানে নাই। তাদের সঙ্গে উঠা বসায় মনে হতো যেন এটা একটা পরিবার। সবাই ছিলো এই আনন্দে ঘেরা পরিবেশে। মনে হতো, সারা জীবন আমাদের এই বন্ধুত্ব শিকল দ্বারা আবৃত থাকবে। কিন্তু সময়, সময় কি আর এটা বুঝে! কিছু কাল পরেই তো সবাই সবার তরে হয়ে যাবে।

নবম ও দশম শ্রেণী পড়া কালিন যে কত কষ্ট করেছি, তা কখনোই ভোলার নয়। হেফজ পড়ার পর এখানে পড়াশোনা আমার জীবনে সম্পূর্ণ এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক ভাবেই আমি পড়াশোনায় একটু কাঁচা ছিলাম। কিন্তু নিজেকে কখনো হতাশ হতে দেই নাই। ছাত্রদের কত কষ্টদায়ক কথা আর ধরক তো নিত্যদিনের বাজারের ন্যয়। তবুও আমি সামনে আগানোর চেষ্টাকে হার মানতে দেই নাই। কারণ আমি এমন একটা বিশ্বাস রাখতাম যে অবশ্যই আমার আল্লাহ আমার মূল লক্ষ্য পৌঁছিয়ে দিবেন, এতে কোনো সন্দেহ নাই। দাখিল পড়াকালীন আরবি ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করলে আমার উপর সকল ছাত্র এমন মন্তব্য করত, যা সামনে আরবি বলাতো দূরের কথা আমার হস্তয়ে শুধু অশ্রু বিগোলিত হত। আমি “পাগল” নামে উপাধি পেয়েও চেষ্টাকে দূরে ফেলে দেই নাই। কারণ আল্লাহ আমাকে কবুল করলে অবশ্যই আমি সফল হব।

দাখিল পরিক্ষা দেওয়ার পর আল্লাহ অশেষ মেহেরবানি করায় একটি A+ পেয়ে ভালো রেজাল্ট করলাম। বিশ্ব আতঙ্কিত করোনা মহামারী চলাকালীন অবস্থায় ২০২০ সালে আলিমে উঠলাম। সারা বাংলাদেশে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি পুরোদমে খোলা ছিলো । আলিমে অনেক নতুন ছাত্র আসলো । তাদের অনেকাংশই সিলেটী । ওস্তাদরা মেশকাত খতমের উদ্দেগ নিলো আমরা মেশকত খতম শুরু হলো । আমার মেশকাত খতমের সেই সামনে বসে থাকা চিত্রটি মস্তিষ্কে এখনো স্পষ্ট অঙ্কিত রয়েছে । এই মেশকাত খতম ক্লাসে আমি একটি অমূল্য সম্পদ এর ন্যায় কাজ করেছি । তা হলো বিষয়ভিত্তিক “১,০০০” হাদিস সংকলন করেছিলাম পাঁচটি খাতায় । ছাত্রদেরকে দেখলাম সবাই মেশকাতের ব্যখ্যা “মেরকাতুল মাফাতিহ” কিনতেছে । তাই আমারও একটা ব্যখ্যা কিনতে মনে চাইলো । আমি যেহেতু আরবি ভালো তেমন একটা পারতাম না । তাই, আমি আরবিটা না কিনে বাংলায় অন্য একটি ব্যখ্যা ১৮০০ টাকা দিয়ে কিনে পড়লাম । এই খতমের ক্লাসে মূল শাখার সেকেন্ড মুহাদ্দীস শাহজালাল হুজুর এসেছিলেন । তার পর ১-২ মাসের মধ্যে রোড এক্সিডেন্টে মৃত্যু বরণ করেন । তার জানাজায় দারুণাজাত মাঠ থেকে গলাকাটা বিজ পর্যন্ত লোক হয়েছিলো । আমি দেখতে পারি নাই । কারণ, সামনের কাতারে ছিলাম । যাই হোক, আলিমে উঠে কত মেধাবী ছাত্রদের দেখলাম । তাদের কারো ব্যবহার সোনার ন্যায়, আবার কারো কালো পাথরের ন্যায় । অন্যকে মূল্যায়ন করতে মোটেও জানে না । খাবারে দায়িত্ব চলে এলে তারা কত কথা বলতো । যদি আবার ভাল খাবার না আনতে পারতাম অথবা ভাত শর্ট পড়তো, ঐদিন কানে- মুখে তালা লাগানো ছাড়া আর কোন উপায় নাই । আমার মতো আরো কয়েকজন আছে, তারা সর্বদা অন্যের কথা দ্বারা হৃদয় আঘাত প্রাপ্ত হতো । যদিও আমি সবাইকে মাফ করে দিয়েছি । কতক বন্ধুদের কাছে পড়ার জন্য পরামর্শ করতে গেলে এমন কথা বলত, যেন মনে হয় আর জীবনে তার ধারে কাছেও না যাই । আমার অন্যতম একটি অভ্যাস ছিলো রমজানের আগে ২ দিনের ছুটি নিয়ে এক মাস আসতাম না । পরে ১৫০০থেকে ৫০০০ টাকা জরিমানা গুনতে হতো ।

সর্বশেষ কথা হলো আমরা সবাই আলিম পরিষ্কার্থী । ০৬-১১-২০২২ এ আমাদের পরীক্ষা হবে । তারপর জীবনের আসল যাত্রা শুরু হবে । কে কোথায় গিয়ে পৌছাবো, কভু আর কারো সাথে একসঙ্গে মিলতে হতে পারব কিনা তার নিশ্চয়তা নাই । সেই হাত ধরে বিকালে একসঙ্গে আর বেড়াতে পারব কিনা । আমাদের অনেকের স্বপ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেউ মদিনায়, কেউ কিং আব্দুল আজিজ, I ELTS.. প্রত্নতি আরো কত স্বপ্ন দেখেছি মোরা । কে কোথায় যাবে খোদা তায়ালাই জানেন । ছেট থেকেই আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, তাহলো আমি কিং আব্দুল আজিজ এ পড়ালেখা করে জাতির জন্য এমন একটি কিতাব রচনা করব যার মাধ্যমে রাসূল সাঃ সম্পর্কিত সকল বিত্তিক মাসয়ালা যেন সমাধান হয়ে যায় । আমার এই ছেট মুখে এত বড় কথা বলাটা সাঠিক হল কিনা আমি জানি না কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে তিনি আমার সকল স্বপ্ন কবুল করবেন । আমি আল্লাহর নামের উসিলা ও বাহানা দিয়ে দোয়া করি যেন আমরা প্রত্যেকটি ছাত্র সফলভাবে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি এবং জাতির খেদমত করতে পারি ।

(আমিন)

আমার জীবনের কিছু কথা

মো: ছিদ্রীক আহমাদ

শিক্ষাই জাতীর মেরুদণ্ড। শিক্ষা অর্জন করতে হলে অনেক কষ্ট করতে হবে, জীবনের অনেক কিছুর মাঝা ভুলতে হবে। ইলম অর্জনের জন্য ছাত্র ভাইয়েরা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য পান্তে চলে যায়। আমার কয়েকজন বড় ভাই আমাকে পরামর্শ দিলেন দারুণনাজাত সিদ্ধীকিয়া কামিল মাদরাসার তাখসীসি শাখায় ভর্তির জন্য। তারপর আমি তাখসীসি শাখায় ভর্তি হলাম। আমি এ মাদরাসায় যেদিন আসব, সেদিন মা-বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তাঁদের চোখটা কান্না কান্না ভাবে ছেপে গেছে। তা দেখে আমার চোখের ঝর্ণা ধারা অবোর ধারায় বেয়ে পড়তে লাগল। আমার মা-বাবাকে ছেড়ে বড় ভাই হাসান, বদর, মুয়াজ ও রফিউল আমরা সকলে একসাথে মাদরাসায় আসলাম। মাদরাসায় আসার পরে অনেক কষ্ট..... তবুও থাকতে লাগলাম। তখন কী করব কী না করব, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ঐ সময় আবিদ ও তাহমিদ অনেক সুন্দর কথা বলে আমার মনের কষ্ট, বেদনা সবকিছু দূর করে দিল। তাঁরপর তাখসীসি শাখার পড়াশোনা ও আমল দেখে আমার কাছে মনে হলো যে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আমি ফিরে এসেছি। শুধু তাই নয় এ যুগেও যে ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি সম্ভব তা এখানের শিক্ষক ও ছাত্রের এক নিঃস্বার্থ ও নিবিড় ভালোবাসা থেকে তার অভিজ্ঞতা নেওয়া যায়। এটা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। মাদরাসায় আসার পর নবীন বরণ অনুষ্ঠানে আমাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে আমাদের মনকে জয় করে নিল। এরপর মেশকতের সবক শুরু হলো। ধারাবাহিকভাবে প্রায় দেড় মাস সবক চললো। সবকের শেষ দিকে 'উসমান গণী সালেহী' ও 'বদরজ্জামান রিয়াদ' সহ অন্যান্য বড় বড় এবং দেশব্যূপী সুপরিচিত হজুররা সবক দিয়ে আমাদের মনকে ঈমানী চেতনা এবং ইলমের প্রতি তীব্র আকর্ষণ এবং অদম্য আগ্রহ জাগিয়ে তুললো।

তাখসীসিতে থাকা অবস্থায় আমার জীবনে ঘটে যাওয়া আরো দুটি স্মরণীয় ঘটনা আমি আপনাদেরকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলো: একদিন আমরা সকলেই একসাথে একুশে বইমেলা এর উদ্দেশ্য ভ্রমনে বের হয়েছিলাম। তাই সেখানে পৌছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করলাম। আসরের নামাজ আদায় করে কাজী নজরুল ইসলাম এর করবস্থানে গিয়ে যিয়ারত করলাম। তাঁরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের মাঠে বসে আমরা সবাই একসাথে বসে আনন্দ করলাম। তাঁরপর বইমেলায় গিয়ে নতুন নতুন বই কিনে আমরা মাদরাসায় চলে আসলাম। আর একদিন বার্ষিক ছুটির দিনে আমরা কয়েকজন একসাথে ট্রেনে বাড়ির উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করলাম। আমরা সবাই আনন্দের সাথে ভ্রমণ করলাম এবং আনন্দ করা শেষ না হতেই হঠাৎ দেখি আমরা সিলেটে পৌঁছে গেছি। তার পরে বাড়িতে গেলাম, যাওয়ার পরে মা-বাবা সাথে দেখা করলাম। গ্রামের বন্ধুদের সাথে আনন্দ করলাম। বার্ষিক ছুটি কাটিয়ে আবার আমরা মাদরাসায় ফিরে আসলাম। এভাবে তাখসীসির জীবনটা একের পর এক চলে গেল। তাসীসির জীবনটা আমার কাছে চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পাগড়ি

জাবের হোসেন

সময়টা ছিল ২০১৪ সাল। আমার বাবা আমাকে অনেক আবেগ নিয়ে বললেন, বাবা তোকে আমি কোরানের হাফেজ বানাতে চাই। তুই কি বলিস! আমি অবুব ছিলাম। কিছু না বুঝেও আমি সায় দিলাম। আর কিছু না বুঝলেও একটা জিনিস মাথায় ছিল, এটা মহৎ কিছু। আমি চলে এলাম আমার স্বপ্ন জয়ের মোহে, আল ওয়ালিদাইন হিফজুল কুরআন মাদ্রাসায়। মাদ্রাসাটা এতটা দূরে ছিল(মানে কাছে) যে বাড়ি থেকেই আমার বাবা মা ঘরের জানলা দিয়ে অমাকে তদারকি করতেন। শুরু করলাম কুরআনের হিফজ। আমার সেরাটা দিতে লাগলাম মহান আল্লাহর পবিত্র কুরআনের তরে। দেখতে দেখতে প্রায় দেড় বছর পার হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে কবুল করেছেন। আমি আজ হাফেজ হয়েছি। হিফজ করার মাঝে আমি ইবতেদায়ি শ্রেণির পরীক্ষা সমাপ্ত করি। এভাবে আমার অনেকটা সময় চলে যায়। সর্বশেষ আমার শুনানি শেষ হয় ২০১৭ সালে। আজ আমি অনেক আনন্দিত। আমায় পাগড়ি পড়ানো হবে। আমার খুশি কে আর ধরে!! আজ সন্ধ্যা আমাকে পাগড়ি পড়ানো হবে। আমার সাথে আরো চার জন রয়েছে(সাকিব, রিয়াদ, আনাস আর আমি)। আমার বাবা এসেছে আজ। ওনার খুশি আর কে ধরে! আর একটু পর আমাকে পাগড়ি পড়ানো হবে। আমার আগ্রহ আর ধরে না। এবার আমার পালা, আমাকে পাগড়ি পড়ানো হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। আমার ছুজুররা খুশি হয়ে আমাকে ৮০০ টাকা হাদিয়া দিলেন। সেই সময়ের এতটা সম্মান আমাকে আসলেই অনেক আনন্দিত করে। আজ আমি আপনাদের কাছে আমার আবেগ পেশ করলাম। আমার এ মেসেজ শুধু একজনের কাছে পৌঁছবে না। তিনি আমার প্রিয় বাবা। আমার একটি স্বপ্ন। ওহে প্রভু তুমি আমার বাবাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান কর। জান্নাতুল ফেরদাউসে রাসূল (স:) এর সাথি কর। আমার প্রিয় পাঠকবৃন্দ আপনাদের কাছেও আমার একটি আবেদন, আমি যেন আমার বাবার স্বপ্ন পূরন করতে পারি, সে দোয়াই সর্বদা কামনা করি। অল্লাহ আমাদের সকলের জীবনকে কুরানের আলোয় আলোকিত করুক। আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব করুক।

আমিন

তোমাদের আজও মনে পড়ে

মোঃ তাসনীম হোসেন

একদিন তোমারি নাম
মসজিদে হবে এলান
তৈরি থেকো তৈরি রেখো
কবরের সামান

ইংরেজি পরীক্ষাটা মাত্র শেষ করে তাখসীসি দ্বিতীয় ভবনের তৃতীয় তলায় আমার বেডের উপর ধপাস করে বসলাম। আনমনা হয়ে বাহিরের তুলো গাছের দিকে তাকিয়ে থাকি। মনটা ভালো লাগছেনা। জানিনা কি হলো, নানা বাড়ি থেকে ছোট আন্তি কল করেন। তিনি আমার অবস্থা জানতে চান, জানতে চাইলেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। বললাম আলহামদুল্লাহ ভালো আছি, পরীক্ষা ভালো হচ্ছে। ফোন কেটে দেওয়ার পূর্বে ছোট আন্তি বললেন টেস্ট পরীক্ষা শেষ হলে তোর নানুর সাথে একবার দেখা করিস। তেনার শরীরটা ভাল না। ঠিক আছে বলে কল কেটে দেই।

আজ টেস্ট পরীক্ষা শেষ হলো। বাড়ি যাবো, আমার স্বপ্নের শহর চাঁদপুরে। সামনে দাখিল পরীক্ষা। সবার সাথে দেখা হবে, ভাব বিনিময় হবে, মন মাইন্ড ভালো হয়ে যাবে, দোয়ার জন্য এ সফরটা। বিকেল বেলা বাসায় এসে পৌঁছেছি। একটু রেস্ট নিয়ে খেতে বসি। ওরে মুরগির মাংসের মারাত্মক খাবার! খেতে লাগলাম, অমনি ছোট ভাই তানজিম এসে বলল, ভাইয়া বড় আন্তি আর দুনিয়াতে নেই। খাবার হাতে থেকে পড়ে গেল।

বারান্দায় গিয়ে অতীতকে স্মরণ করতে থাকি। ভাবতে থাকি, যার সাথে শৈশব কাটলো আমার। সুখে-দুখে আমার পাশে যাকে সর্বদা পেতাম, মাথায় হাত বুলিয়ে স্বপ্ন দেখাতেন। যেদিন শুনতেন বাড়ি আসছি, উঠোনের এক কোনায় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। আবার চলে গেলে পথ তাকিয়ে থাকতেন। যখন আড়াল হয়ে যেতাম সে সময় কান্না করতেন চুপি চুপি। আজও বাড়ি যাই। সেই দেখা আর মিলেনা। উঠোন এখন খালি থাকে। হৃদয়টা কেঁদে উঠে। আজও মনে পড়ে, ওহে প্রিয়। তোমার কবর জিয়ারত করি। দুটি হাত যখনই উপরে তুলি তুমি স্মরণ হয়ে যাও। জানাত তোমার নসির হোক এই কামনাই করি।

দাখিল পরীক্ষা শেষ। করোনাকালীন সময়টা বাসাতেই কাটছে। অবসর সময়ে সাইফুরস এ ইংরেজি কোর্স করছি। একদিন হঠাৎ আরুর মোবাইলে কল আসে। ওপার থেকে বলা হয়, মেজো দাদা আর দুনিয়াতে নেই। চারদিকে অঙ্কার হয়ে গেল আমার। আপন দাদাকে কখনো দেখিনি। তাই উনি আমার দাদা। মনে পরতে লাগলো ছোটকালের কথাগুলো। ঈদের বকশিশ দিয়ে কত যে হাসি ফোটাতেন। শেষ যখন দেখা হয় দাদি দাদা তাদের মাঝখানে বসিয়ে রাতের খাবার খাওয়ান। বললেন তোর লেবাস-পোশাক দেখে তোর বাবার মতো মনে হয়। তোকে আমার মন কেড়েছে। এ কথা ভাবতে ভাবতে আরুর সাথে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি চলে আসি টেরই পেলাম না। জানাজা পড়তে হবে।

আবুর জানাজার নামাজ পড়ালেন। উজ্জ্বল ভাই আর আমি খাটিয়া ধরে কবরের কাছে নিয়ে যাই। এ বেদনা ভোলার নয়।

আজও অতীত মনে করি। তোমাদের আজও মনে পড়ে। ও হে প্রিয় তোমাদের কথা মনে পড়লে মন কেঁদে ওঠে। কান্নার রোল মনের মাঝে লুকোচুরি খেলে। তোমরা শুয়ে আছো অন্ধকার কবরে। তোমরা মানুষের অনেক সেবা করেছো, যা মানুষের মুখে শুনি। আল্লাহ তোমাদের সেবা কবুল করুক। জান্নাত তোমাদের চিরসাথী হোক, দুই হাত তুলে এই দোয়াই করি। পৃথিবীটা যেমন ঘুরতে থাকে আপন মনে, তেমনি জীবনের সময় গুলো ফুরাতে থাকে। কেহ সময়গুলো আগলে রাখে নিজেকে নিয়ে। আবার কেউ জীবনের পরিসমাপ্তিও টের পায় না। তবে যে যেমনই হোক না কেন একসময় সবারই হাতে মৃত্যু চুম্ব থায়।

হোক জান্নাত নসির তোমাদের,
যাহা করেছ আমলের বিনিময়ে।
ইহকাল আমার স্মরিবে তোমাদের,
ফাঁকা হবে যবে বিয়োগ প্রভাতের।

আমার নানাভাই

সাইয়েদ মোহাম্মদ আজিজুল হক (সাইমন)

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে তাঁর দ্বীনকে প্রচারের জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেন হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তার ধারাবাহিকতায় দ্বীন প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবেতাবেইন, এবং অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম। বাংলাদেশেও ইসলাম প্রচার করেছেন অসংখ্য আউলিয়া কেরাম। আজ আমি ইসলামকে বাংলার জমিনে যারা প্রচার করেছেন তাদের মধ্য থেকে আমার শ্রদ্ধেয় নানা হ্যরত মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তাফা হামিদী রহ. এর জীবনী নিয়ে বলবো। মোস্তাফা হামিদী রহ. ছিলেন বাংলার আজহার ছারছিনা দারুস সুন্নাহ কামিল মাদ্রাসা স্বনামধন্য মুহাদ্দিস। হাদিসের অমীয় বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। হামিদী হজুর রহ, ছিলেন একজন মস্ত বড় আশেকে রাসূল। প্রতিটি বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবিম্ব ছিল তাঁর আদর্শ। তিনি যখন দরকুন পড়তেন তখন এসকে রাসূলের সাগরে ডুবে থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিটি কাজ তিনি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতেন। তাহাজুদ, ইশরাক, আউয়াবী, জীকির, মিলাদ কিয়াম তার নিত্যদিনের সঙ্গী। রাসূলের শানে তিনি অনেক উর্দু নাশিদ লিখতেন এবং পাঠ করতেন। বৃদ্ধ কঠে হামিদী হজুরের নাশিদ কি যে মধুর ছিল তা বলে বুঝানো যাবেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আলেমরা হলো নবীদের ওয়ারিশ। হামিদী হজুর বাংলার জমিনে অন্যতম একজন। যারা ন্যায়ের পথে চলে, হকের পথে চলে তাদের পথে অসৎ লোকের অভাব থাকে না। একদিন হামিদী হজুর লাকসাম একটি মাহফিলে মিলাদ নিয়ে কথা বলছিলেন, তখন কিছু অসৎ সন্ধানীরা তাদের ওপর হামলা করে। হজুর এবং তার সঙ্গী একটি কালভার্ডের নিচে আশ্রয় নেন। হামিদী হজুর রহ, ইসলামী বহসে বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছেন। তাছাড়াও তিনি ভারত-পাকিস্তান সৌন্দি আরব ও তুরস্ক দেশে ভ্রমণ করেন। ইসলাম প্রচারের তার অবদান বাংলার রাজশাহী বিভাগে সবচেয়ে বেশি। তিনি সেখানে একাধারে ৬ বছর অবস্থান করেন। আলহামদুলিল্লাহ আজ সে অঞ্চল ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়েছে। মৌকারার পীর সাহেবের সাথে তিনি ইসলাম প্রচারের যোগ দিয়েছিলেন।

হামিদী হজুর রহ, দুঃখীদের অনেক ভালোবাসতেন। নানাজান তাদের অনেক মায়া করতেন। তাদের কথা শুনতেন। তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করতেন। তাদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস ছিল তার জীবন ভর। একদা তিনি ছারছিনার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় তিনি শুনতে পেলেন, একটি বাড়ি থেকে এক ভদ্রমহিলা বলছিলেন সেই কোরবানির সময় গরুর গোশত খাইছি, আজ এতদিন হল, আর চোখে দেখলাম না। মহিলার পরিবার ছিল একদম গরিব। সেই সময় নানা ভাই বাঙ্গড়া বাজার থেকে ৩০০ টাকা করে ৫কেজি গরুর গোশত কিনে সেই মহিলার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তাছাড়া তিনি বাড়ি থেকে রিকশায় করে বাঙ্গড়া বাজারে যদি যেতেন, পথিমধ্যে রিক্সার চেইন যদি পড়ে যেত তিনি রিকশাওয়ালাকে ৩০ টাকার জায়গায় ১০০ টাকা দিয়ে দিতেন। তাকে এ ব্যাপারে জিজেস করা হলে, তিনি বলেন ওরা তো গরিব মানুষ ওদের একটু বেশি দিলেই বা কি সমস্যা। কত মহান দয়ালু ছিলেন

হামীদি হজুর রহ.। নাতি নাতনীদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল গভীর। তিনি তার নাতি নাতনীদের অনেক ভালোবাসতেন। ঈদের সময় নাতি নাতনীদের কে লাইনে দাঁড় করিয়ে সমপরিমাণ ঈদের বোনাস দিতেন। ২০০৯ সালে যখন রমজানের ঈদের সকল ভাই-বোন বাড়িতে বেড়াতে যাই, আমরা নানা ভাইয়ের কাছে ঈদের সালামি দাবি করে বসলাম। আমাদের পাশে নানু বসা ছিলেন। লাইনের পালায় যখন আমাকে ৫০ টাকা দিল আমি নিলাম না। বললাম আরো বড় লাগবে। দিল ১০০ টাকা। বললাম চলবে না। আরো বড় লাগবে। দিল ২০০টাকা। বললাম চলবে না। এবার দিলেন ৫০০ টাকা। আমি কি করলাম! খাপকরে পুরোটা নিয়ে চলে গেলাম। নানা ভাই মুচকি হাসি দিয়ে নানুকে বললেন আমার শাহ সাহেব তো অনেক চালাক হয়েছে। পাশ থেকে আশ্মু বললেন আমার ছেলে অনেক বড় হয়েছে। সবাইকে আবার ডাকলেন, সবার হাত থেকে পূর্বের বোনাস নিয়ে সমানভাবে ৫০০ করে দেওয়া শুরু করলেন। পরবর্তীতে আমাদের ১৩ জন ভাই বোনকে ১৫৫০ টাকা বিলিয়ে দিলেন। তিনি জীবন্দশায়, তিনজন নাতি এবং ৬ জন নাতনিকে বিবাহ নিজ হাতে পঢ়িয়েছেন। যখনই তিনি নাতি নাতনীদের কাছে যেতেন, তখনই হরেক রকম চকলেট চিপস বিস্কুট নিয়ে যেতেন। এমন চরিত্রে চরিত্রবান ছিলেন আমার প্রিয় নানা ভাই। যিনি হাজারো আলেমের মুকুট। আমরা ওনাকে নিয়ে অনেক গর্বিত। ও নানা ভাই, তুমি তো চলে গেল, তোমার স্মৃতিগুলো আজও মনে পড়ে। তোমার বিয়োগের সময় যে কষ্টটুকু হয় তা বোঝানো অসম্ভব। শুধু একটাই দোয়া করি আল্লাহ তোমাকে প্রিয় হাবিব এর পাশে রাখুক। মন থেকে বলে ওঠি, ও আমার নানা ভাই।।

একুশের ডায়েরী

রফিউল আলম রহমান

আজ ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার। ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে ফজরের নামাজ আদায় করি। ইতিমধ্যে, ফতুল্লা হজুর ঘোষণা দিলেন যে সকাল আটটা পর্যন্ত ঘুম। এর পর অমর একুশে শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। মুরাদনগরী হজুরের ডাকে ঘুম ভাঙল। ঘড়ির কাটায় এখন নয়টা বাজে। তাড়াতাড়ি সিট ভাজ করে গুছিয়ে হাতমুখ ধূয়ে সকালের খাবার খেতে বসি পড়ি। সোমবারে সকালের খাবারের মেন্যু আলু ভর্তা এবং ডাল। ঠিকই তখন একজন বলে উঠলঃ "আজকে শুক্রবার মনে হচ্ছে"। কারণ শুক্রবারের মতো ... ছুটি ছুটি ভাব এবং খাবার ও একি ধরনের আলু ভর্তা.....যাইহোক, অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রায় ১০ টা ৩০ মিনিটে। শুরু থেকে অনুষ্ঠানে Active ছিলেন মাহবুব হোসাইন শাকিল স্যার (সিলেটি স্যার) বিভিন্ন Event ... এ সবাই অংশগ্রহণ করে। ফতুল্লাহ হজুরের দোআর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। নীচে এসে মুরাদনগরী হজুরের খাবার তুলে হজুরের বাসায় খাবার দিয়ে আসি। মাদরাসায় দুপুরের খাবার খেলাম তাখসীসির বিখ্যাত রেস্তোরার বিখ্যাত শেফের হাতের সুস্বাদু গরুর গোসত দিয়ে। বেশ মজাদার ছিলো। একটু বেশিই খেলাম সেদিন।

জোহরের নামাজ শেষ করলাম। এরই মধ্যে তাসনীম ভায়ের ঘোষণা: "বই মেলায় যাওয়ার জন্য সবার ছুটি উন্মুক্ত"। আমি অনেক খুশি এ সংবাদ শুনে। সবাই একসাথে বেরিয়ে গেলাম, গন্তব্য বইমেলা। BRTC দুইতলা বাসে বসে সিদ্ধান্ত হলো প্রথমে আসরের নামাজ আদায় করব। তারপর কবি কাজী নজরুল ইসলামের করব জিয়ারত, এছাড়াও আরো অনেক জায়গা যাওয়ার কথা উঠল। বাসে বসে সেলফিতে ক্যামেরা বন্দী, ইসলামী গানের আড্ডা ইত্যাদি সহ আরো অনেক কিছু। বাসের সিট থেকে বসে বংলাদেশের অনেক বড় বড় মন্ত্রণালয় দেখা হলো। তাসনীম ভাই আমাদেরকে বাস থেকেই রমনা পার্ক এবং রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দেখিয়ে দিলেন। বাস থেকে নেমে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ চোখে পড়ল এর পাশেই জাতীয় জাদুঘর আরো অনেক অনেক কিছু চোখে পড়ল। ভীড়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে আছরের নামাজ আদায় করার পর আশ্মুর কাছে ফোন করলাম। আশ্মুকে আমাদের সফরের কথা জানিয়ে বললাম- আশ্মু আমি এখন কবি নজরুল ইসলামের কবর জিয়ারত করছি। আশ্মু তো অনেক খুশি হলেন এবং আমাকে বললেন যেন পাশে হোটেলে ভাল কিছু খাই। এরপর যতপারি ঘুরি।

এরপর গন্তব্য কার্জন হল। পথিমধ্যে মহান তিন নেতার কবরস্থানে দুকলাম আমরা কয়েকজন ফয়জুল্লাহ ভাই, তাসনীম ভাই সহ আরো অনেকে। সেখানে দেখলাম শেরে বাংলা এ কে জলুল হকের কবর এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সহ আরো অনেকের কবর জিয়ারত করলাম। আবার হাটা শুরু। হঠাৎ চোখে পড়ল দোয়েল চতুর। কিছুক্ষণের মধ্যে স্বপ্নের ক্যাম্পাস কার্জন হলের সামনে চলে এলাম। আমরা সবাই সেখানে বেশখানিক সময় অবস্থান করি। সবাই ছবি সেলফি তুলে আমিও কয়েকটি ছবি তুললাম সবার সাথে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির মাঠে বসে আমরা সবাই মিলে কয়েকটি ইসলামি গান গাইলাম, সাথে জাতীয় সংগীতও গাইলাম। আরো কয়েকটি হল ঘুরাঘুরি করে আবার মাগরীবের আজানের সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। এরপর

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বইমেলায় ঢুকতে অনেক কষ্ট হয়। কারণ মেলায় সেদিন ছিল উপচে পড়া ভীড়। আমার জীবনের প্রথম বইমেলায় এসে আমি খুবই আশ্চার্যান্বিত হলাম। অনেক ভালো লাগছে বইমেলায় এসে। প্রায় ঘন্টা খানেকের উপরে বিভিন্ন স্টল ঘুরে বিভিন্ন ধরনের বই দেখলাম। এক পর্যায়ে বিরক্তি এসে যায়। কয়েকজনের সাক্ষাৎ পেলাম তারাও মাদ্রাসায় ফিরে যাবে। আমিও তাদের পিছু ধরলাম। মুরাদনগরী ভজুরের খাদেম হওয়ায় তার খাবার তুলতে আমাকে ৯ টার ভেতরে মাদ্রাসায় চলে আসতে হবে। কারণ আমিই হলাম তার একমাত্র একনিষ্ঠ খাদেম। তাই ভীড়ের কারণে বইমেলা থেকে গুলিস্থান পায়ে হেঁটেই চলে আসি। তারপর বাসে করে মাদ্রাসা সংলগ্ন মৌচাকে আসি। মাদ্রাসায় এসে পড়ে মুরাদনগরী ভজুরের খাবার পৌঁছে দিয়ে এসে রাতের খাবারটা খেয়েই নামাজ আদায় করে ফেলি। তারপর বিশ্রাম নিতে বিছানায় আমার ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরটা এলিয়ে দেয়। এই ভাবেই শেষ হয় আমার পুরো দিনটি। আজ আমি এই স্মৃতিগুলো আমার হৃদয় ডায়েরিতে স্বর্ণক্ষরে খোদাই করে রাখলাম। হয়ত কোনদিন এই লেখা পড়ে আমি হাসব নয়তো কাঁদব....।

ফেলে আসা সোনালী দিনগুলো

মোঃ মশিউর রহমান পাঠান

মানুষের জীবনে অনেক সুন্দর সুন্দর সময় কাটানোর কিছু ঘটনা থাকে। যা মানুষ কখনো ভোলে না। যেগুলো জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত মনে থাকে। এই রকম আমার জীবনে কিছু সময় আছে, যা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। এই সময়গুলোকে আমি আমার জীবনের সোনালী সময়ের একটা অংশ বলতে পারি। আমি যখন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি, তখন আমার দুইজন আপুই কলেজে পড়ালেখা করতো। বড় বোন হিসাবে তারা ছোট ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করবে এটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মন এটা মেনে নিত না। কারণ তখন আমার মনে একটি জিজেসা বারবারই কুঁড়ে কুঁড়ে খেত, যে তারা কেন আমাকে শাসন করবে? আর যখনই তারা আমায় শাসন করতো বা পথ দেখানোর চেষ্টা করতো ঠিক তখনই তাদের সাথে আমার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেত।

আমার পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার দুইমাস আগে আমার মা আমাকে একটি প্রশ্ন দিয়ে মুখ্য করে তা লিখতে বলেছিল। আর আমার পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিল আমার বড় বোনকে। আমি প্রশ্নটা কিছু মুখ্য করেছিলাম। আর বাকিটা নকল করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ছিলাম। প্রশ্নটা কিছু লেখার পর যেইমাত্র নকলের জন্য বইটা খুললাম, ঠিক এই মৃত্তেই আপু আমার কাছ থেকে বইটা নিয়ে গেল এবং বলল ”চুরি করছ কেন? যা পারিস তাই লেখ।“ তখন কথাটা আমার রণক্ষেত্রের তরবারির বনবান আওয়াজ আর রক্তের ছলাত ছলাত ধ্বনি তরঙ্গের মাঝে রণবীরের বক্ষে ঘাতকের মত মনে হলো। যা আমার রাগ -আক্রোশের মৌচাকে ঘা লাগলো। বারবার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে যে, ও আমাকে চোর বলল।

ঠিক তখই শুরু হলে গেল আমাদের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই দিন আপুক অনেক মেরেছিলাম। ওর চুল ধরে টানার কারণে আমার হাতে দেখি তার মাথার কিছু চুল আমার হাতে চলে এসেছে। আমি যদিও কিছু মাইর খেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ছিলাম খুবই শক্ত-পায়ুণ। তাই আমি পাঁচ মিনিট পরেই যেই সেই...।

বাংলা ভাষাকে জানতে একটি বিকেল

সাহিদুল হক ওসমান

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মাদ্রাসায় ভাষাকে নিয়ে মনোরম আয়োজন ছিল। আজ সরকারি ছুটি বটে। আমার সহপাঠীরা যার যার মতো কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ করে জোহর নামাজ পড়ে আমাদের সালার তাসনীম ভাই ঘোষণা করলেন, যারা যারা বইমেলায় যেতে চাও নাম লেখাও। কাচুমুচু করতে করতে আমিও নাম লিখলাম। যাক এবার যাবার পালা। আমরা ৩৫ জন বের হলাম, যাচ্ছি বইমেলা। বিআরটিসি বাসের দ্বিতীয় তলায় সকলে একত্রে বসে কী যে মারাওক আনন্দ করেছি, স্মৃতির পাতায় রাখার মত। স্মৃতি করতে সেলফি তুলে রাখলাম। রিফাতের গানে সবাই তাল মিলিয়ে গাইলাম। গাইতে গাইতে চলে এলাম শাহবাগ। প্রথম টার্গেট ঢাকা বিদ্যালয় জাতীয় মসজিদে আসরের জামাত আদায় করব। নামাজ পড়লাম একত্রে। নামাজ শেষে কবি নজরুলের কবর জিয়ারত করি। যার অবদান বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তার বিদ্রোহী কবিতা বাংলা ভাষাভাষীদের প্রেরণার উৎস। এবার আমরা পৌছে গেলাম তিনজন বিখ্যাত মনীষীর কবরের পাশে। খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওরার্দী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যাচ্ছি এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলে। এটা সেই কার্জন হল, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব এখান থেকেই শুরু হয়। আমরা পুরোটা বিকেল কাটলাম কার্জন হল। পুরো এলাকাটা ভালো করে ঘুরে দেখলাম। স্মৃতিময় করে রাখার জন্য অনেকগুলো ছবি তুললাম। এবার আমাদের পালা জাতীয় বইমেলা ২০২২। মাগরিবের নামাজ বাহিরে পড়লাম। ভেবেছিলাম সবাই একত্রে প্রবেশ করব বইমেলাতে। তা হলো না। তাসনীম ভাই, তাসবীর ভাই, মিয়াজী, জাকারিয়া, যাহিদ খান, জাফর ভাই, আর মশিউর একত্রে প্রবেশ করলাম। তাসনীম ভাই আমাদের বাংলা একাডেমির বিভিন্ন ভবন, লাইব্রেরী, ও জাদুঘরে নিয়ে গেলেন। আমরা সবাই বইমেলার বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী থেকে বাংলা ডিকশনারি কিনলাম। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ঘোরাঘুরি করে চলে গেলাম সোহরাওরার্দী উদ্যানে। এখানে এসে দেখি শত শত বইয়ের স্টল। বইয়ের স্টলগুলো ঘুরতে ঘুরতে ভাবতে থাকি এই বইগুলোর জন্য, এই বাংলা সাহিত্যের জন্য, এই ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ হয়েছিল সালাম, রফিক, বরকত আরো অনেকে। উদ্যানের লেকের পাশে বসে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়েছি। সকলকে নিয়ে তাসনীম ভাই একটা ডকুমেন্ট বানালেন। স্বনামধন্য অনেক লেখক এর সাথে ছবি তুলে স্মৃতিময় করে রাখলাম। বইয়ের স্টল ঘুরতে ঘুরতে, দেখতে দেখতে পরিচিত হলাম আমার বাংলা ভাষার সাথে। একটি গান বারবার মনে পড়তে লাগলো, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি। ঘুরতে ঘুরতে রাত নটা। এবার মাদ্রাসায় পৌছার পালা। ফেরার পথে বাসে বসে ভাবতে থাকি,,, এইতো আমার বাংলা, আজকের ছেলে হলেও ইতিহাসের সাথে, বাস্তবতার সাথে কিছুটা হলেও পরিচিত হতে পেরেছি।

আলহামদুলিল্লাহ। বাংলা আমার মাতৃভাষা

শৈশব স্মৃতি

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ

আজকের যা ঘটনা, আগামী দিন তা স্মৃতি। প্রতিটি মানুষের শৈশবের কিছু স্মৃতি তার মনে উজ্জল হয়ে বিরাজ করে। আমার জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নিজের মনের অজান্তেই মাঝে মধ্যে আমি হারিয়ে যাই আমার শৈশবের ফেলে আসা দিনগুলোতে। আর তখন মনের মাঝে বেদনার একটি হালকা অনুভূতি বয়ে যায়। সত্যিই শৈশব স্মৃতি, মেহ-মমতা আর ভালোবাসার উপাদানে গড়া। তাইতো আনমনে গেয়ে উঠি।

"একবার যেতে দে না আমার ছোট সোনারগাঁয়
যেথায় কোকিল ডাকে কুহ
দোয়েল ডাকে মুহু মুহু
নদী যেথায় ছুটে চলে আপন ঠিকানায়।"

আমার শৈশবকালের পুরোটাই কেটেছে গ্রামে। বাবা, মা এবং বড় বোনের পরম যন্ত্রে আমার শৈশব কাল ছিল সত্যিই অন্য রকম। আমার গ্রামের নাম হরাইত্রিলোচন। এটি সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রাম। এটি একটি গ্রাম হলেও অনেকটাই শহরে ধাঁচে গড়ে উঠেছে। তাই এখানে রয়েছে বৈচিত্র্য। প্রথমেই আমার শৈশবের স্কুলজীবনের সূচনার কথা বলি। তখন আমি সবে মাত্র মাঝের কিনে দেওয়া বর্ণমালা চেনার জন্য ছোট একটি বই (একের ভিতর সব) শেষ করেছি। স্কুলে যাবার প্রবল আগ্রহ কিন্তু বয়সের কারণে স্কুলে যেতে পারছি না। এ অবস্থায় আমার বড় বোনের শিক্ষক ফখরুল ইসলাম স্যারকে মা জানালেন আমার স্কুলে পড়ার আগ্রহের কথা। আমার বাড়ির সাথেই যে প্রাইমারি স্কুল আছে তারই শিক্ষক তিনি। তিনি রাজি হলেন এবং পাঁচ টাকা ফি দিয়ে পরীক্ষা দিতে বললে আমি তাই করলাম। জীবনের প্রথম স্কুলে যাওয়া এবং প্রথম পরীক্ষা। অসাধারণ এক অনুভূতি নিয়ে পরীক্ষা দিলাম। ফল প্রকাশিত হলে আমি প্রথম হলাম।

তখন যে কি আনন্দ লাগছিল তা ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। এর কিছুদিন পর আমাদের স্কুলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কিরাত, হামদ, নাত, এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় এখানে আমি কিরাত এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কিরাতে প্রথম এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছি এবং পুরস্কারও পেয়েছি জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতা। এতটাই ভালো হয়েছিল যে আজও তা মনে পড়ে। আসলে আমার শৈশবের বেশির ভাগ স্মৃতিই দাদার বাড়ির সাথে জড়িত। যদিও আমি দাদাকে পাইনি তবে দাদি ও চাচা-ফুফুকে পেয়েছি যথার্থ ভাবে। দাদি আমাকে খুব আদর করতেন। সবার চোখের আড়ালে তিনি আমাকে বিভিন্ন মজাদার খাবার খেতে দিতেন। শুধু তাই নয়, আমার পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য তিনি আমাকে ৪০০ টাকাও দেন একটা নতুন জামা কিনার জন্য। মনে পড়ে আমার স্মৃতিতে সেসব দিনের কথা যা আজও অল্পান। আমার শৈশবের আরেকটি স্মৃতির কথা উল্লেখ করেই এ লেখার সমাপ্তি টানতে চাই। সে ঘটনাটি আমার নানার বাড়ি। দুদ উপলক্ষে বরাবরই নানা বড় আকারের একটি গরু কিনতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা এলাকার সর্ববৃহৎ হতো। আমি সবার গরু কিনে আনার পর গরু দেখে অনেক খুশি হতাম তখন নানার বাড়িতে যে বন্ধুরা ছিল তাদের কে এনে দেখাতাম এবং ওরা গরু দেখতে এসে একজন আরেকজনকে বলত এটা

আমাদের গরুর মতো । কেউ বলতো এই গরুটি আমাদের গরু থেকে বড়, আবার কেউ বলত এটা আমাদের গরু থেকে ছোট কিন্তু আমি সবাইকে বলতাম আমাদের গরু তোমাদের সবার গরু থেকে বড় যদিও সবার গরুগুলো দেখিনি । না দেখেই বলে দিতাম কিন্তু আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন কোন অবস্থাতেই মেনে নিছে না যে আমার নানা যে গরুটি কিনেছেন ওইটাই ওদের সবার গরু থেকে বড় । আমি বহু চেষ্টা করেও ওরে বুঝাইতে পারিনি, এমনকি ওর সাথে ঝগড়া করে আমার কান্না কান্না অবস্থা হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত আমি আর কান্না ধরে রাখতে পারিনি অবশেষে কাঁদতে কাঁদতে আমি আমার নানার ঘরে আসি । সবাই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে আমি আমাদের কুরবানীর গরু ছোট বড় নিয়ে ঝগড়া করে কান্না করতেছি । পরে আমার ছোট খালা (উনাকে আমি ছোট মনি বলতাম) আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতেছে আরে কান্না করিস না, কে বলেছে আমাদের গরু ছোট আমাদের গরু অনেক বড় । ওদের সবার থেকে আমাদের গরু বড় । এইগুলো বলে আমার ছোট মনি আমাকে ১০টাকা দিয়ে বললেন কান্না না করতে, তখন আর কান্না করিনি । এসব স্মৃতি ছাড়াও আরো বহু স্মৃতি মনকে নাড়া দেয় ।

বর্তমানের এ আমাকে অনেক অচেনা মনে হয় । মনে হয় অনেক বেশি যান্ত্রিক হয়ে গেছি । এখন গ্রাম শহর মিলেই থাকা হয় তবে গ্রামে বেশি থাকি এখনো প্রতিদিন বিকেলে যদি ফ্রী থাকি তাহলে গ্রামে পুরনো বটগাছটির নিচে অন্তত একবার হলেও দাঁড়াই । কল্পনায় আপনা আপনিই হারিয়ে ফেলি নিজেকে । মনে হয় এখনও সেই ফেলে আসা দিনের কোনো এক বিকেলে দাঁড়িয়ে আছি বটতলায় । এখন আমি অনেক ব্যস্ত থাকি । অনেক সময় মন যা চায় তা করতে পারি না কিন্তু যখন পূর্বের স্মৃতি ভুলে বর্তমানে আসি তখনই বুকটাতে হালকা এক দৃঃখ্যানুভূতি বয়ে যায় । বর্তমানে সবসময় নিজেকে চিন্তিত এবং প্রচুর ব্যস্ত মনে হয় । কারণ আমার উপরে আমার মা বাবা অনেক কিছু আশা করতেছে । আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেছে । জানিনা ওইগুলার যোগ্য আমি হয়েছি কী না । তবে সবসময়ই মা বাবার পরামর্শ এবং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি । ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর উপর ভরসা আর মা বাবার দোয়াই আমার মনের সকল নেক আশা পূরণ হবে । কালের যাত্রায় সবকিছুই পাল্টে যায় । আমার জীবনেও শৈশব পেরিয়ে গেছে বহু আগে বর্তমানে কৈশোর কাল অতিক্রম হচ্ছে । কিন্তু ফেলে আসা দিন গুলোর হাজারো ঘটনার কিছু কিছু চিত্র কখনো ভোলা যায় না । মনের অজান্তেই সেগুলো মনের আয়নায় ভেসে ওঠে, আর তখন তৃষ্ণাত মন ফিরে পেতে চায় হারানো শৈশব । কিন্তু তা সম্ভব নয় । তাইতো কবি গুরুর ন্যায় আমারও বলতে ইচ্ছে হয়-

“দিনগুলি মোরে সোনার খাঁচায় রইল না রইল না
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ।”

ভোলা যায় না

মাহমুদুল ইসলাম

ভুলতে পারি না আমার প্রিয় মাদ্রাসা দারুননাজাতকে, তার পরিবেশ, তার আদর-আখলাক, তার প্রাকটিকাল ইসলামি জীবনটাকে। তার ফুলের মত শিক্ষক মহোদয় ও মৌমাছি তুল ছাত্রদের।

ভুলতে পারি না, তাখসীসির মেশকাত দরস, যখন কলা কলা রাসূল (সা.) সাথে শ্রবনের মোহে ঘুমানোর সময়টা। বন্ধু মহলের বন্ধুদের সাথে পাগলামো সময়, হাসি তামাসা, খেলাধূলা, ঘুরতে যাওয়ার সময় গুলো। হজুরের মুখের ‘বাবা’ বলে ডাকার কথা, তাদের পাঠদান, সৃজনশীলতা, আরও কত নতুনত্ব। ভুলতে পারি না, দৌলতখানি হজুরের ‘বাবাজি’ বলে ডাকা, ‘শুটিয়ে লাল’ করে দেয়া। ফতুল্লা হজুরের মিষ্টি হাসি, রাগী মুখটা, আবার তার আদর মাখা শাসন। নারিকেল বাড়িয়া হজুরের সেই মাইর, ভালোবাসা, আর নানান নামে আমাদের ডাকার শব্দগুলো। ভুলতে পারি না, খাবারের সেই লাইন, আলু ভর্তা আবার শালগম নামের গোস্ত, পানি ভাতগুলো। আবার টিকটিকি পড়া ডাল। ভুলতে পারি না, ২য় মুহাদ্দিস হজুরের দরস, তার চলে যাবার কর্ম সময়টা। প্রিসিপাল হজুরের কথা, কাজ, আদশ, তার মায়াময় চেহেরা, মনকাড়া মুনাজাত, প্রাঞ্জল বক্তিতা ও নসিহাত।

ভুলতে পারি না,

প্রিয় আমার মাদ্রাসাটা, অতিবাহিত দিগন্ডলো।

জীবনের পড়তে পড়তে স্মৃতিগুলো ভোলা যাবে না।

স্মৃতির পাতায় ঐ ছোট রুম

মোহাম্মদ ইমাম হাসান

স্মারকে লেখা দেওয়ার মতো কোন লেখা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ করে মনে পড়লো, আমরা “আলিম” ক্লাসের সবাই তো দ্বিতীয় ভবনের নিচতলায় দুইটি রুমে থাকতাম। একটি রুম ছিল বড় হলরুম এবং অপরটি ছিল ছোট রুম। আমি ছোট রুমেই থাকতাম। তাই আমাদের ঐ ছোট রুম নিয়ে কিছু লেখি। ঐ রুমের দরজার পাশের সিটটাই ছিল আমার। আমার পাশেই ছিল “মইন চাঁন”। সত্যি বলতে, ওর মাধ্যমেই আমার তাখসীসিতে আসা। মইন আর আমি একসাথে ক্লাস এইট এ পড়তাম। তখন থেকেই ওর সাথে পরিচয়। ওর কথাতেই দারুনাজাতে আসা। ওর সাথেই আমার তাখসীসির পথ চলা। যাই হোক, এর পাশেই আছে দুষ্টদের সেরা জোবায়েরুল হক। ওর দুষ্টামীর কথা না বললেই নয়। ও সবাইকে অনেক হাঁসাতে পারতো। ওর সাথে কেউ কথা দিয়ে পারত না। কারণ ও অনেক যুক্তি দিয়ে কথা বলতো। ও আমাদের রুমটাকে মাতিয়ে রাখতো। আর তার পাশেই ছিল রিফাত নামের ছটফটে স্বভাবের একজন মানুষ, অত্যন্ত মেধাবী, সবার সাথে অল্পতেই মিশে যেতে পারে। আর অনেক যুক্তি দিয়ে কথাও বলতে পারে। ওর পাশেই আছে শান্ত- শিষ্ট প্রকৃতির মানুষ মাহবুব। ওর একটি বিশেষ গুন আছে। তা হলো; সবার আগে ঘুমিয়ে পড়া এবং সবার শেষে ঘুম থেকে উঠা। তার পাশেই আছেন এক মেধাবী মুখ মাহদী ভাই।

যার কথা বলে শেষ করা যাবেনা। তার কথা শুনে আমরা পড়া শোনার দিকে অনেক আগ্রহী হতাম। তার পাশেই ছিলো আজিজুল্লাহ হক রাহাত। ওরও একটি বিশেষ গুন আছে। তাহলো, ও অনেক খেতে পারে। ও যেই গ্রন্থে খাবার খায় ওই গ্রন্থে খাবার আসার আগেই ও প্লেট নিয়ে সবার আগে হাজির হয়ে যায়। ওর পাশেই ছিলো ঘুম রাজ্যের রাজা রফিক। যাকে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে তোলার জন্য একটা বড়শড় ক্রেন লাগে। ওরই পাশে ছিল নিষ্পাপ শিশু আদনান। ওরও একটি অনেক বড় গুন ছিলো। কারণ ও মাদ্রাসার জন্য মন প্রাণ দিয়ে কাজ করত। তার পাশেই ছিল সেরা কষ্ট শিল্পী আরাফাত। যার মুধুর কঠের গজল শুনে আমরা মুঞ্ছ হতাম। ওর সুরে মন্ত্রমুঞ্ছ হয়ে হারিয়ে যেতাম সুরের সাগরে। তার পাশেই আছেন আমাদের অদ্বিতীয় ভাই আল আমিন। যার কথা না বললেই নয়। যে সবার সাথে অনেক হাশি-খুশি সাথে কথা বলতো। তার উপদেশ মূলক কথায় উৎসাহিত হতাম। উনার পাশেই ছিলো সুদূর সাতক্ষীরা থেকে আগত হজারিফা। ওর বিশেষ একটি গুণ আছে। ও ওর কাজগুলো অনেক দ্রুত করতে পারে। তার পাশেই আছে জমজম পার্টি সদস্য সাজিদ। ওর কথাও না বললেই নয়। প্রায় সব দুষ্টমিতেই পাওয়া যেত ওকে। সেও আমাদেরকে কথায় কথায় হাঁসিয়ে মাতিয়ে রাখতো। ওর সাথেই আছে তাখসীসি গণঅভ্যুত্থানের প্রধান ও প্রথম বীর আসাদ। যার কথা ভোলার মতো নয়। ওকে বলা যায় দুষ্টামিতে সবার সেরা একপ্রকার জোকার। এর পরেই আছে ইতিহাসবিদ সাঈদুজ্জামান। তার মুখে ইতিহাসের কথা শুনলে মনে হয় যেন ইতিহাসগুলো নিজ চোখে দেখেছে। তার

পাশেই আছে Likee Star আউসাফ। মানুষটা খুব ছোট। কিন্তু, মনটা অনেক ভালো। তার পাশেই আছে গুজব কমিটির সভাপতি “আবু সুফিয়ান”। যার গুজবের কারণে শুক্রবারেও হজুরের ভয়ে আমরা আতঁকে উঠতাম। তার পাশেই আছেন জাকারিয়া। যে ছিল অনেক শান্ত-শিষ্ট। যখন আমরা সবাই ঘূরিয়ে যেতাম তখন শুরু হতো দুষ্টামি। তার পাশেই ছিলো ইবরাহিম। ওর কথা আমি কখনই ভুলতে পারব না। কারণ ও কথায় মানুষকে stamp দিয়ে বসত (বাংলায় যেটাকে চড় বা থাপ্পড় বলে)। তার পাশেই আছেন চিকন একজন মানুষ। দেখতে সরল। কিন্তু মানুষটি খুব চতুর। এই ছিল আমাদের ছেট রুমটার বৈশিষ্ট। এভাবেই সারা দিনরাত হাসি আর আড়তায় মেতে থাকতো আমাদের এই ছেট রুম। এই ভাবে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন ফতুল্লার হজুর আমাদের সকলকে ডেকে সবার নাম কাগজে লিখে জমা দিতে বলে। যেই কথা সেই কাজ। আমরা সবাই কাগজে নাম লিখে জমা দিলাম। হজুর লটারির মতো সবার নামের কাগজগুলো ঝাঁকাঝাঁকি করে এক একজনের নাম তুলল এবং বলল: যার নাম উঠবে তাকে আমি যেই জায়গায় দিব সে সেই জায়গায় ঘুমাবে। এই ভাবে একে একে নাম উঠতে উঠতে আমাদের এই ছেট রুমের সকলে একে একে আলাদা হয়ে গেল। এইভাবেই হয়ত একদিন আলিম পরিষ্কার পরে সবাই যার যার মতো আলাদা হয়ে যাবো। এখান থেকে চলে যাওয়ার পর হয়ত এক সময় আমাদের আলিমে কঁটানো এই দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়বে। সেদিন আকাশ পানে চেয়ে অশ্রুর ঝরণা প্রবাহিত করে ফেল ফেল করে তীর বিন্দু হরিণের মায়াবী চাহনিতে তাকিয়ে থাকবো। আর আকাঞ্চ্ছার দামামা বাজিয়ে আকাশে-বাতাসে বারবার শুধু একটি ধ্বনিই ধ্বনিত হবে। তাহলে “আহ! যদি আরেকটু সময় কাটাতে পারতাম”।

ত্যাগ

তামিম আহমদ

ছোটবেলা থেকে আমার স্বপ্ন ,আমি বড় হয়ে একজন অভিজ্ঞ আলেম হব । শুধু আমার স্বপ্ন নয় ,তা আমার প্রিয় মা বাবার স্বপ্ন । যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমার মা বাবা বলতেন আমার ছেলেকে বড় একজন আলেম বানানোর চেষ্টা করব । যখন ক্লাস সিঙ্গে পড়ি তখন আমার একটা স্বপ্ন ছিল ,যদি আমি দারুণজ্ঞাত মান্দ্রাসায় পড়াশোনা করতে পারতাম! সর্বদা আমার মা বাবা ও বড় ভাইয়ের সাথে কথা বলতাম এ বিষয়ে । আমার বড় ভাইয়ের আশা ছিল আমার ভাইকে দারুণজ্ঞাত ভর্তি করাবো । তাহলে কতই না ভালো হবে । তখন আমি তেমন বড় ছিলাম না তাই তারা চেষ্টা করেন নাই । ধীরে ধীরে যখন আমি বড় হলাম অষ্টম শ্রেণি পরীক্ষা দিলাম তারপর নবম শ্রেণীর দাখিল শ্রেণীর পরীক্ষা দিলাম । মা-বাবা, ভাই-বোন সকলে বললেন তামিমকে আর বাড়িতে রাখবো না । তাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিব । দাখিল পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ শুরু হলো করোনা নামক ভাইরাস । প্রায় তিন চার মাস পর হঠাৎ শুনলাম পরীক্ষার ফলাফল দেবে! পরীক্ষার ফলাফল পেলাম তখন সকাল নয়টা থেকে দশটার ভিতরে । আমার মোন্ট্রিয়া ভাই বলেন ,তোর রোল নাম্বারটা বল, আমি বললাম , আমার ফলাফল জিপিএ ৪ । ফলাফলটা আমার মন মতো হয় নাই । তারপর আমার বড় ভাই বলেন নাহ, এবার যা হবার হোক, তামিমকে দারুণজ্ঞাতে ভর্তি করাবো । আমার বড় ভাই সম্পূর্ণ জোর দিলেন, পরিবারের সবাই একমত পোষণ করলেন ।

আমার একজন মামার সাথে কথা হয়, তিনিও দারুণজ্ঞাতে পড়াশোনা করেন । আমার গ্রামের এক চাচার সাথে কথা হয় । সেপ্টেম্বর ,২০২০ সালে আমি ও আমার ভাই আমরা একসাথে দারুণজ্ঞাতে এসে স্পেশাল শেখায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলাম । আমার খুব আনন্দ লাগল । তাই ভর্তি হলাম তাখসীসিতে । তখন অফিস সহকারি বলেন অক্টোবর ৩ তারিখ শুরু হবে ক্লাস । বাড়ীতে চলে গেলাম , তখন রাত হয়ে গেল । এমনিভাবে দুই থেকে আড়াই মাস চলে যায় । তারপর মান্দ্রাসার আসার পালা দুই তিনদিন আগ থেকে মনটা অন্যরকম হয়ে গেল । কিছুই ভালো লাগে না । খাইতে মন চায় না । অবশ্যে বাড়ি থেকে বিকাল নামাজ পড়ে রওনা দিলাম । বাবা মা ভাই বোন সবার দিকে তাকালাম । চোখে পানি দেখে আমার বুক যেন মনে হয় ফেঁটে যায় । কিন্তু প্রকাশ করতে পারিনা । আমার জীবনের প্রথম বাড়ি থেকে বের হওয়া । সারারাত তাদের কথা মনে হলো এবং চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়তে লাগে । কাউকে বলার নাই । এমন করে সকাল ফজরের পরে শুক্রবারে দিনে মান্দ্রাসার উপস্থিত হলাম । সাথে আমার ভাই চাচা । আমরা মান্দ্রাসার প্রবেশ করলাম । আমার দেশি সিলেটি ভাই ফখরুল এবং অনেকের সাথে পরিচিত হই । আমার ভাই ও চাচা বলেন ,আচ্ছা এখন আমরা চলে যাই । একথা শুনে আমার বুকটা ফেঁটে যায় । তারা চলে গেলেন । আমি একা হয়ে গেলাম তারপর থেকে প্রতিদিন রাতে আমার মা-বাবা কথা মনে হয় । তখন চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে । যেদিকে তাকাই

সেদিকে দেখি অপরিচিত মানুষ। কাউকে চিনি না। এমন ভাবে আঁড়াই মাস পর আমি বাড়ি গেলাম।
বাড়িতে যাওয়ার পর প্রথমে মায়ের সাথে রাস্তায় দেখা। মাকে দেখে আমার বুকটা যেন ফেঁটে যায়।
প্রায় ১০ দিন ছুটি কাটানোর পর আবার মাদ্রাসা চলে আসি। এভাবে করে দীর্ঘ দেড় বছর চলে গেল।
মনে বড় আশা ছিলো, দারুণাজাতে ভর্তি হব। সেই ছোটবেলার স্বপ্ন আজ পূরণ হলো।
আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তালার কাছে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। এখানে এসে আমি
আওয়াবীনের নামাজ নতুন দেখতে পেলাম। জিকির-আজকারের সাথে পরিচয় ছিলনা। কিন্তু এখানে
আসার পর আমার জীবনটা পুরো বদলে গেছে। এখন পড়াশোনা ও ইবাদত করতে খুবই ভালো লাগে।
আসার পর থেকে আমার মন অন্যরকম হয়ে গেছে। সবই আল্লার মেহেরবানী।

প্রিয় নাজাত কাননে

আলাউদ্দীন ভুঁইয়া

দাখিল পরীক্ষা শুরুর চার কি পাঁচ মাস আগের কথা, সকলের মতো আমিও ওই সময়টাতে একটা ভয়ের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু এই ভয় গুলো আমার উপর ভর করত ঘুমানোর আগমুহূর্তে। এছাড়া সারাদিন খেলাধুলা ঘোরাঘুরি আর দুষ্টামির মধ্যে আমার সময় কাটতো, কোন ধরনের টেনশন হতো না। যেহেতু আমার পরিক্ষার মতো একটা বিষয়ে কোন ধরনের চিন্তা নেই তাই অন্য কোন বিষয়ে টেনশন থাকার কথা না। আমাদের যে আবাসিকে দায়িত্বশীল শিক্ষক ছিলেন, তার বাসায় কিছু কাজ থাকার কারণে প্রতি বৃহস্পতিবার বাসায় যেতে হতো। অবশ্য ওনাকে মাওলানা সাইদুল হক বলে চিনে সবাই তাকে ‘জদিদ শা’হজুর বলে ডাকে। এবং উনি উসামার বাবা। সবাই খুব ভয় পেত এমনকি আমাদের অন্যান্য শিক্ষকরা তাকে বিভিন্ন কারণে অনেক সম্মান করতো। আমি উনার কাজকর্ম মাঝেমধ্যে করে দিতাম। এই সুবাদে আমি উনার বিশ্বস্ত ছিলাম এবং উনার কিছু কিছু বিষয় জানতাম। একপ্রকার বলা যেতে পারে জাহিদ দাদুর মত। হজুর যেহেতু বাসায় যাওয়ার জন্য মাদ্রাসা থেকে চট্টগ্রাম যেতে হতো তাই টিকিটটা প্রায় সময় আমি আনতাম এই কারণে তিনি বাসায় যাচ্ছেন নাকি অন্য কোন জায়গায় যাচ্ছেন তা জানতে পারতাম। একদিন জানতে পারলাম প্রিয় উস্তাদ যাচ্ছেন ঢাকা।

অনেক খুশি হয়েছিলাম এই ভেবে যে হজুর যতদিন ঢাকা থাকবে ততদিন ফাঁকি দেওয়া যাবে। কে জানত এই ঢাকা যাওয়াটাই হয়তো আমার সব চিন্তাভাবনা ধ্যান-ধারণা ও পরিকল্পনার উল্লে হয়ে যাবে। কেমন যেন তার একটি সিদ্ধান্ত আমার জীবনের গতি ধারা বদলে দিয়েছিল। যাইহোক অনেক আনন্দের সাথে আমরা হজুরকে বিদায় দেই ট্রেনিং শেষে। হজুর বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভ্রমণ করেন, আমাদের প্রিয় নাজাত কাননেও হজুর সফর করেন। হজুর ঢাকা থেকে ট্রেনিং শেষ করে মাদ্রাসায় ফিরে আসার একদিন পর আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমি জানতাম না আমার এ সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল নাকি ভুল। এখানে আসার পর আমি বুঝতে পারি আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল, তবে নাজাত কানন থেকে আমি যা কিছু শিখেছি তা আমার পূর্বের মাদ্রাসায় থাকা অবস্থায় সম্ভব ছিল কিনা জানি না। আবার পূর্বের মাদ্রাসা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে তা এই মাদ্রাসা দ্বারা সম্ভব না বলে আমার মনে হয়।

যাইহোক হজুর মাদ্রাসায় আসার একদিন পর বিকেল বেলা মাদ্রাসা অফিসে বসে অন্য হজুরদের সাথে কথা বার্তা বলছিলেন। আমি তখন মাদ্রাসার বেতন দেওয়ার জন্য অফিসে যাই। বেতন দেওয়া শেষ হলে হজুর আমাকে ডেকে অন্য সব হজুরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন আমি ঢাকায় একটা মাদ্রাসা দেখে এসেছি, সবকিছু আমার ভালো লেগেছে। যাতায়াত ব্যবস্থা ও অনেক ভালো যখন ইচ্ছে আসা যাওয়া করা যাবে, পড়ালেখার মান অনেক ভালো। আমি চাই তুমি ওখানে ভর্তি হও। ওসামাকে ও

আমি ওখানে ভর্তি করানোর চিন্তা ভাবনা করছি। দুজনেই একসাথে থাকবা, কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। মাদ্রাসার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আমাকে বললেন তুমি কি ওখানে ভর্তি হবে? আমি হজুরকে মাদ্রাসার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। হজুর দারুননাজাতের নাম বললেন। আমি কেন জানি তখন অনেক লজ্জা এবং চিন্তা উভয়ের মধ্যে ছিলাম। পরিবেশটা অন্যরকম হয়ে যায় আমার জন্য। কেননা আমি এ বিষয়ে তেমন কিছু ভাবিনি এমনিতেই সবার সাথে আমিও বলতাম, আলিম চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফে পরব। কিন্তু আমি হজুরকে কি বলব বুঝতে পারছিলাম না, হজুর আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, আমি কি বলি তার আশায়। আমার যতটুকু ধারণা তারা আমার নিকট হ্যাঁ উত্তরটা আশা করেছিল। সবাই সবার জায়গা থেকে ঠিকঠাক, কিন্তু আমি একটা বিভ্রান্তিকর পরিবেশে পড়ে গেলাম। আমি সবার সামনে কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। বোবার মত হয়ে গেলাম নাতো! আমি ভুলেও, না বলব না। কারণ আমি যতদিন জাদিদ সাহেব হজুরের নজরদারিতে ছিলাম ততদিন হজুরের সাথে কেন বিষয়ে না বলিনি। আলোচনা করে জানাবো এটা বলব! না কি, এখন হ্যাঁ বলব? কি যেন মনে করে হ্যাঁ বলে দিলাম। এটা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ছিল বলে আমার ধারণা, কারণ এরকম একটা পরিবেশে আমি কখনো পড়িনি। আমি যখন হ্যাঁ উওর দিয়েছিলাম তখন হজুরের চেহারায় যে আনন্দের ভাবটা দেখেছিলাম। যা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। কারণ হজুরকে আমার কোন বিষয়ে এত খুশি হতে কখনো দেখিনি। অফিস থেকে বাহির হয়ে যেন জানে বাঁচলাম। রাতে বাবার সাথে কথা বলি এ ব্যাপারে। তখন বাবা আমাকে তেমন কিছু বলেননি। মাদ্রাসা থাকা অবস্থায় দারুনাজাত সম্পর্কে অল্প জানতে পারি। ২০২০ সালে দারুনাজাত থেকে রাঙ্গামাটি শিক্ষা সফরে যাওয়া হয়। তাদের পোশাক দেখে আমরা তখন হেসেছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম না এই মাদ্রাসাতে আমি কিছুদিন পর ভর্তি হব। তারা চলে যাওয়ার পর জাদিদ সাহেব হজুর বললেন তুমি এই মাদ্রাসায় ভর্তি হবে। আমি‘ত কল্পনাও করতে পারিনি তখন। যাইহোক দাখিল পরীক্ষা শেষ করে বাসায় চলে আসার তিনদিন পর থেকে লকডাউন শুরু হয়। অনেক দিন কেটে যায় খেলাধুলা আর ঘুরাঘুরির মধ্যে। রেজাল্ট মুটামুটি ভালো ছিল। ভর্তির সময় একটা সমস্যায় পড়ি। আমার আশেপাশে তেমন কেউ ছিল না, যার কাছ থেকে সাহায্য নিব। জাদিদ সাহেব হজুরের সাথে কথা বলে তার পরিচিতি এক ছাত্রের মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করি। মাদ্রাসায় ০১/০৯/২০২০ তারিখে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয় আমি একদিন আগেই চলে আসি বাবার সাথে। যার মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করি, তিনি সিদ্দিকী হজুরের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। তার কাছে আমার আসবাবপত্র রেখে আমি বাবার সাথে চলে যাই সায়েদাবাদ। ১ তারিখ সকাল ৯ টার দিকে আমার বাবা আমাকে বললেন একা একা আসতে পারবো কিনা? আমি হ্যাঁ উওর দেই। আমার কাছে টাকা নেই এটাও বলি। বাবা টাকা ভাংতি করে তার পকেটে রেখে দেন। তখন অন্য একটা কাজের কথা মনে করে তিনি আমাকে টাকা দেওয়ার কথা ভুলে যান। আমারও মনে ছিল না। ঘন্টাখানেক পর আমাকে তিনি সায়েদাবাদ থেকে একটা বাসে তুলে দেন। চিটাংরোড নামার জন্য পকেটে হাত দিয়ে দেখি পকেটে টাকা নাই। এতে মনে ভয় এবং আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। ততক্ষণে গাড়ি চলছিল, আমি তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে আমার বাবাকে খুঁজতে থাকি। প্রথমে চোখে পড়েনি,

আমার কান্না পাছিল কারণ আমার মনে ভয় ছিলো এই ভেবে যে ঢাকা শহরে নাকি অনেক মানুষ হারিয়ে যায়। আমিও কি তাদের মাঝে পড়ে গেলাম? কিছুদূর যাওয়ার পর বাবা কে পেয়ে যাই এবং তার থেকে টাকা নিয়ে গাড়িতে উঠি। চিটাংরোড কে আমি চিহ্নিত করেছিলাম ওভারব্রিজ দিয়ে। এটাই ছিল আমার ভুল। ব্রিজটা ছিল লাল ধার কারণে আমি চিটাংরোড আসার অনেক আগেই নেমে যাই। ওভারব্রিজ দেখে নামার পর বুঝতে পারি জায়গাটি চিটাংরোড না অন্য একটি জায়গা। অন্য আরেকটি বাসের মাধ্যমে চিটাংরোড আসি। মাদ্রাসা অফিসে যাই এবং ফরম পূরণ করে বাহির হওয়ার সময় নারিকেল বাড়িয়া হজুর আমাকে ডেকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে। তার কথা বলার ধরণ ও প্রশ্ন অনুযায়ী মনে হচ্ছিল তিনি আমাকে কোন মাড়ার কেস এর জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। জীবনের প্রথম এত দূরে এতো অপরিচিত ছাত্রের সাথে পড়ালেখা করতে আসি। প্রথম প্রথম কষ্ট বিরক্তি লাগলেও এখন আমার প্রিয় জায়গার মধ্যে নাজাত কানন একটি।

ଆକାବଁକା ସମୟ

ମୋଃ ଜାହିଦ ହାସାନ

ଆମାର ଦାଦାର ଆଶା ଛିଲ ,ଆମି ଯେନ ଆଲେମ ହିଁ । ତାଇ କତ ଜଙ୍ଗନା-କଙ୍ଗନା ଛିଲ ତାର । ପରିବାରେର ବାବା-ମା ସକଳେର ଇଚ୍ଛା ଛିଲ ସମ୍ପଦ ଶ୍ରେଣୀତେ ଯେନ ଆମି ଘରେର ବାହିରେ ପଡ଼ାଶୋନା କରି । ବାବା-ମା ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ଅଟଲ । ଆମାକେ ତାରା ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ ଆମି କୋଥାଯ ପଡ଼ତେ ଚାଇ? ଆମି ସୋଜାସୁଜି ଉତ୍ତର ଦିଯେ ଦିଇ, ଛାରଛୀନା କାମିଲ ମାଦ୍ରାସା କିଂବା ଏନ ଏସ କାମିଲ ମାଦ୍ରାସା । ଦିନଗୁଲୋ ଯେତେ ଥାକଲୋ । ଆମାର ପରିବାର ଆମାକେ ଛାରଛୀନା ଭର୍ତ୍ତି ହେୟାର କଥା ବଲେ । ଆମାର ମାମା ବଲେ ଏତ ଦୂରେ ଯାଓୟାର କୋନୋ ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ । ତାକାର ଅନ୍ୟତମ ମାଦ୍ରାସା ଦାରୁନାଜାତ ସିଦ୍ଧିକିଯା କାମିଲ ମାଦ୍ରାସା ପାଠିଯେ ଦିନ । ଯାଇ ହୋକ ମାମାର କଥାଇ ବାନ୍ତବାଯନ ହଲୋ । ଭର୍ତ୍ତି ହବାର ଜନ୍ୟ ଦାଦା ଏବଂ ମାମାର ସାଥେ ଦାରୁନାଜାତ ଏ ଆସି । ଭର୍ତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଓୟା ଶେଷ ପୁରୋ ମାଦ୍ରାସାୟ ଚୋଥ ବୁଲିଯେ ଦିଖିଛି । ଏକ ସମୟ ଫରିଦଗଞ୍ଜି ହଜୁରେର ସାଥେ ଦେଖା ହଲ । ତିନି ଆମାର ମାମା ଏବଂ ଦାଦାକେ ବଲଲେନ ତାଖସୀସିତେ ଭର୍ତ୍ତି ହତେ । ତିନି ଆମାଦେର ବୁବିଯେ-ସୁଜିଯେ ୨୦୧୭ ସାଲେର ଭର୍ତ୍ତି କରିଯେ ଦେନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀତେ । ଆମାର ପରିବାର ହେତେ ଯାତ୍ରା ଏଖାନ ଥେକେ ଶୁରୁ । ୨୦୨୦ ସାଲେ ଆମି ଦାଖିଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ । ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ, ମୋଟାମୁଟି ଭାଲୋ ଫଳାଫଳ ହେୟାର ପର ଆଲିମେ ଭର୍ତ୍ତି ହେୟାର ପାଲା । କୋଥାଯ ଭର୍ତ୍ତି ହବ । ସକଳେର ପରାମର୍ଶେ ଆମି ପୂର୍ବେର ଜାୟଗାୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେୟ ଯାଇ । କିନ୍ତୁ ମନଟା ଆମାର ଭାଲୋ ଛିଲ ନା । ଆମାଦେର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ବନ୍ଦୁରା ଅନେକେଇ ଆମାଦେର ସାଥେ ନେଇ । ମନଟା ଖାରାପ ହେୟ ଗେଲ । ତାରପରାତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ହଲାମ, ଆମାଦେର ମାବୋ ମୁହତାରାମ ଫତୁଲ୍ଲା ହଜୁର ଆଛେନ । ଏଭାବେଇ ଆମାଦେର ଆଲୀମେର ଜୀବନଟା ଚଲତେ ଥାକେ । ଜୀବନେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ରେଖେ ଏଖନୋ ଦାଦାର ସ୍ଵପ୍ନେର ଜାୟଗାୟ ରଖେଛି ।

ଅପ୍ରକଟିତ କଥାଗୁଲୋ ଆଜକେ ଆପନାଦେର ସାଥେ ଶେଯାର କରିଲାମ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମାଦେର ଜୀବନକେ ସାଫଲ୍ୟମ୍ଭିତ କରନ୍ତି । ଆଲ୍ଲାହ ଆମାଦେର ନେକ ହାୟାତ ଦାରାଜ କରନ୍ତି, ହଙ୍କାନୀ-ରବାନୀ ଆଲେମ ହେୟାର ତୌଫିକ ଦେକ ଏବଂ ଦୁନିୟା ଓ ଆଖେରାତେର କାମିଯାବୀ ହବାର ତୌଫିକ ଦିନ । ଆମିନ

স্মৃতির সেই ক্ষণ

মোঃ মুজতবা হক(আওসাফ)

দিনটি ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০। আমরা তিনজন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমার বাবা, সুফিয়ান ও আমি। খুবই ইন্টারেস্টিং টাইম। তার বড় কারণ হল এই জীবনের প্রথম আজ ঢাকা যাচ্ছি। বাংলাদেশের রাজধানী বলে কথা। এতই খুশি ছিলাম যে বাসে উঠেই সুফিয়ানকে বলি আয় একটা সেলফি তুলি। তোলা হল সেলফি এবং আপলোড হয়ে গেল।

গাড়ির ঢাকা ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে এলাম চিটাগাং রোড। জানা ছিল আগে থেকেই দারুন্নাজাত এ আসতে হলে চিটাগাংরোড হয়ে আসতে হবে। স্বপ্নে ভেবেছিলাম চিটাগাংরোড হয়তোবা বিশাল রাস্তা। অনেক বড় বড় দালান কোঠায় ভরপুর, চমৎকার দৃষ্টিনন্দন এলাকা। এসে দেখলাম আমার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। গাড়ি থেকে নেমে দেখি বড়বাজার, রাস্তার দুই ধারে কি বিশাল ময়লার ডাস্টবিন। এটাই হলো চিটাগাং রোড। যাই হোক একটা অটো রিক্সা ঠিক করে মাদ্রাসার দিকে চললাম। মনটা বিষমতায় ভরে গেল। চারপাশের পরিবেশ সম্পূর্ণ আমার কল্পনার বাইরে। তারপরেও অধিক আগ্রহে আছি স্বপ্নের মাদ্রাসাকে দেখার জন্য।

দূর থেকে দেখা গেলো সবুজ মিনার। ভাবলাম এই জায়গায় দৃষ্টিনন্দন মিনার আসলো কোথেকে। মনে-মনে মাদ্রাসাকে কল্পনা করতে লাগলাম। স্বপ্নের প্রতি শেষ হয়ে রিক্সা থামলো মাদ্রাসার গেইটে। এইতো আমার দারুন্নাজাত। অনেক লোকের আনাগোনায় ভরপুর মাদ্রাসার আঙিনা। কারো লম্বা দাঢ়ি আবার কারো বাবরি চুল গায়ে জুবো। দেখে বোঝাই মুশকিল কে হজুর আর কে ছাত্র।

পূর্ব পরিচিত আমার বাবা একজন ঘনিষ্ঠ লোক আমাদেরকে মাদ্রাসার মেহমানখানায় বসার জন্য অনুরোধ করলেন। এত দৃষ্টিনন্দন মেহমানখানা হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। তাছাড়া মেহমানদের সাথে মহৎ ব্যবহার আসলেই মনকে ভরিয়ে তোলে। আমি চারদিকে চোখ বুলাচ্ছি। নতুনত্ব সবকিছুতে। এমন জায়গায় না আসলে হয়তো কিছু জানতাম না। পরিচিত লোকটি এসে আমাদের সাথে কুশল বিনিময় করলেন এবং বললেন চলুন তাখসীসিতে যাই। এর সম্পর্কে আগে কোন ধারনাই ছিল না। যাইহোক আমরা মেহমান খানা থেকে বের হয়ে চলেতে লাগলাম তাখসীসিতে। আমরা একই রিকশায় করে একটি ভবনের সামনে এসে থামলাম। দেখলাম কতগুলো জীণশীর্ণ কুকুর ঘূমাচ্ছে। তাদের শরীরের যে অবস্থা দেখলে মনে হয় বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ লেগেছে। বিড়িং এর অপর পাশে ময়লা পড়ে ভরপুর। মশা মাছি উড়তেছে। জঘন্য একটা পরিবেশ। আমি পরিচিত ব্যক্তি কে বললাম আমারা না তাখসীসি যাচ্ছি। সে বলল এইতো চলে এসেছি। একটি বিষম মন নিয়ে ছ্যতলা ভবন বিশিষ্ট একটি ভবনের নিচতলায় চলে গেলাম। বুঝতে আর বাকি রইল না এটা অফিসকক্ষ। শুনলাম এটা নাকি প্রথম ভবন।

অফিসে ৩ জন লোককে বসা দেখলাম। একজন তো কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত (নেত্রকোণা হজুর) আরেকজন দেখলাম তিনি ওয়াজ শুনছেন। জানতে পারলাম তিনি আমাদের তত্ত্বাবধায়নে থাকবেন (ফতুল্লার হজুর)। আরেকজনকে দেখলাম বারবার কল তুলছে। অনেক ব্যস্ত, উনাকে দেখে একটু চমকে গেলাম। যার চুলগুলো এলোমেলো, পাঞ্জাবির বোতাম খোলা, অনেক ঘন দাঢ়ি, এমন দাঁড়ি যে গালের

ভিতরে ভরপুর, টুপিটা হালকা বাঁকা (নারিকেলবাড়ীয়া হজুর)। উনার সাথে আমাদের প্রথম কথা হয়। বললাম আমরা আলিমে ভর্তি হব। একথা শুনে তিনি বলতে লাগলেন ‘তোরা আলিমে ভর্তি হবি’?? থাকতে পারবি ??যদি কাইন্দা দেস!!

যাক ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল। আমি আর সুফিয়ান ভর্তি হয়ে গেলাম। এমন সময় সিসি ক্যামেরার দিকে চোখ পড়ল। মনিটরে দেখলাম আমরা রোবটের মত দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম ছাত্ররা সিঁড়ি দিয়ে বালতি নিয়ে দৌড়াচ্ছে। একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলাম কিরে, কি করতেছে? পরে জানতে পারলাম, তারা খাবার উঠাতে যাচ্ছে। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এত বিশ্রী একটা পরিবেশ। পরে জানতে পারলাম আমরা অন্য আরেকটা ভাবনে থাকবো। ভাবতে লাগলাম হয়তোবা সেটা আরো উন্নত হবে। শুনলাম সেখানে সিনিয়র ছাত্ররা থাকে। যাই হোক আমরা চলে এলাম দ্বিতীয় ভবনে। ধারণা পুরো পাল্টে গেল। আগের মতোই ভবন দেখতে পেলাম। ভালো লাগলো কিছু জিনিস। জাব এখানে একটা ক্যান্টিন আছে। পরিবেশটা একটু প্রশস্ত। এজন্য কিছুটা স্বষ্টি পাছি। মোবাইলটা তাৎক্ষণিক বের করে চারপাশটা ভিড়িও করে রাখি। বাসায় গেলে আম্মুকে দেখাব আমাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্নপূরণের আবাসন। এরমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সূর্য গাছের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। ভর্তির কার্যক্রম শেষ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেই। যাওয়ার পথে স্মৃতিগুলো মনে করতে থাকি কল্পনায়। আমি আবার আসবো স্বপ্ন পূরণের জন্য এই দারুণাজাতে। আজ দুটি বছর পার হয়ে গেল দারুণনাজাতের তাখসীসি শাখায়। মাঝে মাঝে হারিয়ে যাই সেই প্রথম দিনের স্মৃতিতে। হাজারো কষ্ট আমাদের জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করুক সেই কামনাই করি। সামনের পথ চলা শুভ হোক সেই দোয়া চেয়ে আমার কলমালোচনা শেষ করছি।

হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের বাস্তবায়ন

মোহাম্মদ জাহিদ খাঁন

স্বপ্ন দেখে যায় সকলেই । তবে কারও পূরণ হয় আবার কারো হয় না । আবার অনেকের ভাগ্যে তেমনি লেখা থাকে ,যেটা ফিরে পাওয়ার মত তার সাধ্য নেই । আমার এমন একটি স্বপ্নের কথা আছে, আপনাদের বলব । যখন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করি ,আমার স্বপ্ন ছিল দারুণাজাত এ পড়াশোনা করব । চারদিকে লোকমুখে শোনা যায় নাজাত কাননের রূপকথা । আমার পরিবারটা একটি মধ্যবিত্ত পরিবার । অর্থনৈতিক কারণে ভর্তি হতে পারলাম না দারুণনাজাতে । গ্রামের ছোটখাটো একটি মাদ্রাসায় দাখিল পরীক্ষা দিতে হলো । কথা হল ,দাখিল পরীক্ষা তো শেষ, রেজাল্ট প্রকাশ হয়ে গেছে ,এখন আমি কোন দিকে পড়াশোনা করবো । কোথায় ভর্তি হব । সকল কিছু ভাবনা চলছে । আমি কোন জায়গায় ভর্তি হব । বাসার সকলেই বলছে ছারছীনা কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার কথা । এই কথা যখন শুনি তখন আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায় । আমার স্বপ্ন ছিল দারুণাজাত । স্বপ্ন আর বুঝি পূরণ হবে না । প্রায় দুই তিন দিন হয়ে গেল, কোন খোঁজখবর নেই । ভাগ্যের লীলাখেলা ,প্রায় দুই তিন দিন পর বাবা এসে বললেন তোমাকে দারুণনাজাতে ভর্তি করাবো । আমি খুশিতে নাচতে মন চাইছিল । অনেক খুশি হলাম, যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না । দারুণাজাত এ ভর্তি হয়ে গেলাম ,তার অন্যতম শাখা তাখসীসি ব্রাষ্টেও ।

মাদ্রাসায় এখন আসার পালা । যখন মাদ্রাসায় প্রথম এলাম তখন মনটা খারাপ হয়ে যায় । পরিবার ছেড়ে এত দূরে কোন দিন থাকা হয়নি । তারপরেও আমাকে ত্যাগ করতে হবে । আমার লক্ষ্যপানে ছুটতে হবে । কয়েকদিন পর অনেক ছাত্রের সাথে পরিচয় হয়ে যায় । মনটা ভরে ওঠে । বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রদের আনাগোনা আমার মনটা ভালো হয়ে যায় । শুকরিয়া আরও যে আমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মুহতারাম ফতুল্লা হজুর । তার মুচকি হাসি গুলো আমাদের হৃদয় কেড়ে নেয় । খুব কোমল মনের লোক । আদব-কায়দা ,আমল-আখলাক, নামাজ, শিষ্টাচার এর প্রতি তিনি সবসময় সোচ্চার থাকেন । আমার কাছে মনে হয় নাজাত কাননের প্রতিটি শিক্ষক একটা তারকার মতো । আমি অবাক হয়ে যাই আরবী শিক্ষক ইংরেজি পড়ান, ইংরেজি শিক্ষক আবার আরবি পড়ান, এটা খুবই তাক লাগানোর মতো । প্রাত্যহিক পড়াশোনা, মজা মাস্তি, বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন সময়ে সফর, দারুণনাজাতের দিনগুলো আমাকে ভরিয়ে তোলো । এভাবে আমাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে, এটাই আমার হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের বাস্তবায়ন ।

স্মৃতির পাতায়

সাকিবুল ইসলাম শ্রাবন

বসন্তের দিন। চারিদিকে আমের মুকুল মিষ্টি, কাঁচা গন্ধ ছড়াচ্ছে। কোকিলের কুহ কুহ ডাক ভেসে আসছে। দখিনা হাওয়া বইছে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। এমনই এক মনোমুঞ্কর পরিবেশে আম গাছ তলায় বসে জীবনের স্মৃতির পাতা উল্টাচ্ছি। একান্ত মনে জীবনের নানা স্মৃতি নিয়ে ভাবছি। ভাবছি জীবনের এতটা সময় কিভাবে চলে গেল! কিভাবে হারিয়ে গেল জীবন থেকে! এতটা সময় কি করেছি! কি কাজে ব্যয় করেছি! এই ভাবনাগুলো নিষ্টেজ হয়ে প্রতিধ্বনি হয় হৃদয়ে। আর হৃদয় ভাঙ্গে আহ! সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায়! জীবনের গতিপথ কত দ্রুত পরিবর্তিত হয় তা আমি বুঝতেই পারিনা। স্মৃতির পাতায় হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁঢ়ালাম একটি পাতায়। সে কথা আমাকে থমকে দাঁঢ়াতে বাধ্য করল। সে তার দিকে আমাকে আকৃষ্ট করল। বাধ্য করলো তাকে পড়তে। সে পাতাটা অন্য পাতার চেয়ে বেশি বলমলে ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

সেই বলমল করতে থাকা পাতাটা হলো আমার আলিম অধ্যায়ের একটি পাতা এ পাতার প্রতিটি স্মৃতি অঙ্গিত আছে আমার প্রতিটি রক্তকণিকায়। যতদিন আমার দেহের রক্ত প্রবাহিত হবে, ততদিন এ স্মৃতির তরী বেয়ে নিয়ে যাব তেপান্তরে। যে স্মৃতিকে আমি ভালোবাসি আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস দিয়ে। যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন এ স্মৃতিকে ভালোবাসবো। যদি অতীতে যাওয়ার সুযোগ থাকত, তাহলে আমি আলিম জীবনে চলে যেতাম। কিন্তু ফেলে আসা সময় তো আর ফিরে আসে না। সে যাই হোক, আমার স্মৃতির পাতায় এখনো উঁকি দেয় আমার আলিমের প্রথম দিনটি। সেদিন অন্যরকম রোমাঞ্চকর লাগছিলো। চারিদিকে নতুন নতুন চেহারা, নতুন নতুন মুখ, নতুন নতুন সহপাঠী। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা কাজ করছিল। কে জানি কেমন হয়!

কিন্তু তাদের সাথে পরিচয় হওয়ার পর বুবলাম- আমি এমন কতিপয় মানুষের সাথে পরিচিত হলাম, যাদের মত মানুষের সাথে আমি আগে কোনদিন পরিচিত হয়নি। তাদের সবাই ছিল বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত। এমন কোন গুণ নেই যা তাদের মধ্যে ছিল না। তাদের কেউ ছিল মিশুক, রসিক, দুষ্ট, ভদ্র আরো কত কি! সবাই ছিল বন্ধসুলভ মানসিকতা সম্পন্ন। যাদের বিভিন্ন স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে রয়েছে। আমার একটি বন্ধুর কথা এখনো মনে আছে। সে ছিল অন্য সব ছেলের চেয়ে একটু বেশি রসিক। সে এমন ছিল যে পুরো ক্লাস কে জয়িয়ে রাখতে পারতো। সারাক্ষণ তার মুখ থেকে রসালো কথা, কবিতা, গান ইত্যাদি বের হতেই থাকত। তার মুখে হাসি লেগেই থাকত সবসময়। সে মাঝেমাঝে এমন কিছু কর্মকাণ্ড করতে যা দেখলে মনে হতো- মূর্তি যদি তার কর্মকাণ্ড দেখত তাহলে সেও হেঁসে ফেলত। তার কথা মনে পড়লে আজও আমার হাসি পায়।

তার রসিকতা তাকে আমার হৃদয়ে অমর করে রেখেছে। সে ছিল এমনই এক রসিক লোক। আর আমার আরেকটি বন্ধুর কথা এখনো মনে পড়ে। তার মেধার কারণেই এমন কোন বিষয় নেই যা সে তার আনন্দ ছিল না। সে খুবই ভদ্র, লাজুক। সে খুব কম কথা বলতো। ক্লাসের সামনের দিকের এক কোণে বসত। আর পড়ালেখায় ব্যস্ত থাকত সারাক্ষণ। যেন পড়ালেখাই তার পেশা আমাদের কোন প্রয়োজনে সবার আগে তাকে কাছে পেতাম। সে থাকবে আমার স্মৃতির প্রতি কোণে। যাকে হৃদয় থেকে আমি মুছতে পারবো না। আমার স্মৃতির পাতায় একটি অংশ জুড়ে রয়েছে আমার কিছু দুষ্ট- মিষ্ট বন্ধু। তারা দুষ্টামিতে যেরকম, পড়ালেখাতেও সেরকম। আমি তাদের নাম বলবো না। কিন্তু তাদের নাম থাকবে আমার হৃদয় মন্দিরে। আমাদের আলেম জামাতে ছিল মেধাবীদের সমাবেশ। যারা আচার-আচরণে ছিল অনন্য। এবং এমন কোন উষ্টাদ ছিল না, যারা এই জামাতের জন্য মন খুলে দুআ করত না। যে জামাতকে নিয়ে অন্য সবাই ইর্ঘা করতো। মাঝে মাঝেই মেধাবী মুখগুলোকে দেখতে মনে চায়। কিন্তু সবার দেখা পাই না। সেই মুখ গুলো বেঁচে আছে আমার হৃদয় মন্দিরে। হৃদয় থেকে সবকিছু মুছে যেতে পারে কিন্তু তারা মুছে যাবে না। তাদের সাথে কাটানো স্মৃতি নিয়ে আমি আমার জীবন রাঙ্গাবো। আমার এখনো তাদের সাথে কাটানো বিশেষ মুহূর্ত গুলোর কথা মনে পড়ে। তাদের সাথে ঘুরতে যাওয়া, খেলতে যাওয়া, একসাথে বসে খাওয়া ইত্যাদি মুহূর্তগুলো আজও আমার স্মৃতিতে ভাসে। সময় তার আপন গতিতে চলছিল। চলতে চলতে কখন যে বিদায়ের সময় এসে গেল, তা বুঝতেই পারলাম না। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। বুক জ্বলছিল হাজারও ব্যাথায়। মন চাচ্ছে না

কাউকে যেতে দিতে এবং মন চাছে না কাউকে ছেড়ে যেতে। কিন্তু কিছু করার নেই। জীবনের প্রয়োজনে আমাদের ছেড়ে যেতে হবে। বিজয়ের দিন দৃঃখ্য ব্যথায় হৃদয় থেকে এই কথাগলোই বের হচ্ছিল

ও তোরা যাসনা ছেড়ে
মরে আজ একলা ফেলে।
মনে আমার ব্যথা দিয়ে
যাবি তোরা কেমনে চলে?
তবুও আমি রাখবো তোদের
বাঁচিয়ে মোর হৃদয় জুড়ে।
যাসনে তবু ছেড়ে সবাই
বিনিময়ে চাস কি কিছু
তোরা মোর কাছে।
চেলে দিব সবই তোদের
যা চাওয়ার আছে।
রাখবো সদা স্মৃতির পাতায়
এই জীবনের প্রতিটি পাতায়।
ও তোরা যাস নে ছেড়ে
রেখে আজ একলা মোরে।

মাগরিবের আজানের সুরে ধ্যান ভাঙলো। স্মৃতির পাতা বন্ধ করে হাঁটা দিলাম মসজিদের দিকে। মসজিদে যাওয়ার সময় হৃদয় থেকে শুধু এই কথাই বের হচ্ছিল তোদের আমি হৃদয় থেকে মুছে যেতে দেবো না।

“Three memorable events “

Mohammed Jubaer Chowdhury

A few years ago in 2009 when I was in class nine, our model examination was held. We were writing in the exam hall. Then a teacher came in our hall room whose name was our honourable arabic litterateur and Lecturer Abul futuh. He told that Irshad has died. We said “Innalillah”. He was the former president of Bangladesh and Major General of our army. He established a political party which name is “Jatiyo Party “. He performed many Social welfare work for the people of Bangladesh. On the same day, Our Islamic history history was going on. On the same time we had the ICC World Cup was started. So, we were very happy, Joyful and passionate for the world cup. But with the feelings sorrow and grief for the president Ershad. The final match of ICC world cup was executed on the same day. In night we, some of the students, heared the cricket match by mobile phone radio standing in the corridor till it's end. I myself, Banna, Gazy, Jaber, Tawfiqul, Mahbub and Arman we were all together. After next day, Ennada's Zanajah Salat was held in front of the National mosque Baitul Mukarram. we, some of the students, went there to participate for saying Janazah prayer. FOR this reason, This day left a deep impression on my mind. I remember that till this moment and I miss verily. I cannot forget it memory. I wrote this memorial event on my daily chronicle. Because three story was happened in my life on the same day. These will be remembered till the last day of my life

ফিরে দেখা দিনগুলো

মোঃ জুনায়েদ শেখ

দিনের পালাবদল আমাদের জীবনের একটি বড় অংশ। প্রতিটি দিন আবার এক হয়না। ভালো খারাপের বেঁঝাপোড়া মিলিয়েই আমাদের জীবন। আবার কিছু দিন হয়ে থাকে স্মৃতিময়। কিছু স্মৃতি ভোলার মত না। আবার জীবনের বাকে বাকে কিছু বন্ধুর দেখা মেলে, যারা জীবনকে আরো স্মৃতিময় করে। আজ আমি আমার কিছু প্রিয় মানুষের স্মৃতি কথা তুলে ধরব। আমার নানা। আমি তখন অনেক ছেট। আমি আমার নানাকে বুঝের সময়ে পাইনি। তরে মা খালাদের কাছথেকে শুনেছি তিনি আমার বায়না পূরন না করে কখনো ছেড়ে দিতেন না।

আমার দাদা। যিনি আমার ছেটকালের সাথি। আমি আমার দাদার আদর পেয়েছি অনেক। তিনি আমাকে অনেক ভালোবাসতেন। সবাই আমাকে জুনায়েদ বলে ডাকত আর দাদা আদর করে ডাকতেন ‘জুনাই’ বলে। আজ তাদের দুজনের কেহই নেই। তাদের খুব মনে পড়ে। ওহে প্রভু তুমি তাদের জানাতে উচ্চ মাকাম দান কর।

এবার বলব বন্ধুমহলের কথা। জীবনে এর প্রভাবটা অনেক। এদের কারণে জীবনের গতি পরিবর্তন হয়ে যায়। জীবনের যতই উপদেশ থাকুক না কেন সবই এদের কাছে হারমানে। একেক বর্ণের হয়ে থাকে তারা। তাদের মাঝে কেহ হয় আল্লাহওয়ালা, আবার কেহ বা শয়তানের খাড়া জিলকি। আমার বন্ধু লিস্টে আছে শিহাব নামের একটি ছেলে। সে এতই চতুর ছিল যে, সবি তার মাঝের অবদান। তার একটাই সুত্র ছিল, নিজে বাঁচলে বাপের নাম। আবার অন্যদিকে ছিল মাহদি নামের ছেলেটা। একটা আলবোলা ছেলে। তাকে যে যা বুঝায় সে তাতেই সই। মজার বিষয় হল, তার আজও এর পরিবর্তন আসেনি। আরেকজন হল, মিস্টার তাকি। আজব প্রাণী বলে সবাই জানে। তার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হল, আজান হলেই নাকি নামাজ হয়ে যায়, নামাজ পড়া লাগে না। তার মত হল, সবই সেট করা আছে অন্তরে, শুধু খেয়াল করলেই হয়। হাসিব নামের একটা বন্ধু আছে। তার নামের সাথে কাজের মিল হ্বহু। হিসাব করে চলার বেলায় যুদ্ধ করতেও সে ভুলবে না! এই স্বভাবের হজায়ফা নামের ছেলেটার কথা না বললেই না। অবশ্য সে নিজের জন্য হয়ত কসুর করবে তবে অপরের জন্য সব বিলিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত। আমার আবদার পালনে সদা বড় ভাইয়ের ভূমিকা পালনে সচেষ্ট বললে ভুল হবে না। এবার বলতে হবে ভিন্ন একজনের কথা। যে খুব দায়িত্বশীল। সাহস যোগাতে যে অতুলনীয়। যার কারণে আমার জীবনের অনেক পরিবর্তন। তার অবদানের কথা স্বীকার না করলে জেল খাটতে হবে। সে আর কেহ নয়, আমাদের লিডার তাসনীম। আমরা সবাই তাকে নেতা বলে জানি। নিজেকে সকল বিষয়ে টাইটেল নিতে যার কোন দ্বিধা থাকে না।

এবার দুজনের কথা বলছি। যারা অল্পে আমায় প্রভাবিত করেছে। একজন নাফিস, অন্যজন আজিম। প্রথম জনের সাথে পরিচয় খেলার মাঠে। চার ছয় মারতে না পারলেও রানার হিসেবে পাঁক্কা ছিল। সে আমার সকল বিষয়ে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সময়ের পালাবদলে তাকে নিরব ঘাতকের কাতারে

পেলাম । আর অপরজন সে সময়ে রহমত হয়ে আসল । সে আমাকে সে কষ্ট থেকে দূর করে আমাকে বুবতে লাগল । আল্লাহ তার মঙ্গল করুক । সব শেষ একজনের কথা না বললেই নয় । তিনি আমার মাইনুন্দিন ভাই । তিনি আমার জীবনের বাঁকেবাঁকে পথ দেখিয়েছেন । আমার পাশে থেকেছেন । কিন্তু তিনি আজ আমার থেকে অনেক দূরে । আল্লাহ তোকে মনজিলে মাকসেদে পৌছার তাওফিক দেক, সে দোয়াই করি ।

কথাগুলো গুছানো না হলেও আমার স্মৃতিগুলো আপনাদের সাথে সেয়ার করলাম । সকলের কাছে দোয়া চেয়ে আমার কলমালোচনা এখানেই শেষ করছি ।

এলোমেলো কথা

মোঃআবুজাফর সালেহ

বলে রাখি, আমার কথা শুনলে হয়ত ভাল লাগবেনা, আমাকে পড়লে হয়ত বলবেন প্রসঙ্গহীন লেখক যাই হোক শুরু করিলম। কয়েক বছর আগের কথা, আমরা অনেকে একদিন দাখিল পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আজ তাদের খুব মনে পড়ছে। তাদের সকলে আমাদের সাথে নেই। কেহ আছে কর্মস্থলে, আবার কেহ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, আবার কেহ অনেক বহুদূরে, আবার কেহ চলে গেল না ফেরার দেশে। শুধু অর অল্পকিছুই আমাদের সাথে আছে। আজ আলিমের জামাতে দিন অতিবাহিত করছি। একদিন আবার শেষ হয়ে যাবে এ দিন গুলো। কত নিত্য নতুন তাক লাগানো বিষয় সামনে আসে। নতুন ছাত্রদের বিদ্যা পানাহারের নিলাম ডাকা, আবার বড়দের আদেশের অমান্যতা, আবার অনেকের সময় কাজে লাগিয়ে জিরো থেকে হিরো হওয়া। সবই দিবার মতো পরিষ্কার। কে কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি, শুধু নিজেই জানি। ভবিষ্যত আমরা লক্ষ নিয়ে চলি, তবে তা কতটুকু অর্জিত তা কেবল নিজে জানি, আর আল্লাহ তালাই জানেন। তবে একটা বিষয় সত্য যে আমরা একেদিন আবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাব। হয়ত বা আর দেখা হবে না কোন দিন।

আলিম জামাত থেকে বের হলেই আমদের জীবন মোড় নিবে নানান পথে। কেহ হয়ত বা হয়ে যাবে ব্যাংকার, প্রিসিপাল, ব্যাবসায়ী, কিংবা আরো বড় কিছু। আবার কেউবা নিম্ন শ্রেণিতে কর্ম জীবনে চলে যাবে। তবে এটা বাস্তব, জ্ঞান বিজ্ঞান আমার জীবন চলার সহায় হবে। কে কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি তার প্রতিফল আমাদের কর্ম জীবন। আল্লাহ আমাদের সম্মানজনক রিজিকের সন্ধান দিক।

কল্পনায় একদিন আমি সাগর পাড়ে যাই, সাগরকে জিজ্ঞাস করি, কেনো তোকে মানুষ দেখতে আসে? সে হেঁসে বলল, আরে বোকা! তারা আমাকে দেখতে নয়, আল্লাহর সৃজন দেখতে আসে। বুজলি!!

ভাবতে লাগলাম, সাগর দিয়ে আল্লাহ আমাদের শিখালেন। দেখ বান্দা আমার সৃজন, আমি তোমাকে বুঝ দিয়েছি, তুমি তা ভাল কাজে ব্যবহার কর। তোমার কদরের ও কমতি থাকবে না। যেমনটা আমি সাগরকে তোমার কাছে পেশ করেছি।

ছন্দের তালে একটু বলে যাই...

অধম আমি ওহে প্রভু-

সঠিক সময়ে সঠিক দিশা-

ডেলে দাও মোর মনে।

তোমার হতে চাই-

অবাধ্য হাজার হলেও-

বান্দা তোমাকেই শুনে ।

আমায় জানো তুমি ওহে প্রভু, কবুল করে নাও আমার মনের কথা ।

আগেই বলেছিলাম, এগোমেলো কথা হবে যাই হোক লেখার ধরন না দেখে আমার কথা গুলো আমার জীবনে ও সকলের হনয়ে সাহায্য করলেই আমার সার্থকতা ।

ইন্দ্রের জন্য ব্যয় - ঈশ্বর সবচেয়ে ব্যরক্ষণ্পূর্ণ ব্যায়া।

আ.খ.ম. আবুবকর সীদিক

বাবা

মোঃ মশিউর রহমান পাঠান

কী খবর বাবা? এইতো পড়ছিলাম
লেখাপড়া কেমন চলছে?

আলহামদুলিল্লাহ। সারাদিন ক্লাস্টির বোৰা মাথায় নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন আমার বাবা স্বপ্ন শুধু আমরা যেন মানুষ হই। আমার বাবা বেঁচে থাকা অবস্থায় একটি প্রতিষ্ঠানের অফিস সহকারী পদে চাকরি করতেন। আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ছয় জন বড় দুই বোন দুই ভাই আর পিতামাতা। বাবার এই ছোট চাকরিটা দিয়ে আমাদের সংসার চলতো বোন দুইজন কলেজে পড়ালেখা করেন। আমরা দুইভাই মাধ্যমিক স্তরে আছি। আমার মা একজন গৃহিনী। সে গত দুই বছর ধরে অদৃশ্য এক রোগে আক্রান্ত। আমার বাবার মামার আয় দিয়ে সংসার চলানোটা তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। আমাদের পারিবারিক জীবনটা তারপরও ভালোই চলছিল। কিন্তু তখনই আমাবস্যার ঘোর অন্ধকার নেমে আসলো। কোন এক -অশুভ রাত্রি এসে আমার পিতাকে নিয়ে গেল জীবনের তরে। মধ্য সাগরে ফেলে যাওয়া সংসারটাকে পাড়ে নেওয়ার একমাত্র দায়িত্ব জমা হলো আমার কাঁধে।

বাবা তোমার ইন্তেকালের দুইমাস পর মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অনেকের কাছেই সহযোগিতার আশায় গিয়েছিলাম। কিন্তু, বাবা দুঃখের বিষয় হলো, কারো কাছেই সহযোগিতা পাইনি। বাবা আমার স্বপ্ন ছিলো অনেক বড় হবো। আমার স্বপ্নটাতো মা, ভাই-বোনদের জন্যই। তখন থেকেই জীবন সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। কারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের তো স্বপ্নটা থাকে অনেক বড়। কিন্তু, বাস্তবিক ভাবে হয়ে যায় আকাশ কুসুম কল্পনার মত। বাবা যদিও তোমার মত সংসারটাকে পরিচালনা করতে পারিনি। তবুও আমি আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করেছি। আজ আমার কর্মক্ষেত্রে দিলগুলো যাচ্ছে আর আসছে। আমার ইনকামে আমার সংসারের তেমন উপকার না হলেও দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে। বাস স্টেশনে পৌঁছলাম। গাড়ি এসে গেল, মুহূর্তেই চলান্ত বাসে উঠতে গিয়ে একটি আচমকা ধাক্কা আমাকে সালাম জানায়।

স্মৃতির পাতায়

আসাদুন নূর আরাফাত

আজ সপ্তাহের শেষ দিন শুক্রবার। ভাসিটি বদ্ব, তাই ভোর পাঁচটায় উঠে ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। মোবাইলের পাওয়ার বাটন টিপ দিয়ে দেখলাম কয়টা বাজে দশটা বেজে গেল দেখি! এতক্ষণ হাজারো স্বপ্নের ভিতরে ঢুকে ছিলাম। স্বপ্নগুলো শেষ হওয়ার আগেই মা এসে ডাক দিয়েছেন। উঠি একটু ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে নিলাম। নাস্তার পরই একটি মিশনের নামলাম। পরিষ্কার-পরিষ্কার করতে হবে আমার রুমটা। কয়েক সপ্তাহ পর পরিষ্কার করি। আজকেও করতে হবে। আমার কাছে পরিষ্কার পছন্দ। অনেক ভালো লাগে। আমার রুমটা সবসময় সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করি। অভিযানে নামার আগে হ্যান্ড শ্লাভস মাস্ক পড়ে নেই। এক এক করে সব গুছাতে থাকি। খাট টেবিল চেয়ার বুকসেলফ সবকিছু। বুকসেলফটা দেখলাম খুব নোংরা। এক এক করে সকল বই ঘোঁটাতে থাকি। কত স্মৃতি যে আমারি বুকশেলফে তা বলতে পারবো না। বই সাজাতে সাজাতে একটি বইয়ের দিকে চোখ পরল আমার নাজাতের ডায়েরি। সে ২০১৭ সালে নাজাত কাননে ভর্তি হয়েছিলাম। অষ্টম শ্রেণীতে আমার দায়িত্বে ছিলেন নাঙ্গলকোটি হজুর, তারপরে গোপালগঞ্জের হজুর, নবমে এসে সুলতানি হজুর, দাখিল শ্রেণীতে একক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ফতুল্লার হজুর। দিনের পালাবদলে আলিম জামাতে উত্তীর্ণ হলাম। সেখানে আমাদের প্রাণপ্রিয় ওস্তাদ ফতুল্লার হজুর ছিলেন। হজুরকে নিয়ে না বললেই নয়, তিনি ছিলেন খুব মজার মানুষ। হাসির সময় হাসি, আর কঠোর হলে বাঘও ভয় পাবে। একদিন আমি এবং মুনতাসির হজুরের বাসায় গেলাম। হজুরের ভাই রাশেদ বলল, ভাইয়া যখন বাসায় আসে তখন খাটের এক কোনায় বসে থাকে। মানে খুব ভদ্র মানুষ। আসলেই হজুর খুব ভদ্র। ব্যক্তিত্ব রক্ষায় তিনি সোচার থাকেন।

আমাদের আলেম জামাত পুরো মাদ্রাসায় নাম করেছে। সকলেই আমাদের চিনে। কোন প্রতিভা আমাদের মাঝে নাই তা বলা মুশকিল। গান, কবিতা, দেয়ালিকা, ছন্দ, নাটক, অভিনয় সবাই আমরা পারি। তাই আমাদের ডাকনাম অনেক।

বিশেষ করে নাটকের মধ্যে আমাদের যে ব্যক্তির নামটি আসে, সে হলো জুবায়ের। যার কমেডি অসাধারণ। কোন অনুষ্ঠানের তার কমেডি থাকবে না তা ভাবাই যায় না। যে কোন অনুষ্ঠানে তার জন্য সবাই অপেক্ষা করতাম। সবাই চাই তো, ভাই আপনি একটা নাটক করুন। জুবায়ের নাটকের মধ্যেই নয় ক্লাসে ও সবাইকে মাতিয়ে রাখতো। তাছাড়া কোনো অনুষ্ঠানের সবাই শেষের দিকে চেয়ে থাকত। কেননা শেষ তো থাকে চমৎকার। আর তা হল আলিম জামাতের নাটক, এবং উপস্থাপনা।

শিল্পীর কথা নাই বললাম। অনেক শিল্পী এখানে রয়েছে। যারা মঞ্চ কাপিয়ে দেয়। তাজবীর, নূর মোহাম্মদ, ফখরুল এরা বিখ্যাত বলে পরিচিত।

এবার চিত্রাঙ্কনের কথায় আসি চিত্রাঙ্কনের কথা আসলেই হজাইফার কথা আসবেই। জামাতের সকল প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন এর ব্যোপারে তার নাম অবিস্মরণীয়। কি যে জাদু ছিল তার হাতে তা আল্লাহই ভাল জানেন। তার আরো অনেকগুণ ছিল। অবসর পেলেই বিজ্ঞান মনা হওয়া, আউটসাইড এর বই শেষ করা আরো কত কি।

ওহ! লেখক এর কথা তো বলতে ভুলেই গেছি। আমাদের জামাতের এমন একজন লেখকে আছে, যার একটি বই বের হয়েছে। জাহিদুর রহমান। তার প্রথম প্রকাশিত বই হল, মানচিত্রের দাগ। তার দ্বিতীয় বইটির প্রকাশ হতে যাচ্ছে। তার এতই পাঠক যে, তার লেখার দিকে চেয়ে আছে সবাই। সে পাঠকের জন্য এখনো লিখে যাচ্ছে।

লেখক এর কথা বলতে গিয়ে কবিদের কথা মনে পড়ে। আমাদের জামাতে মারাওক কবি হলেন, মোহাম্মদ তাহমিদ। সে পুরো মাদ্রাসার কবি। তারা যে কি সাহিত্যের বাংকার তা না পড়লে বুঝা যাবেনা। সারাদিন বসে বসে কিছু না কিছু লিখবে, হয়তো পড়বে। কেননা একজন লেখক এর লিখতে হলে দশটা বই পড়তে হয়। যখনই দেখতাম হয়তো পড়বে নয়তো লিখবে। যদিও তার ঘুমটা একটু বেশি ছিল। তার কবিতার সকলের মন কেড়ে নেয়। সাহিত্য খুবই চমৎকার। আমাদের জলসায় আগ্রহ নিয়ে কবিতা বলে শোনাও। দুঃখ বেদনা আনন্দ বিনোদন সব মিলিয়ে তার লেখার মর্ম ছিল। সব মিলো অসাধারণ সবাই তাকে কবি বলে চিনে। কেহ কেহ বক্তব্যের মাঝে তার কবিতায় কোড করত। বক্তব্যের মধ্যের কথা বললে রুম্মানের কথা মনে পড়ে। প্রতিটি বক্তব্যে স্টেজ না কাঁপিয়ে ছাড়বেন। তাছাড়াও মধ্যে কাপানো বঙ্গাদের লিস্টে যারা রয়েছে শাহাদাত, বেনিয়ামিন আরো অনেকে।

ক্লাসের মেধাবীদের কথা বলতে তো ভুলেই গেছে আমাদের ক্লাসটা মেধাবীদের ভরপুর কয়েকজনের কথা বলছি। ফয়জুল্লাহ। নামটা সবাই চেনে। শান্তিশিষ্ট ছেলে। অধিকাংশ ওস্তাদের প্রিয় ছাত্র। যখনই তার দিকে তাকাই দেখছি পড়ছে। পড়াশোনায় অতুলনীয়।

তাসনীম। সে এমন মেধাবী যে, তার সাথে টক্কর দেয়ার মত খুব কম মানুষ আছে। সে ছিল হাস্যকর একজন মানুষ। সবাইকে নতুন নতুন জোকস শোনাতো এবং মাঝে মাঝে তার কবিতার আভাস পাওয়া যেত। তার কবিতাগুলো ছিল মনকাড়া।

আরো একজন মেধাবী আছে, ছেলেটা কেমন বোঝানো যাবেনা। সেও আমার প্রিয় দেশ বান্না। যার সাথে কারো তুলনা হয় না। সে না পড়লেও সবই পারে। কখনো দেখিনি পড়াশোনা করতে। কিন্তু পরীক্ষা সবাই আগে আগে। আমারও দুই দেশির মধ্যে দুজনই খুব মেধাবী ও চালাক ছিল। তাদের সাথে কারো তুলনা করা যায় না। আমরা একসাথে চলতাম খেলতাম এবং সময় কাটাতাম। এমন কোন খেলা নেই যে আমরা বাদ দিয়েছি। অনলাইন অফলাইন সব। অনলাইনের একটা কথা বলি এক বন্ধে আমরা অনলাইনে ক্রিকেট খেলার আয়োজন করি। সবাই খেলাটা উপভোগ করে। আমাদের আলিফ ও বা জামাতের মাঝে খেলা হয়। অফলাইনে কথা বললে একটা ক্রিকেট টিম গঠন করেছিলাম। সেখানে তিনটি দল ছিল ঢাকা-কুমিল্লা আর চিটাং। খেলা জিনিসটা আমার সবচেয়ে প্রিয়। বাড়িতে খেলায় ব্যস্ত থাকি মাদ্রাসাতে ও একি স্মৃতিগুলো ভুলে থাকার মত না। এরইমধ্যে জুমার আযান দিয়ে দেয়। ডাইরিটা সুন্দর করে মুছে সেই আগের জায়গায় রেখে দিলাম। গোসল করে এসে পাঞ্জাবী পড়ে চলে গেলাম মসজিদে। নামাজ শেষে যখন ইমাম সাহেব মোনাজাত করল তখন আমার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে গেল। চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলাম না। সবার জন্য দোয়া করলাম, যাতে সকলের স্বপ্নগুলো আল্লাহতালা পূরণ করেন।। যেন সকলের স্বস্থান থেকে সুখী হতে পারে। মোনাজাত শেষ করে ভাবলাম এমন বন্ধুদের হারালাম যাদেরকে ভোলা অসম্ভব। বন্ধু! আমার জন্য দোয়া করিস। যেন আল্লাহ আমার মেক কামনা গুলো পূরণ করেন।

দারুণনাজাত জয়ের গল্প

ওমর ফারুক

সবাই জীবনে কোন না কোন স্বপ্ন বুকে লালন করে। আমার জীবনের প্রাথমিক একটি স্বপ্ন পূরণের কথা আপনাদের কাছে শেয়ার করব।

তখন অষ্টম শ্রেণীতে। কোন এক কারণে জানতে পারি দারুণনাজাত সম্পর্কে। তখন থেকে একটু একটু স্বপ্ন দেখি দারুণনাজাতে অধ্যায়নের অষ্টম পাশের পর এতটা সাহসী হতে পারিনি যে আরুৰ আমুকে বলব দারুণনাজাতে পড়তে চাই আর দারুণনাজাতের দুরত্ব ২২৭ কিঃ মিঃ চট্টগ্রাম থেকে। হেফজ খানায় থাকাকালীন পরিবার থেকে কিছু সময় দূরে ছিলাম, তাও আবার বেশি দূরত্বের না। তাহলে কি ভাবে আমাকে এতদূর পাড়াবে! অনেকেই তো ইলম তলবের জন্য বিদেশে উড়াল দেয়, তাহলে আমার এত কিসের সমস্যা? সমস্যা এই জায়গায়, তা হলো আমি পরিবারের এক ও একমাত্র বড় ছেলে। বাবা অনেকটা একাকী এবং হেল্প লেস একজন মানুষ। মানে তার ব্যবসা বানিজ্য দেখা শোনার আর কেউ নেই, সাথে তার বয়সটাও যে বসে নেই। বয়সের সাথে শারীরিক সমস্যা ইত্যাদি বাড়তে থাকে। এসব চিন্তা করে তখন আর বলার সুযোগ হয়নি। দশমে এসে নিজের স্বপ্নকে আরো গভীরে ভাবে দেখতে থাকি। দশমের পরে আমাকে অবশ্য দারুণনাজাত যেতে হবে যেই করেই হোক।

দশমের মাঝামাঝি সময়ে প্রিয় ইংরেজি এবং আরবি প্রভাষক রেজাউল করিম স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ি। ওনার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে পড়ার সুবাধে নানান সময় নানাদিক বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ হতো আর নিজে অনুপ্রাণিত হতাম। প্রাই সময় তিনি আমাকে একটা প্রশ্ন করতেন দশমের পর কি চিন্তা আছে? অবশ্য ওনি আমাকে অনেক সময় বিভিন্ন মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার কথা বলেছেন। চট্টগ্রামে যদি ভর্তি হই জামিয়া আহমদিয়াতে। এটিও বাংলাদেশ প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসা। আর ঢাকাতে হলে দারুণনাজাতে ভর্তির কথা বলেছেন। আমার সন্তানের সাথে ওনার কথার সাথে ত মিলেই গেল। তাহলে এবার আর ভয় কিসের? বলে দিলাম দারুণনাজাতে পড়ার কথা। তিনি তখন আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিলেন এবং তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তখন দারুণনাজাতে অধ্যায়নের ইচ্ছে আরো বেড়ে গেল। রাতে ঘুমাতে গেলে ইচ্ছার সাথে কিছু ভয় কাজ করত, তাহলো পরিবার কি দিবে আমায় এতদূর যেতে? সব দিকে হিসাব মিলালে উওর আসে না, আর না। তখন হতাশা আর চাপ অনেকটা বেড়ে যায়। আমি আবার মধ্যম ঘরের সন্তান। তাই আমার হিসেবটাও অনেক কঠিন। তাহলে দারুণনাজাতে আসার স্বপ্ন দেখা কি শুধুই স্বপ্ন? স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে না? আমিত মনকে বলেই দিয়েছিলাম দারুণনাজাতে আসবোই আসব। তাই বসে না থেকে কিছু করার চিন্তা করি। মনে ভাবি পরিবার যদি যেতে না দেয় নিজেই চলে যাব। পরিবার যদি সাহায্য না করে তাহলে নিজেই কিছু একটা করব। তাই আগে থেকে কিছু টাকা হাতে রাখার চিন্তা করি। যা দিয়ে দারুণনাজাতে ভর্তি এবং ২/৩ মাস চলা যাবে। এর মধ্যে আল্লাহ কিছু একটা মিলিয়ে দিবেন। দুই তিনটা টিউশন ধরি ফাইনাল

পরিষ্কা আগ পর্যন্ত করি। তারপর পরিষ্কার জন্য বন্ধ করে দেই। আর এ-সময়টা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল, কোচিং প্রাইভেট পড়ানো আবার নিজের প্রাইভেট পড়া, রাতে বাসায় আসলে পড়ার ইচ্ছে আর আসত না। যাইহোক পরিষ্কা শেষ করি। আমার স্বপ্নে পৌঁছানোর লড়াইয়ে আবারো নেমে পরি। পরিবারকে আজো বলা হয়নি স্বপ্নের কথা। মাঝে মধ্যে বাসায় কেউ আসলে তারা জিগ্যেস করত কোথায় পড়ব? কি চিন্তা! এসব কিছু। তাদের কে হালকা হিন্টস্ দিতাম, তারা আমুকে গিয়ে বলত ফলাফল তেমন পজিটিভ আসত না। চলতে চলতে রেজাল্ট দিল প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময়ও কাছাকাছি চলে আসল। পরিবার থেকে এখনো শিউর হতে পারিনি তারা অনুমতি দিবে কিনা? এর মধ্যে কিছু কিছু রাগ অভিমানও হয়েছিল তারা আমাকে যেতে দিতে অনিচ্ছুক তাই। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় সন্নিকটে। মরার উপর ঘা, শৈশব থেকে ১০ম যেখান থেকে আমার বেড়ে উঠা, শিক্ষা জগতের শুরু থেকে যেখানে আমি, এত সহজে তাদের ছেড়ে যায় কি ভাবে? চিরচেনা আপন প্রতিষ্ঠান কি আমাকে খুব সহজে বিদায় দিবে? না দেওয়াটাই স্বাভাবিক। পড়াশোনায় মোটামুটি ছিলাম, তবে আলহামদুলিল্লাহ সকল শিক্ষকগণ মেহ করতেন। তার মধ্যে অধ্যক্ষ মহোদয়ও ছিলেন। দারুণনাজাতে আসার কথা ওনাকে গিয়ে বলি। ওনি আমাকে এক কথায় না উওর দিলেন, কারণ ত আগেই বলেছি। অনেক কষ্টের সাথে ভজুরকে রাজি করি। দারুণনাজাতে প্রথম চয়েজ দেই। তারপর তো.....

মনের কোঠরে দারুণাজাত

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আনাস

এই দুনিয়াটা ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবই অস্থায়ী। কিন্তু দুনিয়াতে থাকাকালীন, সময়ের তালে বিভিন্ন স্মৃতিময় মুহূর্ত ভেসে আসে। যা ইতিহাসের পাতায় স্থান দেয়ার মতো, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনেক সময় পার হয়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে ভাব বিনিময় হয়। প্রাথমিক জীবনে, মাধ্যমিক জীবনে, শেষ জীবনে সময়ের খেলা দেখা যায়। সবার জীবনে যেমন স্মৃতি থাকে তেমনি আমার জীবনে রয়েছে কিছু স্মৃতি। জন্মের পর মা বাবার স্বপ্ন ছেলেকে বড় একটি মাদ্রাসায় পড়াবেন, সেই স্বপ্নের পথ ধরেই আজ উপনীত হলাম এই নাজাত কাননে। চারিদিক থেকে ভেসে আসে দারুণনাজাত মাদ্রাসার নাম। তাই সবকিছু দিয়ে অন্তরে গোথে নিলাম দারুণনাজাত নামখানা। জীবনের সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক করলাম দারুণনাজাত কে নিয়ে। দাখিল পরীক্ষার পর আমার মাথার তাজ ওস্তাদ মশিউর রহমান হুজুর কে নিয়ে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ স্বপ্নের দারুণনাজাতে ভর্তি হওয়ার জন্য আসি। মাদ্রাসার আশেপাশে ঘুরে দেখি। যতক্ষণ অবস্থান করি মনের মধ্যে সেই উত্তল বাতাস টেউ খেলতে থাকে, কখন দরসে বসতে পারবো। এমন অবস্থান সৃষ্টি হয় যে আমি কি এমন মাদ্রাসার পড়ার দরসে বসার সেই যোগ্যতা রাখি? কেমন হবে আমার সহপাঠিয়া? কেমন হবে ওস্তাদগন? কিভাবে তাদের সাথে কথা বলা যাবে, হাজারো ভাবনা বয়ে যায় অন্তরে। প্রথমে আসার পর সাক্ষাৎ করি মাদ্রাসার প্রিসিপাল হুজুরের সাথে। ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় নাই তিনি যে এত বড় পদের অধিকারী। মুখ খানার দিকে তাকিয়ে মনের সকল হতাশা যেন দূর হতে লাগল। কি এমন অনুভূতি সৃষ্টি হল যে আমার ভিতর। স্বার্থহীন আমলদার আল্লাহর মকবুল বান্দার মুখ পানে তাকালে বোৰা যায় অবস্থান যত দীর্ঘ হয় প্রশান্তি ততই বাড়তে থাকে। যাইহোক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলো পরবর্তীতে সময় জানিয়ে দিবে, কবে ক্লাস শুরু হবে। তাই ওস্তাদ আদেশ করল চলে যাওয়ার জন্য। এ কথা শুনেই ভিতর থেকে যেন অজানায় বলে উঠল ‘আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করি’। কিন্তু বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হতে হল। যেতে যেতে হাজারো স্বপ্ন যেন লুকোচুরি খেলতে থাকে। সে বাড়ির আসার পর মাথায় একটাই চিন্তা ঘূরপাক করে কখন আবার যাবো স্বপ্নের নাজাত কাননে। হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম বিষয়টি নিয়ে। বেশ কিছুদিন পর সংবাদ হল পহেলা অক্টোবর মাদ্রাসা খোলা। এই তারিখে সকল ছাত্রদের মাদ্রাসায় অবস্থান করার জন্য আদেশ জারি করল কর্তৃপক্ষ। শর্ত একটি, করোনা মহামারীর জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। বিলম্ব না করে পহেলা অক্টোবর বাড়ি থেকে ভোর বেলায় রওনা হয় মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আস্মুর মুখ খানার দিকে তাকিয়ে বললাম: আস্মু, মাদ্রাসায় যাইতেছি দোয়া করবেন। তাকিয়ে বলল যাও আমাদের যে আশা তোমাকে ঘিরে তা পূরণ করিও। এ প্রত্যাশা নিয়ে দারুণাজাত প্রাঙ্গণে আসি। মাদ্রাসায় আসার পর প্রথম দেখা হয় ফতুল্লা হুজুরের সাথে। নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে ভয় পেয়ে যাই, কিনা কি যে বলি! তাই যতটুকু সম্ভব হয়েছে ভালভাবে উপস্থাপন করি। জীবনের লক্ষ্যে পৌছানোর উদ্দেশ্যে আমি সেই পথে একজন ছাত্র

যে কার্যক্রম তা শুরু করি। আর আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোতে থাকি। চারিদিকে সব নতুন মুখের পরিচয় হলো। নতুন ক্লাস প্রথমে ওস্তাদগন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, নিজেকে নিয়ে ভাবার জন্য এবং ভবিষ্যৎ কি হবে কি করবে জীবনে তা নিয়ে প্রথম উপদেশ দিতে থাকেন। শিক্ষকদের সেই মুখনিঃসৃত বাণী গুলো আর বিশেষ করে আমাদের নাজেম ফতুল্লাহ হজুরের কিছুদিন পরপর সবাইকে নিয়ে দরসে বসেন। তিনি যে কথাগুলো বলেন জীবনের বাঁকে বাঁকে সেই কথাগুলো আলো হয়ে অন্ধকারের মাঝে আলোর প্রদীপ হিসেবে কাজ করবে, সীমানার গাঁওর বাইরে চলে আসি তখন। যিনি আমাদের ক্লাস টিচার হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আমাদের ঘূর্মন্ত হৃদয় গুলোকে জাগিয়ে সতেজ করেন, তিনি মশিউর রহমান আজহারী হজুর। যেন ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্য প্রতিনিয়ত কথা বলে যান। আমার স্মৃতিপটে আর একজনের কথা অন্যায়ে চলে আসে, যাকে আমি সহ মাদ্রাসার সকল ছাত্র আইকন হিসেবে গ্রহণ করি। তার নাম ‘ভোলার হজুর’ মাওলানা আবু আবুল ফুতুহ। প্রথমে ক্লাসে এসে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন পড়াটা হয়েছে? তারপর আসবে পড়া নিবে আবার মাঝে মাঝে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন, বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন আমাদের সম্মুখে। যা আমার লক্ষ্যের দিকে অগ্রগামী হতে অনেক সহায়তা করে। মাদ্রাসার সকল ছাত্র পড়াশোনা ও দৈনন্দিন কাজে আগ্রহী হওয়ার আরেকটি মাধ্যম দারুণনাজাত মসজিদে পাবনা হজুরের সান্তাহিক জুমার বয়ান। যা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং উৎসাহিত করেছে। জীবন এর সফলতা বয়ে আনার ও মনের আগুন কে আরো তীব্র করার জন্য কখনো ছাত্র ভাইদের কাছে, কখনো ওস্তাদের কাছে, কখনো আসাতিয়ায়ে কেরামদের কাছে থেকে মুখো নিশ্চিত বাণী গুলো গ্রহন করতে লাগলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বাণীতে তিনি বলেছেন ‘মানুষ বুড়ো হয়ে গেলেও তার দুইটি বিষয়ে বুড়ো হয় না। প্রথমত ধনসম্পত্তি উপার্জন এর লোভ এবং জীবনের আশা’। সেই প্রত্যাশায় আল্লাহর মহান দরবারে আর্জি পেশ করি, আমাকে এবং আমার ছাত্র ভাই সবাইকে লক্ষ্যের মাইলফলকে পৌঁছানোর সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। এবং আপনার রহমতের ভাভার থেকে আমাদের উপর রহমত বর্ণ করুন। আমিন

স্বপ্ন

আব্দুর রহমান

২০১৭ সালের মার্চ মাসে আমাদের পাগড়ী বিতরণী অনুষ্ঠান এবং ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল ছিল। সিলেট উপশহরে একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা বি-ব্লক মাদ্রাসা। আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমি সেখানে হাফেজ হব। ২০১৪ সালের শেষদিকে ভর্তি হবার জন্য সেখানে চাই। অবশেষে ভর্তি হয়ে গেলাম। তারপর লক্ষ্যপানে ছুটতে নতুন উদ্যোগে হেপজ করা শুরু করলাম কালামুল্লাহ শরীফ। দিনগুলো ভালোই চলছিল। অপেক্ষায় ছিলাম কখন আমার কুরান-হিফজ হবে। ২০১৬ সালে আমাদের হিফজ শেষ হলো। পাগড়ী বিতরণ অনুষ্ঠান রাতে কখন শুরু হবে সেটা দেখার অপেক্ষায় রইলাম। এর পূর্বে ভাবতাম কবে যে মাথায় পাগরি পরব সময় এসে গেল। আমি কি খুশি আমার থেকে আমার বাবা-মা অনেক খুশি। আমাদের মাদ্রাসার একটা রেওয়াজ হলো যারা হাফেজ হয়েছে তাদের সারাদিনব্যাপী কোরআন মুখস্থ শোনান। শোনানোর পরেই পাগড়ী এবং সনদ বিতরণ করা হবে। আমি পুরো কোরআন শরীফ শোনালাম। আমার সাথে আরও সাতজন। মাহফিলের দিন আমাদের পাগড়ী দেওয়া হবে। পাগড়ী পড়াবেন ফুলতলী সাহেব কেবলার সপ্তম শাহজাদা। আল্লামা হুসাম উদ্দিন হজুর। মাহফিলের প্রধান বক্তা হিসেবে রয়েছেন বদরুজ্জামান রিয়াদ হজুর। আমি আমার বাসায় ফোন করলাম। আবুরকে বললাম আবুর আমি পাগড়ী পাব এবং একসাথে সনদ পাব। বাবা বললেন এই দিনের অপেক্ষায় আমি রয়েছিলাম। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া যে তুমি হাফেজ হয়েছে। মাহফিলে দিন বাবা এবং চাচা হাসলেন এবং তাদের নিয়ে অফিসে চলে গেলাম। হজুরের সাথে তারা কথা বলছিলেন। আমার মনে যে কি খুশি দোল খেলছে তা আমি জানি। এছাড়া আমাদের জামাতে পাগড়ি বিতরণ করা হবে। কিন্তু মন খারাপের বিষয় হল আমাদের প্রধান হজুর আসবেন না। আসলে তিনি একটি কাজে ব্যস্ত থাকবেন। একটা বিচারের সালিশে তাকে যেতেই হবে।

হজুর ওনার পরিবর্তে আব্দুল মুনাইম হজুর কে পাঠালেন। মাহফিলে ঘোষণা হয়ে গেল বড় হজুর আসবেন না। আমার আশা ছিল সাহেবজাদার হাতে পাগড়ী পরিধান করবে। কিন্তু তা আর হলো না। মনকে বোবালাম তারপরও তো আমি হাফিজ হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এশার নামাজের পর পাগড়ি পড়ানো শুরু হল। আমার চাচা ভিডিও করতে লাগলো। উনাদের খুশি ধরে কি। দেখলাম আপুর চোখ দিয়ে খুশির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। মনের চোখ দিয়ে খুশির অশ্রু বেরিয়ে আসছে। আমার চোখে পানি চলে আসলো। আবুরকে জড়িয়ে ধরে কদমবুচি করলাম। হজুরের কদমবুচি নিলাম। অবশেষে সবাই মিলে একসাথে সেলফি তুললাম। অনেক খুশির মধ্য দিয়ে দিনটি কেটেছিল। আজও স্মরণ করি এ দিনটি। তখন মনের মাঝে খুশির জোয়ার বয়ে যায়।

ভালো কিছু

আব্দুল কাদির শাহিন

ভালো কিছু করার , ভালো কিছু পাওয়ার মতো স্বপ্নহীন লোক পৃথিবীতে কমই আছে । প্রতিটি মানুষ তার স্বপ্ন নিয়ে জন্ম নেয় । স্বপ্ন নিয়ে সামনে বাড়ে । আমারও তার ব্যতিক্রম নয় । সবেমাত্র দাখিল পরীক্ষা দিয়ে বের হলাম । মাথায় টেনশন চেপে বসে । এখন কি করি, সামনের পথ চলায় কিভাবে পড়াশোনা করব, কিভাবে জীবনকে গড়বো? কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হব? সবকিছু মাথায় ঘূরপাক খাচ্ছে । ক্লাসের তৃতীয় বয় হলাম আমি সকল কিছুর টেনশন মাথায় আসছে । ঢাকার কোন নামিদামি বড় মাদ্রাসার ভর্তি হতে কি পারব? হতাশা কাজ করছে । শুরু হয়ে গেল covi d-19 । বিশ্বে করোনা ভাইরাস এর প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে আছে । ভাবলাম আমি যে ছাত্র, মনে হয় না, বাংলাদেশের কোন বিখ্যাত মাদ্রাসায় ভর্তি হতে পারবো । যাইহোক ফলাফলের প্রহর গুনতে গুনতে একসময় ফলাফল এল । মোটামুটি ভালো ফলাফল হল । আশঙ্কায় ছিলাম যে, ঢাকায় কোথায় ভর্তি হতে পারব কি না! আমি তো ভেবে নিয়েছি, আমি সিলেট জেলার স্বনামধন্য সৎপুর কামিল মাদ্রাসা ভর্তি হব । হঠাৎ আমার এক বন্ধু আমাকে কল দিল বলল তুই কি ঢাকা দারুণাজাতে ভর্তি হবি । বললাম তুই কি আমার সাথে মজা করছিস । সে বলে আরে না, একবার ট্রাই করে দেখনা । যেমন কথা তেমন কাজ । ট্রাই করে ফেলি । আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন । আমি দারুণাজাতের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম তাখসীসিতে আছি । আমার কখনো ভাবনাই ছিলনা আল্লাহ আমাকে এখানে কবুল করবেন । এখানের পরিবেশ টা খুবই চমৎকার ।

পড়াশোনা চালচলন সবই নতুনত্ব । শিক্ষা অনুসন্ধানী ছাত্রদের জন্য এর মহত্ব অনেক । এটা আমাকে ভাবিয়ে তোলে । দুই বছর হয়ে গেল ,আল্লাহর কাছে একটাই প্রার্থনা হে আল্লাহ তুমি আমার লক্ষ্য অনুসারে এগোবার তৌফিক দাও ।

দাদার ইচ্ছা

মোঃজাহিদ হাসান

দাদার আশা ছিল আমাকে মাদ্রাসায় পড়াবে। তাই আমার বাবা-মা আমাকে ছোটবেলায় মাদ্রাসা পড়তে দিয়েছিলেন। যখন আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি তখন বাবা-মার সিদ্ধান্ত হলো বাড়ির বাহিরে পড়াশোনা করানো। তাই বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় ভর্তি হবে। আমার ইচ্ছা ছিল ছারছীনা আলিয়া অথবা এন এস কামিল মাদ্রাসা। শত বিবেচনা করে আম্যু ২০১৬ সালে আমার মামার সাথে কথা বলে। মামা ঢাকার একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা প্রস্তাব দিলেন। মাদ্রাসা টি হল দারুলহাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা। একদিন মাদ্রাসায় এসে ভর্তি পরীক্ষা দিই এবং মাদ্রাসা ঘুরে দেখি। ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করলাম এবং কার্যক্রম শুরু করে দিলাম। পরিচয় হল ফরিদগঞ্জ হজুরের সাথে। আমার সাথে ছিল আমার মামা এবং নানা। নানাভাই হজুরের সাথে অনেকক্ষণ কথা বললেন। তিনি তাখসীসি শাখার প্রস্তাব দিলেন। এখানে ভালো আলেম গড়ার কারিগর। অনেক ভেবেচিস্তে রাজি হলাম না। তারপরে ভর্তি হয়ে গেলাম ভালো কিছু করার জন্য। ২০১৭ সালে অষ্টম শ্রেণীতে ভালো একটি ফলাফল আসে। কলরব ২০১৮ সালের ভালো একটি ফলাফল আছে তখন আমি দাখিল ক্লাসের ছাত্র। ২০২০ সালে শুরু হল আলিম শ্রেণীর ভর্তি। দাদার আশা রাখতে আবারও ভর্তি হলাম। চেয়েছিলাম মূল শাখা ভর্তি হতে, কিন্তু তা হলোনা। ফতুল্লার হজুর আবার আমাদের সাথে আছেন। বিষয়টা আমার কাছে ভালো লাগলো। এভাবে দুইটি বছর পার হয়ে গেল। সামনে আলিম পরীক্ষা। জীবনে ভালো কিছু করতে পারি সেই প্রত্যাশাই রাখি। সকলের কাছে দোয়া চাই ইহকালীন এবং পরকালীন জীবনে সফল যেন হতে পারি।

তীরে এসে তুরে ডুবা

মাহমুদুল ইসলাম

দীর্ঘ দিন ধরে হৃদয়ে একটি আশা লালন করে আসছি; আমি কঞ্চিত্তে সফরে যাবো। ভাবতাম আধো কি আমার আশা পূরণ হবে। দেখতে দেখতে কয়েক টা বছর কেটে গেল।

একদিন আমি আমার রুমে পড়ছি। তখন আমার ক্লাসের এক ছাত্র ভাই এসে বলল-‘মাহমুদ, পাশের রুমে যাও, হজুর বসতে বলেছেন। আমি দ্রুত সেখানে গেলাম। দেখি সবাই বসে বসে কি বিষয়ে যেন গুন গুন করছে। সবার মনে একটাই প্রশ্ন হঠাতে কেন হজুর সবাই কে বসতে বললেন। সবার মনেই যেন ভাবনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আমিও ভাবছি, কি হতে পারে সেই কারণ! তখনই হঠাতে হজুর আসলেন। সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল। হজুর বললেন-‘আসলে এই দুই বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। তোমরা সবাই চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী ছিলে। তোমরা কোথাও যেতে চাইলে ও যেতে পারনি। তাই ভাবলাম তোমাদের সবাই কে নিয়ে এক সাথে একটা সফরে যেতে চাই। হজুরের কথাটি শুনে আমার কাছে জীবনের সব চেয়ে সুখের দিন মনে হচ্ছে। এই মনে হচ্ছে আজ বুঝি আমার সেই আশা টা পুরুন হবে। হঠাতে তখন কল্পনার মধ্যে চলে গেলাম মনে হচ্ছে আমি কঞ্চিত্তে সমুদ্র সৈকতের সেই চেউ এর মধ্যে হাবু ডুবু থাছি। কি অপূর্ব এক দৃশ্য। কত রকমের পাথর। মনে হচ্ছে আমি ঘোড়ার মধ্যে চড়েছি আর কঞ্চিত্তে দৃশ্যটা অনুভব করছি। সকালের কি অপূর্ব দৃশ্য সূর্যটা যেন সাগরের তল দেশ থেকে টুপ করে বেড়িয়ে এসেছে। সবাই মিলে অনেক রকমের খেলা খেলছি। অনেক সুন্দর একটা মুহূর্ত পার করছি সেই কল্পনার জগতেই হয়ত আমি আছি। এক বন্ধু এসে বলল কিরে কি ভাবছিস? আমি কল্পনা থেকে ফিরে এসে বললাম বন্ধু ভাবছি সবাই মিলে সফরে কি যে আনন্দ হবে! আচ্ছা বন্ধু তুই কি সফরে যাবি? আমি তো যাচ্ছি বোধ হয়, তখন ও বলল নারে বন্ধু আমার সফরে যাওয়া হবে না। এই ভাবে এক দুই দিন চলে গেল, আমার কাছে এক একটা মিনিট যেন স্বপ্নের জায়গায় দিনের মত যাচ্ছে। আজ দ্বিতীয় দিন হজুর থেকে খবর আসল যারা সফরে যাবে তারা যেন যেন নাম লেখিয়ে নেয়। তখন আমি বাড়িতে কল দিলাম, আম্মু আমার কল ধরল আম্মুর সাথে কথা বলার মাঝখানে আম্মু কে সফরের কথা টা বললাম আম্মু বলল আচ্ছা তোর বাবার সাথে কথা বলে জিজ্ঞেস করে তোকে জানাচ্ছি বলেই কল কেঁটেদিল। আমি শুধু অপেক্ষায় আছি কখন আম্মু কল দিবে, কখন আমাকে বলবে-‘বাবা, তোর আবুর যেতে বলেছে। সাবধানে যাস। তখনই হঠাতে মোবাইলে কল বেজে উঠল। আম্মু কল দিছে। “ দেখতে দেরি হল কিন্তু ধরতে দেরি হল না।

এক নিমিষে ভেঙ্গে চুর হয়ে গেল।

মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দেখি আম্মুর সাথে কথা বলার পর হাত থেকে মোবাইল টা পরে গেল। আমি দাঁড়ানো থেকে হঠাতে বসে পড়লাম তখন মনে হচ্ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের দিন আজ। মনে হচ্ছে আসমান টা যেন দুই ভাগ ভাগ হয়ে গেছে। কষ্টে যেন বুকটা ফেটে যাচ্ছে। আমার সব স্বপ্ন সব আশা আমার ভিতরের কষ্ট টা কাউকে দেখাতে পারব না। সবার সাথে হাসি মুখে কথা বললেও মনের ভিতরের কষ্ট টা কাউকে বুঝতে দেই নি। মন কে এই ভেবে শান্তনা দিচ্ছি যে, থাক, এবার না হয় নাইবা গেলাম। পরে কোন সময় যদি নসিবে থাকে তখন না হয় যাওয়া যাবে।

"স্মৃতিময় কিছু আলাপ"

সামিউজ্জামান সামিন

*** আমি আলিম পর্যায়ে পড়াশুনা করা কালীন যেই সকল সহপাঠীদের কাছ থেকে আমি অসম্ভব উপকৃত হয়েছি তাদের মাঝে মাহাদি ভাই অন্যতম। তাই উনার সাথে আমার পরিচয় হওয়ার ১ম পর্বের কথোপকথন এখানে তুলে ধরে তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। তবে আগে থেকে বলে রাখি, অন্যান্য ছাত্রদের সাথে মাহাদি ভাইয়ের ১ম আলোচনায় যে বিষয় থাকে যেমন "মাশাক্তাত" "কোরিনা" ইত্যাদি আরবি শব্দ আমার সাথে ১ম আলোচনায় তা ছিল না। যেই দিন আমার সাথে মাহাদি ভাইয়ের প্রথম আলাপ হয়ে ছিল, সেই দিন ফতুল্লাহর হজুর "শাখা-আলিফ" এবং "শাখা-বাতে" ছাত্রদের বক্টন করে দিচ্ছিলেন এবং ক্লাসের সালারও নির্ধারণ করছিলেন। এবং মাহাদি ভাই আমার পাশে বসা ছিলেন। তখন আমার এবং তার মাঝে যা আলোচনা হয়েছিল তা ছিল এমন.....

মাহাদি ভাই:(পাশ থেকে) কেমন আছেন ?

আমি : আলহামদুলিল্লাহ,

ভালো। আপনি ?

মাহাদি ভাই: আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আমরা ২ জন তো একি শাখাতে পড়লাম। তাই না ???

আমি:(খুব গান্ধীর্যতার সাথে) হ্ম.... আল্লাহ তায়ালা তাকদিরে যা লিখে রেখেছেন তাই ঘটেছে।

মাহাদি ভাই:(আমার এমন ধর্মের প্রতি অঙ্ক ভক্তি দেখে, জিজ্ঞাসু নেত্রে বলল)

আচ্ছা ভাই, আমি না আপনার ভাব, দর্শন, মতাদর্শ বা রূপ বুঝতে পারিনা।

এই প্রশ্নটি করার কারণ ছিল, আমি ধর্মীয় কিছু বিষয়ের বিপক্ষে ছাত্রদের মাঝে চরম যুক্তি দাঁড় করিয়ে আলোচনা জড়িয়ে দিতাম। তাই তিনি এখন আমার এই ধর্মের প্রতি অঙ্কের ন্যায় বিশ্বাস দেখে ঘাবড়ে গিয়েছেন।

আমি: কিভাবে বুঝবেন বলেন... এটা তো সহজ কাজ না। (কিছুটা মঞ্জরা করে) কারণ, আমার তো ৪০ টা চেহারা আছে। একেক সময় একেক জনের সাথে একেক চেহারায় আসি।

মাহাদিভাই: হ্ম...Interesting (কিছুটা কৌতুহলি হয়ে) তো কার সাথে কোন চেহারায় এসে দেখা

দেন ????

আমি: যার সাথে যেই চেহারায় আসার প্রয়োজন হয়। তার সাথে সেই চেহারায় এসে দেখা দেই। সেই তখন থেকে মাহাদি ভাইয়ের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক হয়ে যায়। তারপর থেকে তিনি আমাকে ইংরেজি ভাষা চর্চা থেকে শুরু করে Debate- এ অংশগ্রহণ করা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু সবচাইতে মজার ব্যাপার হলো, তিনি আজ ২ বছর পরেও এখনও আমাকে জিজ্ঞেস করেন,

" ভাই আপনার ১টা চেহারা তো দেখলাম আর বাকি ৩৯ টা চেহারা তো এখনো দেখলাম না ? "

*** একদিন সন্ধ্যাবেলা, মাগরিবের নামাজ ও অন্যান্য আমল শেষ করার পর পড়তে বসার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। তো সেই প্রস্তুতির অংশ স্বরূপ পড়তে বসার আগে ১ মগ পানি খাওয়ার জন্য গোসল খানার দিকে যাচ্ছিলাম। সেখানে গিয়ে ১ মগ পানি ডগ্ ডগ্ করে পান করে আবার ফিরে আসার সময় ১ মগ পানি সাথে করে নিয়েও আসছিলাম। যাতে করে পড়ার সময় ক্লান্ত হয়ে গেলে পুনরায় পড়ার গতি ফিরিয়ে আনতে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু তখনই ঘটলো এক অদ্ভুত ঘটনা। যা আমাকে যতটা না বিরুত করেছিল তার চাইতেও বেশি অবাক করে দিয়েছিল। আলামিন ভাই আমার সামনে এসে পথ আগলে দাড়াল। এবং তখন তিনি যা বললেন তা ছিল এমন.....

আলামিন ভাই: ভাই, কই যান ??

আমি: এইতো ... পানি টা নিয়ে পড়তে বসতে যাচ্ছি।

আলামিন ভাই: পানির মগটা একটু আমাকে দেন তো...

আমি:(কিছুটা বিরুত বোধ করে) নেন...।

এরপর আল আমিন ভাই যা ঘটালো তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি সাথে সাথে পানিটা নিয়ে টুপি পরিহিত অবস্থায় মাথার উপর টেলে ফেললেন।

এবং বললঃ"ভাই আপনার ব্যবহৃত মগের পানি আমার মাথায় লাগলে আমি ধন্য হয়ে যাবো, তাই মাথায় টেলেছি।

এই ঘটনা আলামিন ভাই সেইদিন কেন ঘটিয়ে ছিল সেটা আমি জানিনা। তবে এই ঘটনা আমি কোনদিনও ভুলবোনা। আর ভুলে যাবোই বা কি করে যখন এই "স্মৃতি- স্মারকে" ঘটনাটা লিখে, সাক্ষী রেখে যাচ্ছি অসংখ্য পাঠককে।

*** মুস্তাফিজ ভাইকে আমার অনেক ভালো লাগতো এবং এখনো লাগে। এই ভালো লাগার পেছনের কারণগুলো হলো তার সাধারণ জ্ঞানের অংশ পানিত্ব ও পড়াশুনার প্রতি অসম্ভব প্রচেষ্টা। মানে তাকে দেখলে আমার বার বার সেই প্রবাদের কথা খেয়াল আসে.....

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

ইংরেজিতে বলতে গেলে...

"Do or die"

যাইহোক, ওনার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা নিচে তুলে ধরছি.....

[বিকেল বেলা]

মুস্তাফিজ ভাই: (নম্রতার সাথে আমার পড়ার টেবিলের সামনে দাঢ়িয়ে) ভাই, একটু সময় হবে ?

আমি: (অধীর উচ্চাসের সাথে) হ্যাঁ... হবে। Please.....বসুন।

মুস্তাফিজ ভাইঃ আপনারা নাকি ডিবেটের আয়োজন করছেন ??

আমি: হ্যাঁ!!! (খুব অবাক হয়ে)

আপনি যেভাবে জিঞ্জেস করছেন মনে হয় কিছুই জানেন না। অথচ আপনাকে ডিবেটে নেয়ার জন্য

আমি "বা-শাখার" ছাত্রদের অনুরোধ করে এসেছি। ওরা কিছু জানায়নি আপনাকে ???

মুস্তাফিজ ভাই: ডিবেট হবে এটা জানি। তবে আমাকে নেয়া বা না নেয়ার বিষয়ে তো ওরা কিছু বলেনি।

আমি: (খুব হতাশার সাথে) কি বলেন ? আমি তো ১ সপ্তাহ আগেই আপনার কথা বলে রেখেছি। আর সবচাইতে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, আজ রাতেই ডিবেট শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি তো কিছুই জানেন না। জানেন ?

মুস্তাজিজ ভাই: না.....

তখন আমি নিজে গিয়ে মুস্তাফিজ ভাইয়ের ডিবেটে অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে আসি। এরপর রাতে আমরা একে অপরের ডিবেটে মুখোমুখি হই। এবং সেই ডিবেটে আমরা আলিফ শাখা পরাজিত হয়েছিলাম। তবে সেটা আমার কাছে কোন আশ্চার্যের বিষয় ছিল না। আমার কাছে আশ্চার্যের বিষয় ছিল সেই ডিবেটে শুধু এক বেলার প্রস্তুতি নিয়ে এই মুস্তাফিজ ভাই-ই হয়ে গিয়েছিল "সেরা ডিবেটের"।

*** যাইহোক, আমার জন্য আলিম শিক্ষাবর্ষটা ছিলো খুবই একঘেয়ামি ও রসহীন কয়েক দিন্তা বই-খাতায় চাপা পড়া। সব সময়ই বই নিয়ে বসে থাকা হতো। কারো সাথে তেমন মেলা-মেশা বা কথা বলা হতো না। তবে পাঠক, আমি সত্যি বলছি, যাদের সাথেই আমার যতটুকু কথা বলা হয়েছে, সকল আলাপন আমার মনে পাথরে খোদাই করার মতো গেঁথে আছে। এখানে আমি শুধু তার বহিঃপ্রকাশ করতে ২-৩টা উল্লেখ করেছি। সব স্মৃতি তো আর লিখে রেখে যাওয়া যায় না। আর সব স্মৃতি লিখে রেখে যাওয়াটা আমি উচিতও মনে করি না। চিরকাল মনের ভিতর থাকুক না কিছু স্মৃতি গোপন তবে রঙিন ও জীবন্ত হয়ে। যেই স্মৃতিগুলে কেউ জানবে না। যেগুলো শুধু থাকবে আমার মনে শুধুই আমার হয়ে। হয়তো কোন এক অদূর ভবিষ্যৎ বেঁচে থাকলে সেই স্মৃতিগুলো মনে করে মুচকি-মুচকি হাসবো আর ফিরে যেতে চাবো আবার সেই রঙিন অতীতে। আর তখন পুনরায় অতীতে না ফিরে আসতে পারার শোকে কান্না করবো। তবে সেই কান্নায় থাকবে না কোন দুঃখ বা গ্লানি। থাকবে শুধুই ভালোবাসা ও মমতা।

গ্রিয় পাঠক, আপনি যদি আমার আলিম- ২০২২ ব্যাচের সহপাঠিদের কেউ হয়ে থাকেন, তাহলে
আমি আপনাকে বলছি,
"আপনার সাথে ঘটে যাওয়া স্মৃতিতো আমি লিখে যেতে পারিনি । তবে মনে রাখবেন, সেই ঘটে
যাওয়া স্মৃতিগুলো জীবিত রাখার জন্য কোন বইয়ের পাতার দরকার নেই । দরকার শুধু আত্মিক
মিলবন্ধন ও
অসীম ভালোবাসা"

ষষ্ঠীয় তত্ত্ব চার্ট ত্যাগ ও কৃত্যবানী

অ.খ.ম.আবুবকর সীদিক

ପ୍ରତକୁ

রাষ্ট্র ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ছারছিনা দরবার

মোঃজুবায়ের আল ফয়েজি

"ময়দানে নামো, হিমত করো, শমশীর ধরো কষে"

মুজান্দিদে আলফে সানি(রহঃ)

একটি বিশেষ সংখ্যক জনমানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি রাষ্ট্র। প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই থাকে একটি সংবিধান। সংবিধানের লিখিত নিয়ম-কানুন অনুযায়ী প্রশাসনিকভাবে রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তি নিজের জীবন পরিচালনা করে। জনজীবন আর সংবিধান দুটি শস্যক্ষেত্রে যা রোপিত হবে, আগামীতে তাই ফলবে। এটা সর্বজ্ঞত বিষয় যে দেশের অভ্যন্তরীণ জনসমষ্টির অপর নাম হল রাষ্ট্র। তাই জাতীয়ভাবে জনকল্যাণে, জনপ্রয়োজনে, জনচাহিদা পূরণে অবদান রাখায় হল রাষ্ট্রে অবদান রাখা। এছাড়া রাষ্ট্রের জনসমাজ আর পরিচালকদের কাছে যে আদর্শ পৌঁছে দেওয়া হবে, রাষ্ট্রে তাই প্রতিষ্ঠিত হবে। তাইতো মোজাদ্দেদে আলফেসানীর আদর্শবাণী " ক্ষমতার পালাবদল নয়, চাই নীতি-নৈতিকতার পরিবর্তন। " জনকল্যাণ ও জনসেবার বিভিন্ন পদ্ধা রয়েছে। এর মধ্যে একটি পদ্ধা হলো রাজনীতি। অনেকে ভবিষ্যতে শাসন ক্ষমতায় যেয়ে জনসমাজে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় সংকল্পবন্দ। আর ছারছিনা দরবার অনেক আগে থেকেই শতাব্দীর পর শতাব্দী জনসমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হেকমত সঙ্গ করে সুকোশলে দ্বীনি দাওয়াত ও প্রচার-প্রসার অব্যাহত রেখেছে। কারণ জনমানুষই তো রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তাই উভয় দিকেই দ্বীনি দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অগ্রিম তৎপর। ছারছিনা দরবার প্রচলিত রাজনীতিতে সক্রিয় নয়। কিন্তসরকারি পর্যায়ে ইসলাম ও মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায় করে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যে ভূমিকা রেখেছে, তা অন্য কেউ পারেনি এবং প্রচলিত ধারায় তা আদৌ সম্ভব নয়। জনসমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ছারছিনা দরবারের সর্বজনবিদিত বঙ্গ গুরুত্ববহু অবদান রয়েছে। কিন্ত বাংলায় একটি প্রবাদ আছে " কারো উসিলায় শিল্পী খাইলা, মোল্লা চিনলা না।" ঠিক তেমনিভাবে আমরা আমাদের ইতিহাস কে ভুলে গেছি। বর্তমান রাষ্ট্রে ও জনসমাজে যতটুকু প্রতিষ্ঠিত ইসলাম সর্বজন পরিলক্ষিত, তা প্রতিষ্ঠায় ছারছিনা দরবারের পুরোধা অবদান আমরা বিভিন্ন তৎপরতায় ভুলতে বসেছি। চলুন রাষ্ট্রে ও জনসমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় এ আধ্যাত্মিক দরবার বিশেষ অবদানগুলো খুব সীমিত পরিসরে স্মরণ করে আসা যাক.....

আধুনিক ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছারছিনার অবদানঃ-

১৯৮৪ সালে সাধারণ শিক্ষার স্তরের সঙ্গে বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা স্তরের সামঞ্জস্য করতে ছারছিনা দরবারের বিশেষাংশ অবদান রয়েছে। বীর মুজাহিদ পীর আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে স্থান দখল করে নেওয়ার

জন্য চাই যোগ্যতা অর্জন। তাই মাদ্রাসার ছেলেরা একদিকে কোরআন-হাদিসের তালিম-তারবিয়াত নেবে এবং সেইসঙ্গে শিখবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক বিষয়াবলী। তারপর তারা দখল করে নিবে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ ও কর্মক্ষেত্র। আধুনিক সমাজ-রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণে পমোগী শিক্ষা এজন্য অপরিহার্য। এজন্যই মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছে। ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারী বিদ্যা কাফের এর কাছে থাকলে এর ফল হবে একরকম, আর আল্লাহওয়ালাদের কাছে থাকলে হবে অন্যরকম।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ছারছীনার অবদানঃ-

ছারছীনার পীর বীর মুজাহিদ পীর শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ রহমতুল্লাহি আলাইহি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু সাধারণ জনসভায় নয় পাকিস্তান পূর্ব সময়ে আইয়ুব খান, মোনায়েম খান এবং দেশ স্বাধীন হবার পর জিয়াউর রহমান সহ সকলের নিকট তিনি এ দাবি জোরালো তুলে ধরেন। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে এ দাবি পালন করবেন বলে ওয়াদা করেন। এছাড়াও ছারছীনাসহ হজুরের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার ছাত্ররা বহুবার ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে দেশের বহু স্থানে সভা-সমিতি অব্যাহত রাখে দীর্ঘদিন ধরে। এবং হজুরের নির্দেশে রাষ্ট্রপ্রধান ও ক্ষমতাসীনদের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সর্বশেষে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে ছারছীনা মাহফিলের দাওয়াত দিয়ে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়ার আহ্বান জানালে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছিলেন। এরপরই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঢাকার অদূরে গাজীপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে ইংরেজ ও হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের কারণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ কর্তৃক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া তে স্থানান্তর করা হয়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেব ঢাকায় একটি জনসভায় বলেছিলেন যে, “ছাত্ররা রাস্তা আটকিয়ে রাখবে, তাতে জনগণের কষ্ট হবে। অতএব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় স্থানান্তর করা হয়েছে। এটাই শ্রেয় হয়েছে। হজুর কেবলা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাথে সাথে তার প্রতিবাদ জানাতে মাইকের সামনে গিয়ে বলেন, “এরশাদ সাহেব” অন্যান্য ভাসিটিতে এত খুন হয়, রাস্তা বন্ধ হয়, শতশত গাড়ী ভাঙ্চুর হয়, রাস্তা অবরোধ হয়, ক্যাম্পাসে মানুষ যেতে পারে না, দিন দুপুরে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সিকিউরিটি নিয়ে ক্যাম্পাসে যেতে পারেন না, তাতে সে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর করার প্রশ্ন উঠেন। আর রাজধানী থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর করাটা শ্রেয় হবে কেন? এরশাদ সাহেব! আমি জামিন হলাম, ছাত্ররা আর রাস্তা অবরোধ করবে না, গন্ডগোল হবে না, আপনি বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর, করবেন না।” এরশাদ সাহেব হজুরের কথা রাখার ওয়াদা করলেও কুচক্ষীদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর করলেন। এ ঘটনায় হজুর দৃঢ়থিত হয়ে বলেছিলেন, “আমি আর এ বিষয় নিয়ে এরশাদ সাহেবের সাথে কথা বলব না।”

ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନୟନେ ଛାରଛିନାର ଅବଦାନଃ-

- ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଯଃ

ଇତୋଃପୂର୍ବେ ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ କୋନ ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଛିଲ ନା । ତାଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛିଲ ଖୁବହି ସୀମିତ । ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନୟନେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋର୍ଡକେ ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ପରିଣତ କରାର ପ୍ର୍ୟୋଜନୀୟତା ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଛାରଛିନାର ପୀର ସାହେବ ଏର ପକ୍ଷେ ଆଓସାଜ ତୋଲେନ । ତାଁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାୟ ଏବଂ ମାଓଲାନା ଏମ ଏ ମାନାନେର ସଭାପତିତେ ପରିଚାଳିତ ବାଂଲାଦେଶ ଜମିଯାତୁଲ ମୋଦାରେଛିନେର ନେତୃତ୍ବେ ନିୟମତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶୁରୁ ହୟ । ଆଓଲିଯା କିରାମେର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହଲ ଆସଲ ଇସଲାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନେର ରୂପରେଥା । ଆର ବର୍ତ୍ତମାନେ ପ୍ରଚାଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନେର ରୂପରେଥାଯ ଏଟା କତଥାନି ସମ୍ଭବ ତାଏକଟୁ ଚୋଥ ମେଲେ ଚିନ୍ତା କରଲେଇ ସର୍ବଜନ ଉପଲବ୍ଧି ହବେ । ଅବଶ୍ୟେ ସରକାର ଏ ଦାବି ମେନେ ନିୟେ ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସିତ ମାଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାପନେର ଘୋଷଣା ଦେନ । ତ୍ର୍ୟକାଳୀନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ଏ ଜନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଡିନ୍ୟାଲ ଜାରି କରେନ । ଏ ଭାବେ ଛାରଛିନାର ପୀର ଛାହେବେର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାୟ ଆନ୍ଦୋଳନେର ମାଧ୍ୟମେ ୧୯୭୯ ସନେର ୪ଠୀ ଜୁନ ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସିତ ମାଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ବାସ୍ତବାୟିତ ହୟ । ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଯେ ୧୯୨୭ ସନ ହତେ ୧୯୭୯ ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଛିଲ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆର ପରିଚାଳିତ ହତ ମାଦ୍ରାସାଯେ ଆଲିଯାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ତ୍ତକ ।

- ସିଲେବାସ ରିଭିଉଃ

୧୯୭୯ ସନେ ନାନା କାରଣେ ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମେ ଓ ପାଠ୍ୟସୂଚିତେ ସଥିନ ବ୍ୟାପକ ଘାପଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହଲ ତଥନ ତିନି ଗର୍ଜେ ଉଠିଲେନ, ପ୍ରତିବାଦ କରଲେନ । ଖବରେର କାଗଜେ ଖୋଲା ଚିଠି ଦିଲେନ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ସାଥେ ଦେଖା କରଲେନ । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀକେ ହାଁଶିଯାର କରେ ଦିଲେନ । ମାଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡକେ ବାଧ୍ୟ କରଲେନ ସିଲେବାସ ରିଭିଉ କମିଟି ଗଠନ କରେ ମାଦ୍ରାସାର ସିଲେବାସ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା କରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟତି ଚିହ୍ନିତ କରେ ପ୍ରତିକାରେର ପ୍ର୍ୟୋଜନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରତେ । ସରକାର ଗଠନ କରିଲ ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ସଂକ୍ଷାର କମିଟି । ଆର ମାଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଲ ମାଦ୍ରାସା ସିଲେବାସ ରିଭିଉ କମିଟି । ଏଭାବେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟାୟେର ହାତ ଥେକେ ବନ୍ଦ କରଲେନ ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷାକେ । ଏରପର ଥେକେ ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସଥିନ କୋନ ସମସ୍ୟାଯ ପଡ଼େଛେ ତଥନଇ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଛାରଛିନା ଶରୀଫେର ପୀର ଶାହ୍ ଆବୁ ଜାଫର ମୋହାମ୍ମଦ ଛାଲେହ (ରହଃ) ଏର ଶରଗାପନ ହେୟେଛେ ।

- ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷକଦେର ଜନ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ ପେ କ୍ଷେଳଃ

ଇତୋପୂର୍ବେ ମାଦ୍ରାସାର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କ୍ଷୁଲ କଲେଜେର ଶିକ୍ଷକଦେର ମଧ୍ୟେ ବେତନ-ଭାତା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟେ ସରକାରେର ଦୃଷ୍ଟିବୈଷମ୍ୟ ଛିଲ । କାରଣ ବୈଦେଶିକ ଡୋନାରରା ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଅନୁଦାନ ଦିତେ ଚାଇତନା ବରଂ କ୍ଷୁଲ-କଲେଜେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଅନୁଦାନ ଦିତ । ତାଇ ଆବୁ ଜାଫର ମୋହାମ୍ମଦ ସାଲେହ ରହମାତୁଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷକଦେରକେ କ୍ଷୁଲ-କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟାୟେର ଶିକ୍ଷକଦେର ମତ ଅଭିନ୍ନ ପେ-କ୍ଷେଳେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାର ଜନ୍ୟ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରାଖାଯ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହେୟେ ଆଛେନ ।

● মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি সমমান নিতিঃ

পূর্বকালে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের পর্বত জয় করেও তারা রাষ্ট্রে সরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে বা কোন পর্যায়ে কোন অবদান রাখতে পারতো না এবং কোন কর্মক্ষেত্রে তৈরি করতে পারত না । ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা অবহেলিত বেকার বেশে জীবন পরিচালনা করত । ছারছীনার পীর সাহেব হযরত শাহ সুফি আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ রহমতুল্লাহি আলাইহি মাদ্রাসার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষাকে এসএসসি এবং আলিম পরীক্ষাকে ইচএসসি ও ফাজিলকে স্নাতক ও কামিলকে স্নাতকোত্তরের সমমান নীতি প্রবর্তন করে রাষ্ট্রে আন্তর্বর্তীন মুসলিম প্রজন্ম গঠনে বিশেষ অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেন ।

● ওল্ডস্কুল ও নিউস্কুলঃ

ওল্ডস্কুল হল এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে কোরআন-হাদিস ও ইসলামি জ্ঞানের বিষয় প্রাধান্য থাকে । এই জন্য ইংরেজ সরকার এইদিকে হিংসাপূরণশৰণত কুরআন-হাদীসের জ্ঞানই উঠিয়ে দিতে যেসব প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসায় ওল্ডস্কুল প্রচলিত ছিল সে সকল মাদ্রাসায় শিক্ষা অনুদান দিত না । একদা একজন সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছারছীনা মাদ্রাসা পরিদর্শন করে পীরসাহবকে বললেন আপনার মাদ্রাসার নিউস্কুল পরিচালনা করেন, তাহলে আমরা আপনার মাদ্রাসায় অনেক অনুদান দিতে পারব । কিন্তু পীর সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি সঙ্গে সঙ্গে তা অঙ্গীকার করেন ।

নিউস্কুল পূর্বকালের এমন একটা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা ইংরেজ শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত । যেখানে মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে কোরআন-হাদিস সহ ইসলামিক জ্ঞানকে সংক্ষেপণ করে আধুনিক জেনারেল বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে ইসলামকে প্রজন্মের মধ্যে থেকে উঠিয়ে দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল । বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজদের নিউ স্কুল এর নব্যরূপ ।

রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণঃ

পূর্বকালে ইসলাম শিক্ষা স্কুল, কলেজ, ভাসিটিতে ছিলো ঐচ্ছিক বিষয় । যার দ্বারা ভয়ংকর দীন বিদ্যেষী প্রজন্মের আশংকা সর্বজন পরিলক্ষিত । ছারছীনার পীর আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ রহমতুল্লাহি আলাইহির ছারছীনা মাহফিল বসে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের দ্বারা এসএসসি পর্যন্ত ইসলামিয়া বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ঘোষণা করেন । এছাড়া কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইসলামী শিক্ষা যাতে বাধ্যতামূলক করা হয় তজ্জন্য সরকারের নিকট বহুবার দাবী তুলে আমৃত্যু এর পক্ষে আন্দোলন করে গেছেন । তাঁর দাবী ছিল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা যে কোন বিভাগেই পড়ুক না কেন চাই সে পদার্থবিদ্যা, হিসাব বিজ্ঞান, ইংরেজী সাহিত্য যে কোন বিভাগ ও বিষয়ে অধ্যয়ন করুক তাদের জন্য একশত নম্বরের একটি পরীক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক । স্কুল পার হবার পর এম.এ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কারিকুলামে দেখা যায় একমাত্র ইসলামী

শিক্ষা বিভাগ ছাড়া অন্য কোন অনুষদ ও বিভাগে ইসলামী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তিনি অমৃত এ ব্যাপারে সরকারের কাছে জোর দাবী জানিয়ে গেছেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানে রাষ্ট্রীয় স্বর্গপদকঃ-

মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহঃ) এর শিক্ষা সম্প্রসারণ ও দীনি শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রচেষ্ট ছিল সর্বসময় ব্যাপী। তিনি একদিন বলেন, “আমি প্রচার চাই না আমি চাই সাধারণ ভাবে সকল মুসলমান ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হোক। কারণ মহানবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষাকে মুসলমান নর নারীর জন্য ফরজ করেছেন। আল-কুরআনের প্রথম বাণী “পড়” অতএব, আল্লাহ এবং তার নবীর ঘোষণা বাস্তবায়নে আমি শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে নিবেদিত করেছি।” ধর্ম বিরোধী চক্র হজুরের শিক্ষা বিস্তারে যে অবদান তা মূল্যায়ন করতে চাইত না। কুচক্রী মহলের ঝুকুটি উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিক্ষা বিস্তারে হজুরের ও ড.শহীদুল্লাহর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮০ সনে তাঁদেকে শিক্ষামোদী জাতীয় পুরস্কার স্বর্ণ পদক প্রদান করেন।

শাসকবর্গের আত্মশুদ্ধি অর্জনে ছারছিনার ভূমিকাঃ

উপমহাদেশের একটি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হল ছারছিনা দরবার। ইসলামী সমাজের উচ্চতর থেকে নিম্নতর সকলেই এখানে এসে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যতা অর্জন করে থাকে। সেইধারাবাহীকাতায় মানুষ হিসেবে শাসকবর্গ তাদের আত্মশুদ্ধির জন্য আধ্যাত্মিক পর্যায়ে কামেল পীরের কাছে এসে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতো। তার মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হল শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং বাংলার প্রথম প্রধান প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, হোসেন শহীদ এরশাদ এছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ছারছিনা দরবারের নিয়মিত পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা বিষয়ক সুসম্পর্ক ছিল। সেজন্যই একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন সব মাদ্রাসা বন্ধ ছিল, মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মাদ্রাসায় খোলার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেনঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে হলে তোমরা প্রথমে ছারছিনা যাও। ছারছিনা হল শ্রেষ্ঠ দরবার ও মাদ্রাসা। তাই বিএইচ হারুন সহ চার মন্ত্রী ছারছিনায় আসেন। ছারছিনার রাজনৈতিক কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকায় সকল দাবি খুব সহজেই গৃহীত হয় এবং সরকারের ও শাসকবর্গের নিকট খুব বেশি গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

রাষ্ট্রে মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ছারছিনাঃ

ছারছিনার পীর আবু জাফর সালেহ রহঃ বলতেন যে, হিজবুল্লার সজ্ঞা-যাকে হিজবুশ শয়তান বলা যায়না সেই হিজবুল্লাহর সদস্য। এবং বলতেন যেমনিভাবে "الكافر ملة واحدة" এমনিভাবে "المسلم ملة واحدة"। ইসলামের স্বার্থে ইসলামের ঐক্যের প্রয়োজনে ছারছিনা সবসময় সকল মাসলাকের ওলামাদের সাথে ঐক্যের কাজ করে আসছে। সেজন্য ইসলামী শাসনতন্ত্র রূপায়নে সর্বদলীয় উলামাদের নিয়ে কনফারেন্সের মাধ্যমে ২২ দফা রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে

ছারছীনা দরবারের দেশবরণ্য ও বিশ্ববরণ্য আলেম ওলামাদের আগমনই পূর্বওলামায়েকেরামদের ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধন এর পরিচিতি বহন করে। ছারছিনায় তাশরিফ নিয়ে আসা উল্লেখযোগ্য ওলামায়েকেরাম যেমন- আবু বক্র সিদ্দিক আল কোরাইশীরহঃ, মাওলানা ইসহাক চরমোনাই রহঃ, আব্দুজ জাহের কারামত আলী জোনপুরী রহঃ, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের পৃষ্ঠপোষক, সুফিয়ান সিদ্দিকী জৈনপুরী রহঃ, মাওঃ মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজী হজুর রহঃ, শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহঃ, এছাড়াও বহির্দেশ থেকে আবু হানীফা রহঃ এর মাজার মসজিদের খতিব শেখ হোসাইন হামাদান রহঃ, আব্দুল কাদের জিলানী রহঃ এর মাজারের মসজিদের খতিব শেখ মোস্তফা খোজায়ের সহ প্রমুখ রাষ্ট্রদূত, প্রেসিডেন্ট সহ অনেকে।

জাতীয় পর্যায়ে চিরস্মরণীয় কিছু ভূমিকাঃ

- ছারছীনা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহঃ) সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। তবে সমাজ সচেতনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল সমাজ সংস্কারের, আর রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল ক্ষমতাশীলদের সংশোধন করার। ক্ষমতা দখলের যে দলীয় রাজনীতি তা তিনি পছন্দ করতেন না। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে মোজতাহেদীন, আয়েম্মারে শরীয়ত ও তরীকত, সলফে ছালেহীন, বুজুর্গানে দীন, অলী আওলিয়াদের আদর্শ অনুসারে তিনি রাজনীতি করতেন। যেহেতু অনুসরণীয় যুগে কোথাও দলীয় রাজনীতি দেখা যায়না। তাই তারা দলীয় রাজনীতি করতেন না। তারা সক্রিয় রাজনীতি করতে না ঠিকই, কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের দাবী দাওয়া সরকারের নিকট থেকে শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহঃ) যা আদায় করেছেন তা কেন ইসলামী রাজনৈতিক দলের লোকে পারেনি।
- পাকিস্তানের মিলিটারী, ই.পি.আর. পুলিশ, আনছারদের ইউনিফরম বৃত্তিশ আমলের হাফ প্যান্ট ছিল। ছারছীনার মাহফিলে আইডুব খানকে এনে হাফ প্যান্টের পরিবর্তে ফুল প্যান্টের প্রস্তাব দিয়ে সেদিনই প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে তাদের ইউনিফরম ফুল প্যান্ট হবে ঘোষণা দেয়াহয়া ছিলেন। যাতে করে দায়েমী ফরজ লংঘন করা না হয় এবং একই পোশাকে নামায পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- ছারছিনা দরবারই মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার কারিকুলাম ও সিলেবাস ভিত্তিক করিয়ে মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করিয়েছেন।
- ছারছীনা মাহফিলে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেবকে এনে বুবিয়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করিয়েছেন।

- মসজিদের পানি-বিদ্যুৎ বিল মওকুফ করানো ছারছিনার পুরোধা ভূমিকা ।
- অনুরূপ সাংগঠিক ছুটি শুক্রবার করানো ।
- রেডক্রসকে রেডক্রিসেন্ট নামে নামকরণ করানো ।
- ইরাকে সাদাম এর পৃষ্ঠপোষকতায় গাউসুল আজম মসজিদ প্রতিষ্ঠা ।
- যখন ভারতে সিলেটের ভূমিকে তাদের বলে চালিয়ে নেওয়ার দাবী করার পায়তারা করছিল তখন ইসলামী রাষ্ট্রসীমা বৃদ্ধিকরণের মনসে সেই সিলেট রেফারেন্ডামে ছারছিনার পীর বীর মুজাহিদ আবু জাফর রহঃ সেখানে পাকিস্তানের পক্ষে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে জনসমর্থন গঠন বিরাট ভূমিকা রাখেন । এবং তাদের সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ সোহরাওয়ার্দী সহ অনেকেই পীর সাহেবের সাথে একই কাজে যোগ দেন ।

ইসলামী শাসনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ছারছিনাঃ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবীতে ছারছিনার পীর আবু জাফর সালেহ রহঃ স্মরণ কালের বৃহত্তম ট্রাক মিছিল বের করে সবাইকে সচকিত করে দেন । এটি নিছক কোন রাজনৈতিক মিছিল নয় । এটিই হল ছিলছিলার আদর্শ । এটিই হল মুজাহিদে আলফেসানী (রহঃ) এর সংগ্রামী ফরমান । “ময়দানে নামো, হিস্মত করো, শমশীর ধরো কষে ।”

আশির দশকে ২৮শে মে ১৯২৯ মে বাইতুল মোকাররম থেকে কয়েক দফা দাবীতে আবু জাফর সালে রহহ এর ম নেতৃত্বে বের হয়েছিল এক বিশাল মিছিল । ইসলামী জনতার এ মিছিলের রং ছিল আলাদা । হাজার হাজার দাড়ি-টুপীওয়ালা আল্লাহর নিবেদিত প্রাণ সোচার কঠে দীন কায়েমের দাবীতে শৃংখলাবদ্ধভাবে রাজধানীর প্রশস্ত রাজপথ সম্পূর্ণ ব্লক করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে সামনে । হাতে তাদের ব্যানার, ফেষ্টুন ও প্লাকার্ড । তাতে লেখা রয়েছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু কর, বেপদেগী, বেহায়ায়ী চলবে না । বিশ্ব মুসলিম অন্তর্ভুক্ত আল আকসা মুক্ত কর, বিশ্ব মুসলিম এক হও, দ্রব্যমূল্য কমাতে হবে, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় তাকায় চাই, যৌতুক প্রথা নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা কর, মদ ও জুয়া নিয়ন্ত্রণ কর, ঘৃষ দুর্নীতি বন্ধ কর । ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানিনা, মানিনা ইত্যাদি ।

উল্লেখ্য যে ১৯৭৯ সালের ২৮শে মে বিকাল তিনটা থেকে পল্টন ময়দানে আরম্ভ হয় সম্মেলনের কাজ । মাগরিবের নামায অনুষ্ঠিত হয় ময়দানে । নামাযের বাদ জিকির আজকার ও তরীকার তালীম দেন ছারছিন শরীফের পীর ছাহেব হ্যরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ । এরপর ১ম দিন বক্তৃতা চলে রাত ১০টা পর্যন্ত । দ্বিতীয় দিন ২৯শে মে সন্ধ্যা ৬ টায় মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্মেলনে শুভাগমন করেন এবং বক্তব্য রাখেন । বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট বলেনঃ

“ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে এদেশে মহান আল্লার ভক্ত মত রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে এবং এ মুসলিম দেশকে সকল প্রকার পাপাচার ও রাহাজানী হতে অবশ্যই মুক্ত করা হবে ।” সম্মেলনের সমাপ্তি দিনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্মেলনে উপরোক্ত ঘোষণা করেন । বিকেল ৬টায় ধূসর রং-এর খন্দরের

পাঞ্জাবী, সাদা পায়জামা ও টুপি পরিহিত অবস্থায় প্রেসিডেন্ট সম্মেলনে যোগদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে সৌদি আরব ও কুয়েতের চার্জ দ্য এফেয়ার্স্বয় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে ভাষণ দান প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, “ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে এবং সমাজকে ইসলামী বিধান গ্রহণে উদ্বৃদ্ধ করতে হবে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় সমাজকে উদ্বৃদ্ধ করতে পারলে আমাদের অগ্রগতি ও সমন্বিত পথের সকল অন্তরায় দূরীভূত হবে।” তিনি বলেন, “জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়ে সরকার সংবিধান সংশোধন করে ইসলামী বিধান সংযোজন করেছে।” তিনি ব্যক্তি চরিত্র উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, “ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে আমরা যা বলি বা প্রচার করি ব্যক্তি জীবনে উহা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা না হলে খাঁটি মুসলমান হওয়াও সম্ভব নয়।”

প্রেসিডেন্ট বলেন, “দেশের জন্য একজন মুসলমান হিসেবে অবশ্যই আমাদের প্রত্যেককে সততার সাথে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সততার সাথে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে শুধু দেশ ও জাতিরই ক্ষতি হবে না, নিজেরও ক্ষতি হবে।” তিনি বলেন, “কোন ব্যাপারে উত্তেজিত হলে সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের ধীর-স্থীর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।” প্রসঙ্গক্রমে তিনি ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, প্রদর্শনীতে জুয়া, হাউজী ও অশ্লীল নৃত্য বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন।

নারী মর্যাদা ও অগ্রগতিতে ছারছিনাঃ

নারীরা কেমন যেন আজ দয়া করা জায়গায় শিক্ষা গ্রহণ করছে। এটা কেমন যেন এমন যে, বন্যা বা ঘূর্ণিবড়ে ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তা, মহারাজা অসহায়দের জন্য আলাদা স্বাধীন স্থায়ী আবাস এর ব্যবস্থা না করে দিয়ে এলাকার বিভিন্ন লোকের বাড়িতে দুজন-তিনজন করে বন্টন করে তাদের প্রতি পূর্ণাঙ্গ যথাযথ অনুভূতি প্রকাশের দাবিদার হওয়া। এটা নিতান্তই অর্থহীন অনার্থক ও অপূর্ণাঙ্গ পদক্ষেপ। আমাদের দেশের নারীরা অবহেলিত থেকেই যায়। অর্থচ একদল কিন্তু নারী সমাজের অগ্রগতিতে স্বর্ণপদক লুটে নিচ্ছে। কোন অর্থবহু ভূমিকা ছাড়াই। নারীরা একসময় শিক্ষা বঞ্চিত ছিল। তাদের জন্য আলাদা ও বিশেষভাবে স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থার পদক্ষেপ না বাস্তবায়ন করে মিনি বাসের যাত্রী ঠিসে দিয়ে অন্য যাত্রীর ব্যবস্থা করার মত ছেলেদেরকে এক পাশে চাপিয়ে দিয়ে মিনিবাসের খালি সিটির মতো নারীদের জায়গা দিয়ে নারী অগ্রগতিতে বিরাট অবদানের জন্য দাবি করছে অনেকে। অর্থচ এই পুরুষার তো তখনই দেওয়া উপযুক্ত ও যথার্থ হত যখন নারী অগ্রগতির দাবিদাররা আলাদা স্পেশাল বাস ব্যবস্থার করার মতো নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষাভবনে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করত। তাহলে নারীরা উপযুক্ত সম্মান ও স্বাধীনতা পেত। তারা বর্তমানের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ষিত হত না। এরই দাবিতে একত্রিশে জানুয়ারি নবই সনে ছারছিনা থেকে আওয়াজ ওঠে “নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনন্ধীকার্য। তাই সকল শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং সহশিক্ষা বন্ধ করা হোক।”

রাজনীতি ও ছারছিনাঃ

জাতির একদল কর্ণধার ও অতত্ত্ব প্রহরী ও রাসুলের মুজাসসাম নমুনায় ইলম-আমল ও আদবের জানবাজ সৈনিক গড়ার কারখানা হল ছারছিনা দরবার। ছারছিনা দরবার কখনোই ক্ষমতালোভী ছিলনা এবং এখনো নয়। পাকিস্তানের লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খান সাহেব একবার ছারছিনার পীর আবু জাফর সালেহ রহঃকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দিলে তিনি বলেছিলেন “এস ফকীরকো আপ সরকারী মৌলভী না হুমকিয়ে, ফকীরকো ফকীরই রাহনে দিজিয়ে”।

আমাদের গন্তব্য

লাবিব আবু বকর

একজন দিনমজুর সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে। কৃষক মাঠে ফসল বুনে। জেলেরা নদীতে মাছ ধরে। এসবের পিছনে পরিশ্রম সকলের জীবনে লেগেই থাকে। কি তার উদ্দেশ্য! কি জন্য এত ত্যাগ?

একটু ভালো জীবনে থাকা, একটু ভালো চাওয়া, এইতো। জীবনে যারা প্রথমাংশে পরিশ্রমী হয়েছে, তারা জীবনে সফল হয়েছে। সে যে স্তরের লোক হোক না কেন। এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাহালা আমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেননি। একটি মিশন রয়েছে। আমাদের কি করনীয়!

আল্লাহ চান আমরা যেন তার বিধান মানি। সে জন্য তিনি পাঠালেন অনেক নবী ও রাসূল। যেন আমরা পথভ্রষ্ট না হই। যেন আখেরাতে জান্নাতি হতে পারি। সেজন্য রসূল (সাঃ) কে আমাদের কাছে কোরআন নিয়ে পাঠিয়েছেন। যেন সংবিধান হিসেবে কোরআনকে মেনে চলি। আমরা যেন উদাস না হই। জান্নাতে যেতে ওই শ্রম যেন উদাহরণ হিসেবে আল্লাহর কাছে তুলে ধরতে পারি।

চলুন আমাদের গন্তব্য জান্নাত ঠিক করি। সুখময় জীবনে দিন কাটাতে ইসলাম কে মেনে চলি। দুই হাত উপরে তুলে বলতে থাকি

اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين انعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা)

মোঃ ওমর ফারুক

আজকের এই যুগের চিত্র এবং মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে সোনালী সেই যুগ আমাদের কাছে আকাশ কুসুম মনে হবে। তবে সেই সোনালী যুগের মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, দার্শন্য জীবন সবই আমাদের জন্য প্রেরণার বাতিঘর। এই বাতিঘর থেকে কিছু আলো সঞ্চয় করতে পারলেই আমাদের জীবন, আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র সবই সেই সোনালী যুগের আলোর ধারায় প্রবাহমান হবে।

বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন পরশপাথর তুল্য। তিনি তখনকার জীর্ণ-শীর্ণ ঘূনে ধরা সমাজকে আল্লাহ তায়ালার সাজেশন অনুযায়ী সংস্কার করে কোরআনি আলোয় সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ছিলেন মহামানব মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এসেছেন। যার পরশে বর্বর আরব জাতি পেয়েছিল একটি আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র। আর এ দিকে লক্ষ্য করেই ঐতিহাসিক বেমুলাজ বলেনঃ- "প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য প্রথম সামাজিক বিপ্লবের সূচনাকারি হলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)। আভিজাত্যের গৌরব, বংশ মর্যাদার মূলে কুঠারাঘাত ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে শুধুমাত্র মানবতার ভিত্তিতে সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় করেন। এভাবে তিনি আরব জাতির ছোট-বড়, ধনি-গরিব, সাদা-কালোর পার্থক্য দূর করে একটি সাম্যের সমাজ গড়ে তুলেন। "জোর যার মূলুক তার" এর বিলুপ্তি ঘটান। নবী (সা.) এর আগমনের পূর্বে বর্ণ বৈষম্য ও গোত্রীয় বৈষম্য ছিল আরবের একটি জঘন্যতম কালচার। গোত্রে গোত্রে সংঘাত ও কলহ দ্বন্দ্ব সবসময় লেগেই থাকত। তুচ্ছ কারণে কোন বিবাদ সৃষ্টি হলে দুই-তিনি বংশ পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ত। মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যেসব সামাজিক বৈষম্যের পাহাড় গড়ে ছিল, মহানবি (সা.) তা পরিবর্তন করে পরিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দেন। প্রিয়নবী (সা.) সকলের সাথে ভাতৃত্ববোধের মাধ্যমে একটি মডেল সমাজ গড়ে তুলেন। এবং তিনি "আল-মুসলিমু আখুল মুসলিম" এর মাধ্যমে মুসলমান পরম্পর ভাই ভাই বলে ঘোষনা দেন। ঐতিহাসিক হিত্রির ভাষায়: 'আরবের ইতিহাসে রক্তের পরিবর্তে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের জন্য এটিই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা'। বর্বর আরবজাতি, জাহিলিয়াতে ছেয়ে গিয়েছিল সারা আরবভূমিতে, কুসংস্কারে নিমজ্জিত সমস্ত মানবজাতি। ঠিক সেই মুহূর্তে মহানবি (সা.) স্বীয় প্রজার মাধ্যমে সমাজ থেকে চিরতরে কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করেন। ফলে তাদের মধ্যে একটি আদর্শ সমাজের সৃষ্টি হয়। মদ-জুয়া ছিল আরবজাতির জন্মগত বৈশিষ্ট্য। হাল যামানায় আমাদের সমাজে যেভাবে চা-পান স্বাভাবিক ব্যাপার। আরবের এই জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে এক দফায় নয় পর্যায়ক্রমে তিনটি আয়ত নায়িলের মাধ্যমে এটাকে হারাম ঘোষনা করা হয়। ফলে আরবসমাজে শান্তি ও স্বস্থি ফিরে আসে। আরবের অশিক্ষিত (জাহিল) লোকেরা সমাজের গরীবের ঘামঝাড়ানো অর্থ-সম্পদ, সহায়-সম্বল যখন চোষে খেতে লাগল। ঠিক সেই

পরিস্থিতিতে আল্লাহপাক হ্যরত জিরাইল (আ.)'র মারফতে "আহাল্লাহল্লাহল বাইআ ওয়া হাররামার রিবা" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম। এই ঐশ্বীবাণীর মাধ্যমে মহানবি (সা.) জঘন্যতম কুপ্রথাকে চিরতরে সমাজ থেকে দূরীভূত করেন। এবং এর পরিবর্তে 'ক্ষারজে হাসানা' দানে সকলকে উৎসাহিত করেন।

আরবের বর্বর লোকেরা নারীজাতিকে পণ্য হিসেবে মনে করত। তাই তারা নারীজাতিকে ভোগ-বিলাসের বস্তু ছাড়া আর কিছুই ভাবত না। মনুষ্ঠহীন জায়াবররা নিজ কন্যা সন্তানকে জিবন্ত পুঁতে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করতনা। মহানবি (সা.) নারীজাতিকে মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করে ঘোষনা করেন: 'যায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত'। তিনিই সর্বপ্রথম নারীদেরকে পৈতৃক সম্পদের উত্তরাধিকারি বলে ঘোষনা দেন। আরবের জাহেলি যুগের লোকেরা নারী-পুরুষ, শিশু-বৃন্দসহ সবাইকে বাজারে পণ্য হিসেবে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ডিসপ্লে করে রাখতো। এই জঘন্যতম কুপ্রতাকে চিরতরে বন্ধ করে মহানবি (সা.) ঘোষনা করেন: 'আল্লাহর কাছে দাস মুক্তির চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই হতে পারেনা'। তিনি দাস যায়েদকে পুত্র রূপে গ্রহণ করে এবং বিলাল হাবশীকে ইসলামের সর্বপ্রথম মোয়াজিন নিযুক্ত করে গোলামদের মর্যাদা সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তৎকালিন সমাজে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের নিষ্ঠুরতাকে আরবের জমিন থেকে বিদায় করে নৈতিক শান্তির ধারা চালু করেন। পবিত্র কোরআনের অমীয় বাণী 'যারা আল্লাহর বিধানানুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদন না করবে তারা জালিম'। রাসূল (সা.) মহান আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও শুধুমাত্র তারই সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। প্রচলিত রাজতন্ত্রের বিপরীতে তিনি ঘোষনা দেন অর্থাৎ "সৃষ্টি যার আইন চলবে তার"। মহানবি (সা.) মহাগ্রন্থ আল-কোরআনকে রাষ্ট্রীয় সংবিধান ঘোষনা দেন। কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সার্বিক শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হ্যরত আলি (রা.) বলেন, মহানবি (সা.) সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সমাজের সব ধরনের অন্যায়-অবিচার, জুলুম-অত্যাচার বিলুপ্ত করে সাম্যের সমাজ গড়েন। ঐতিহাসিক অবন্ন বলেন, "মহানবি (সা.) জিম্মদের জান-মাল, ইজ্জাত, আকুল ইত্যাদি মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করেন। মহানবি (সা.) কোরআনের বিধান, নিজস্ব বিবেক, এবং সাহাবাদের মতামত ও সুপরামশ্র তথা শুরা-ই-নিয়াম মোতাবেক রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতেন। মহানবি (সা.) পবিত্র কোরআনের নীতিমালার উপর ভিত্তি করে মদিনার সকল গোত্রের সমগ্রে 'মদিনা সনদ' নামে একটি সনদ প্রণয়ন করেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সনদ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক ওয়াট বলেন, মহানবি (সা.) প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে শান্তিতে বসবাস করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সৎ ও নিরপেক্ষনীতি গ্রহণ করেন। তার পররাষ্ট্রনীতি ছিল যুদ্ধ নয়, শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করা। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য মহানবি (সা.) আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করে উপযুক্ত প্রাদেশিক শাষনকর্তা ও বিচারক নিযুক্ত করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, মহানবি (সা.) ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক। ইসলামি রাজনীতি ও আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে যেসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা অনেক বিধিমৰ্মাও স্বাগত জানিয়েছিল। আমি মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের দেশের সকল এম.পি-মন্ত্রি, রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক, জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবকদের মহানবি (সা.) এর মহান আদর্শকে আঁকড়িয়ে ধরার তোফিক দান করেন।

আমিন।

**(গোবী একশ্চিং দিন যেন গ্রন্থ মা যায়, যে গোবী এক ফোটা চাখের
পানি আবে নি।)**

আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক

ইসলাম নারীকে কিরণ অধিকার দিয়েছে

মোঃ উসামা

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম। আর ইসলাম এমন একটি বাড়ি যার মধ্যে প্রবেশ করলে ইহকালে ও পরকালে মুক্তি লাভ করা যায়। আর এই দ্বীনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা নারীর অধিকার ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবং নারীদেরদের সৃষ্টি করেছেন পুরুষের জীবন সাঙ্গিনী এবং পারম্পরিক সহযোগী হিসেবে। ইসলামের আগমনের ফলেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজে পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। ইসলাম নারীকে কন্যা, স্ত্রী, বোন ও মা হিসেবে প্রত্যেকের স্তরানুযায়ী উচ্চতর মর্যাদা ও সদাচারের অধিকার প্রদান করেছে। আল্লাহ তায়ালা করেন কুরমা তর সুরা বাকারাহ ১৮৭ নং আয়াতে এরশাদ করেনঃ^১ অর্থাৎ **هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ آنَّمَا لِبَاسٌ لَّهُنَّ** “তারা তোমাদের পোষাকস্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোষাকস্বরূপ।”

ইসলাম নারীদের কীরুপ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে সেটা জানতে হাইলে আমাদেরকে প্রথমে ইসলামের পূর্বে, বর্তমান এবং বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান দেখতে হবে।

● ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের অবস্থাঃ

ইসলামের পূর্বে যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের পণ্য হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হত না এবং তাদের কোনো সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। সে যুগে নারীদের বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকারটা পর্যন্তও ছিলো না। তাই তাদেরকে দাসদাসী এবং ভারবাহী পশু মত বিবেচনা করা হত। অবলা জানোয়ারের মত তাদেরকে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হত। সে যুগে স্ত্রীকে দিয়েই অন্যের খণ্ড পরিশোধ করা হত। আবার কেউ উপহার হিসাবে অন্য কাউকে এমনিই দিয়ে দিত।

সে যুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হত। সুন্দর বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হতো। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্য স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হত না। ইসলামের পূর্ব যুগে নারীদের সাথে প্রতিনিয়ত গহ্রিত কাজ করা হত এবং সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান :

হিন্দু ধর্ম : প্রাক হিন্দু ধর্মে পূজার সময় নারীকে বলী দেওয়া হত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ছিল।

“ Professor India” গ্রন্থে নারী সম্পর্কে বলা হয়েছে: “নারীর মত পক্ষীলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জলিত অশ্বি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্ত গুণই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।”

নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ ‘নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিত নয়’।

বৌদ্ধ ধর্মঃ-

বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েস্টমার্ক বলেনঃ”অর্থাৎ ‘মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অঙ্গ করে দেয়।’ (Ref:Nazhat Afza and khurshid Ahmad, The position of womanin Islam, Kuwait Islamic)

বৌদ্ধ ধর্মে এখনো নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করে। সে জন্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বিবাহ থেকেও বিরত থাকে।

ইহুদী ধর্মঃ

এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ঠ পুরুষও শতগুণে ভাল’। তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করে। তারা নারীকে যাবতীয় পাপ বলে স্বীকার করে। তারা নারীকে যত্নের নেয় ব্যবহার করে। নারীকে শুধু সন্তানের জন্য বিয়ে করে এবং ইসলাম কে ধ্বংস করতে খেলাফত এর যুগে সৈনিকদের চেয়ে নারীই বেশি ব্যবহার করত। মুসলিমদের হেরেম শরীফে সুন্দর রমণী দ্বারা ভরপুর করে দিত। বাজারে নারী বিক্রয় করতে এবং যেখানে সেখানে বেশ্যালয় তৈরি করত। যুদ্ধে মুসলিম সৈনিকদেরকে নারী দ্বারা বিভ্রান্ত করত। ইহুদি এমন একটি জাতি যারা মুসলিমকে ধ্বংস করার জন্য সব কিছু করতে পারে।

খ্রিস্টান ধর্মঃ

‘খৃষ্টধর্ম’ মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে ‘কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ’-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ‘Woman has no soul’ ‘নারীর কোন আত্মা নেই’। খৃষ্টধর্মে একজন পুরুষ একটি মাত্র নারীকে বিবাহ করতে পারবে। বাকি নারীরা সরকারি সম্পদ হিসেবে দেশে থাকবে। যে যখন ইচ্ছা তাদের ব্যবহার করতে পারবে।

• বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদাঃ –

বর্তমান বিশ্বে নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করছে। যেমন কোনো পণ্যের প্রচার করতে নারীকে ব্যবহার করছে। নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা ও উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা, ইন্টারনেট সহ প্রভৃতি। এতে নারীর আর্থিক অধিকার বাড়লেও সম্মান-মর্যাদা কিন্তু মোটেই বাড়ছে না।

ইসলামে নারীর অধিকারঃ

ইসলাম নারীকে কিরণ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা লিখে প্রকাশ করতে চাইলে কলমের কালি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু লেখা শেষ হবে না। ইসলাম নারীকে যা দিয়েছে তা অন্য কোনো ধর্ম বা সভ্যতা পৃথিবীর শেষ দিন চলে আসলেও দিতে পারবে না। ইসলাম নারীদের জন্য একটি দুর্গ যা ভেঙ্গে গেলে নারীর অবস্থা আবার সেই জাহিলিয়াতের মত হয়ে যাবে। ইসলাম নারীকে কন্যা, বোন, স্ত্রী এবং মা হিসেবে উচ্চতর মর্যাদা সম্মান ও তাদের প্রতি পুরুষের সদাচারের আদেশ ও উপযুক্ত অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম নারীদেরকে অধিকারের দিক থেকে কোনো ক্ষমতি করে নাই। ইসলাম নারীকে মা হিসেবে যে সম্মান দিয়েছে তার কোনো তুলনা হয় না। রাসূল (সা) বলেনঃ অর্থাৎ “মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত”। ইসলাম নারীর মর্যাদা ও সম্মানের ব্যপারে ঘোষণা করেছে যে, নারীর মর্যাদা ও সম্মান পুরুষের সমকক্ষ। তারা নারী হওয়ার কারণে তাদের মর্যাদা বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবেনা। এ ব্যপারে রাসূল সাঃ যা বলেছেন তা নারীর মর্যাদা পুরুষের সমকক্ষ করেছে। তিনি বলেন “তোমরা আমার থেকে নারীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ করো (বুখারী হাঃ নং ৪৮৯০)। বিয়ের ব্যপারে তাদের অধিকার রয়েছে। যেমন এক হাদিসে এসেছে যে,

“বালেগা বিবাহিতা নারীকে তার স্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে না। একইভাবে বালেগা কুমারীকেও তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাবে না” (বুখারী হাঃ নং -৪৮৪৩)। তালাক দেওয়ার ব্যাপারেও নারীর অধিকার রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিলমিশ না হলে স্ত্রী চাইলে স্বামীর অনুমতিক্রমে তার বিবাহ বিছেদ করার অধিকার রয়েছে। এটাকে ‘খুলআ’ বলা হয়। কিন্তু ইসলামের পূর্বে বিবাহে নারীদের পছন্দমত স্বামী গ্রহণেরও কোন অধিকার ছিল না।

কিন্তু ইসলাম নারীকে পারিবারিক জীবনেও ন্যায্য অধিকার দিয়েছে এবং সংসারিক জীবনে নারী-পুরুষ পরম্পরের পরিপূরক হিসাবে ঘোষণা করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারাহ ১৮৭ নং আয়াতে বলেনঃ (هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ) অর্থাৎ তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। ইসলাম পুরুষের মতোই নারীদের সম্পদের স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও একচ্ছত্র মালিকানার অধিকার দিয়েছে। তার ক্রয় ও বিক্রয়ের অধিকার রয়েছে। সম্পদ-জায়গীর ভাড়া দেওয়া ও গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। উকিল নিযুক্ত ও হেবা করার অধিকার রয়েছে। তার বুদ্ধিমত্তা ঠিক থাকলে এসব ব্যাপারে তার ওপর কোনো ধরনের নিষাধাজ্ঞা বা বাধা আরোপ করা যাবে না। আল্লাহ বলেনঃ (فَإِنْ مَنْسُمْ مِنْهُمْ رُشِدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ) অর্থাৎ তাদের মধ্যে ভালো-মন্দের বিচার জ্ঞান দেখলে তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেবে (সূরা নিসা -৬)।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার রয়েছে। উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব রাঃ একজন মুশারিককে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ভাই আলি রাঃ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তখন রাসূল (সা) করেন (مَرْحَبًا بِأَمْ هَانِئٍ) অর্থাৎ “হে উম্মে হানি, তুম যাকে নিরাপত্তা দিয়েছে, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। (বুখারি হাসং ৩০০০)।

এভাবেই ইসলাম নারীকে সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। তবে পর্দার মধ্যেই সকল কর্ম সম্পাদন করতে হবে।

ইসলামে কেন সমউত্তরাধীকার দেয়নিঃ

এরকম প্রশ্ন কেমন জানি একটা দিব্যি বোকা এবং উইপোকা ধরা পচা মস্তিষ্ক থেকে নির্গত বাস্তবতাহীন-অবৈঝানিক একটি প্রশ্ন। যেমন ধরন কোন ভদ্রলোক ঢাকা থেকে যশোরে বিমানে গেলো। সেখানে সে ভাড়া দিলো পাঁচ হাজার টাকা। অন্য আরেকদিন সে ঢাকা থেকে যশোরের গেল পরিবহন বাসে করে। সেখানে সে ভাড়া দিলেও পাঁচশত

টাকা । এখানে যদি বাসওয়ালা বলে যে “না, আপনি সমাধিকার প্রতিষ্ঠা করেননি । আপনি আমার অধিকার হরণ করেছেন । একই দূরত্ব অতিক্রম করে আপনি একজনকে দিচ্ছেন ৫,০০০ টাকা, আবার আরেকজনকে দিচ্ছেন মাত্র ৫০০টাকা । আমি সমাধিকার চায় । তাই আমিও ৫,০০০ টাকা চাই । আপনি আমাদের মধ্যে সমবন্টন করুন । সমতা রক্ষা করুন । সামতা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন । সাম্যবাদী হন.....” ।

বর্তমানে ইসলামবিদ্যীদের এমনই দুরবস্থা হয়েছে । তাদের মাথার মন্তিক্ষে পচন ধরেছে ।

মনে রাখতে হবে, ইসলাম কোনো মানব রচিত ধর্ম নয় । এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশ্বী ধর্ম । তাই যাকে যেভাবে যতটুকু দেওয়া ধরকার ইসলাম তাকে সেভাবে ততটুকুই দিয়েছে । এমনকি প্রাকৃতিক ভাবেও এই তথাকথিত সমাধিকার হতে পারে না । অভ্যাসগত ও সৃষ্টিগত ভাবেও দুইজন দুই দিকের প্রতীক । যেমনঃ হাঁস যখন পানি দেখে তখন পানিতে নেমে যায় । কারণ এর অভ্যাসই হচ্ছে পানিতে থাকা । আর মুরগি কখনো পানিতে যায় না । তাকে যদি পানিতে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে সে থেকে দৌড়ে ওঠে আসবে । কারণ সে হলো স্থলভাগের প্রাণী । আর মুরগিকে পানিতে বেঁধে রাখা হলে তার মরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই । কারণ মুরগি পানিতে থাকতে অব্যস্থ নয় । ঠিক এমনিভাবে নারী-পুরুষ উত্তরাধীকারে সমাধিকার ভোগ করতে পারেনা । যে সব নাস্তিকরা বা যারা নারী অধিকার নিয়ে কথা বলে মূলত তাদের অন্য কোন ধর্ম নিয়ে কোনো সমস্যা নেয় । শুধু ইসলাম নিয়েই তাদের যত সমস্যা আর মাথাব্যথা । কারণ আজ পর্যন্ত কোনো ধর্ম নারীকে সমাধিকার দেয় নায় । সরচিত ও সেছাচারিতার কারণে দিতে পারবেও না । ইসলাম নারীকে কি দিয়েছে সেটা যদি জানতে চাইলে আগে আমাদের বিবেচনা করতে হবে প্রাচীন জাহেলি যুগে নারীর অবস্থা কেমন ছিলো আর আধুনিক যুগে কেমন আছে । যেসময় একজন পুরুষের কাছে নারীদের কোন মূল্য ছিলো না । না স্ত্রী হিসাবে, না বোন হিসাবে, না মায়ের হিসাবে । তাদের কাছে তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না । অধিকারের কথাতো বাদই দিলাম । তখন একজন কণ্যা সন্তান পৃথিবী দেখার আগেই জীবন্ত করবস্থ করা হত । সেই যুগে তো বিকৃত ও পান্ত্রী কর্তৃক সেছাচারীতায় পূর্ণ ইহুদি ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্ম ছিলো । কিন্তু তারা কি কোন অবদান রেখেছিলো নারী অধিকারের জন্য? ইতিহাস সাক্ষী তারা বর্তমানে বড় বড় কথা বললেও তারা কিছুই করে নাই । একমাত্র ইসলাম ধর্ম আসার পরই নারীরা তাদের পূর্ণ অধিকার ফিরে পেয়েছে । আচ্ছা যাইহোক, আসুন এবার আমাদের বর্তমান যুগের কথা বলি, সমাজে যখন একজন পুরুষ যদি বিধবা নারী বিবাহ করতে চায়, তখন সমাজ কি তাকে বাহ বাহ দেয়? নাকি ছি ছি করে? কেন? একজন বিধবা নারীর কি বিবাহের অধিকার রাখে না? নারীরা শারীরিক, মানসিক, আচার-ব্যবহার সব দিক দিয়ে পুরুষের থেকে ভিন্ন এবং

নারীরা পুরুষের মত চলতে পারে না । তারপর ও কিভাবে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নিজস্ব স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিভ্রান্তমূলক মতবাদের অনুকূলে খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে সকল ক্ষেত্রে সমাধিকারের দাবি করেন । অথচ ইসলাম নারীকে পর্দার মধ্যে থেকে সরকিছু করার অনুমতি দিয়েছে । তারপরও দুটি প্রশ্ন থেকে যায় - একটি হলো "সম্পদ বণ্টন এর সময়, একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান ।"

এখানে প্রশ্ন হল -কেন নারীরা অধিক পাবে? এর উত্তরে বলব - সব ধর্মের নারীরা বাসায় থেকে সন্তান লালন-পালন করে এবং বাড়ির সকল কাজ কর..... ইত্যাদি । মেয়েদের বাড়ির বাহিরে গিয়ে কোনো আয় করা লাগে না এবং কোনা ধর্ম এইটার ওপর জোর জবরদস্তি করে না । ইচ্ছা হলে করবে । ইচ্ছা না হলে করবে না । অপরদিকে আমাদের পুরুষতাত্ত্বিক সমাজে সকলের পরিবার সম্পূর্ণ পুরুষের অর্থ দ্বারা চলে । পুরুষের সম্পূর্ণ আয়টা পরিবারের পিছনে খরচ হয় । ওয়ারিশ সূত্রে পুরুষরা শুধু তার বাবার সম্পদ থেকে পায় । কিন্তু নারী তার বাবার সংসার থেকেও পায় আবার স্বামীর সম্পদ থেকেও পায় এবং তার বড় ভাই ও ছেলে সব সময় তার পাশে থাকে । পরিবারের জন্য তার একটাকাও খরচ করা লাগে না । তার সম্পদগুলো তার কাছেই গচ্ছিত থেকে যায় । সেজন্য মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের সময় একজন পুরুষের অংশ দুই জন নারীর অংশের হয় ।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো নারীরা কেন পর্দা করবে? নারীদের জন্য পর্দা হলো একটি সূরক্ষিত দুর্গ । যা ভেঙে গেলে নারীরা আবার সেই জাহেলিয়া যুগে চলে যাবে । এতে কোনো সন্দেহ নেই । নারী হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ কারণ নারীদের মাধ্যমেই পৃথিবী মানবজাতি দ্বারা ভরপূর হয়েছে । পৃথিবীর বড় বড় মনীষী, বিজ্ঞন, নবী ও রাসূলগণ সবাই নারীর মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে । সেজন্য নারীরা অনেক অনেক দামী । আর দামী জিনিস খুব হেফাজতে রাখতে হয় । আর পর্দার কারণে নারীরা বিভিন্ন ধরনের হয়রানী থেকে রক্ষা পায় । যেমনি ভাবে বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মায়ের কোলে । ঠিক তেমনি নারীরা পার্দায় সুন্দর । বিশ্ব নাস্তিক "তাসলিমা নাসরিন" বিভিন্ন দেশের পুরুষদের সাথে চলাফেরা করে বলেছে: "সব পুরুষরা একই, তারা মেয়েদের শুধু ব্যবহার করে" । এটা তার বেপর্দার কারণেই হয়েছে । কারণ বেপর্দা নারীকে পুরুষ শুধু ব্যবহার করতেই চায় । আসলে পুরুষরা কি সকল নারীকে ব্যবহার করে? না যারা বেপর্দা চলে শুধু তাদের সাথেই এরম অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ হয় । অনুরূপভাবে চলচ্চিত্রের অভিনেত্রিদের দেখুন । তারা কখনোই একটি বিয়ে করে স্থায় থাকতে পারে না । বার বার তালাক হয় তাদের । এটা শুধু তাদের বেপর্দার কারণেই হয় । যে অর দেশে পর্দা আছে সে দেশে ধর্মনের হার বেশি

নাকি যে দেশে পর্দা নেয় যে দেশে বসে ধর্ষণের হার বেশি? দেখুন-- তাহলেই বুঝতে পারবেন। পর্দা করার প্রয়োজন কতটুকু। ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, তা নিয়ে নারীরা ভালো থাকবে এবং নারীদের সতীত্ব ভালো থাকবে। ইসলামের চেয়ে যদি কেউ আরো বেশি দিতে চায়, সেটা অধিকার নয়, সেটা ফাঁদ। ইসলামকে যদি কেউ অন্য ধর্মের মত মনে করে, সে ইসলামের নামাজ-রোজা-হজ্জ-সেদ ছাড়া বাকি সব কিছু ভুল বুঝবে। সে ভাববে ধর্মে আবার এত কিছু কেন? শেষ লঞ্চে এসে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই কাজী নজরুল্লের একটি বাণী

" ইসলামে নারীকে দিয়েছে প্রথম মুক্তি নরসম অধিকার, মানুষ গড়া প্রাচীর ভাস্তিয়া করেছে একাকার

মায়ের পদচল সঞ্চানের যেহেশা।

Turning Point

Md. Zunayed Shaikh

this world is not made only for indicating road turn but also indicating our life turn. It has in everybody's life. In human life it can be as a mercy or irreparably loss. when men use it exact way then her life fills with happiness. on the contrary, if he can not use it properly, just then he falls in danger. Afterwards the life is filled with darkness. the life candle are be extinguished slowly. Most of the time it happens when the man is grieved by emotional pain.

Then most of the people choose drugs, smoking, robbery and also performs more crime. Some of them choose suicide when they hesitate and disappoint. But The number of people facing this problem is not a little. Overcoming all obstacles, they would world famous singers and world famous dancers, Businessman, Muslim jurist etcetera. A little percent of the people do not face this problem. However you must solve your problem properly. never be disappointed. you should not loss your self-confidence. You must always remember that I must carry out my mission anyway.

তথাকথিত “ধর্মব্যবসায়ী” আখ্যা মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি মোঃ জুবায়ের আল ফয়েজী

সমাজের মানুষ দীনকে ভালোবাসে। ইসলামকে প্রাণের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসে।ভালোবাসে আলেম ওলামাকেও।এই ভালোবাসা কোন টাকা-পয়সা বা দুনিয়াবি কোন স্বার্থসিদ্ধি অর্জনের জন্য নয়। বরং এটা একটা প্রাকৃতিক ভালোবাসা।আল্লাহ তায়ালা দীনকে ভালোবাসেন।সেই সাথে দীনদার ও দীনের মুবালিগদেরকেও ভালোবাসেন।এই দীনের মূল্য খোদার কাছে তার প্রিয় হাবিব মুহম্মদ সাঃ এর পবিত্র রক্ত ধর্মনী মোবারোক থেকেও অধিক প্রিয়। তাইতো ওহদের ময়দানে তার দীন রক্ষার্থে ঝরেছিলো বিশ্বনবির পবিত্র রক্তকণ।এই দীনের সংরক্ষণকারী আল্লাহ তায়ালা নিজেই। সেই উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ নবি-রাসূল। আল্লাহ তায়ালা মানুষদের হৃদয় গহিনে তাদের প্রতি ভালোবাসা পয়দা করে দিয়ে সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সকলকে তাদের অনুগামী বানিয়ে দিয়েছেন তাদেরই উত্তরাধিকারী আজকের আলেমগণকেও তিনি সম্মানিত করেছেন।জগতের ক্ষমতাবান, বিজ্ঞবান সকলকে তাদের কদমে তলে এনে দিয়েছেন।কিন্তু একদল মোহরাক্ষিত, অয়স কঠিন হৃদয়ে এই হৃদ্যতা পৌছে না। শুধু এটাই নয়, আল্লাহর সকল মহান কল্যাণ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। এমনকি রবের সর্ববৃহৎ নেয়ামত হেদায়ত থেকেও তারা অন্তরাল দ্বীপে আবদ। আল্লাহ তায়ালা সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই পবিত্র কোরআনে এদের পরিচয় বলে দিয়েছেন সূরা বাকারার ৬ ও ৭ নং আয়াতে, সূরা আনআমের ২৫ নং আয়াতসহ আরও অসংখ্য জায়গায়। যার মর্মার্থ এই যে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের অন্তর মহরাক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। যার কারণে তারা কল্যাণকর কিছুই বুঝতে পারে না। এমনকি (আল-ইমারান- ১২০, নিসা- ৮৯, বাকারার- ১০৫)

আয়াতগুলো তাদের চরিত্র বর্ণনায় বলছে তারা কল্যাণপ্রাপ্ত ও নেয়ামতপ্রাপ্তদের অকল্যাণ কামনা করে এবং হিংসা-বিদ্বেষের আগুনে তাদের অন্তর দাউদাউ করে জলে পুড়ে অনিষ্ট অভিলাষে উজ্জীবিত করে তোলে। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের এর সত্যতা প্রমাণিত হবে কেয়ামত পূর্বসীম ও কেয়ামত পরবর্তী অসীমসর্বকালেই। বর্তমানেও এর বিপরীত নয়। দীনকে উজ্জীবিত ও সজীব রাখতে দীনের ধারক-বাহকদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা মানুষের হৃদয়ে সৌহার্দ, হৃদ্যতা ও ভালোবাস পয়দা করে দিয়েছেন। এজন্যই মানুষ স্বভাবজাতভাবেই ভালোবেসে এবং সৌভাগ্য মনে করে হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত আলেম-উলামার সান্নিধ্য পেতে বিভিন্ন জায়গায় মাহফিল আয়েজনের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে তাদেরকে সবিনয় আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ করে থাকে। তারপর আলেমগন তাশরিফ নিয়ে আসেন। মানুষদেরকে পাপাচার থেকে পারিশুম্ব করেন। মানুষদেরকে সত্য ও পুণ্যের পথে বাতলে দেন। এমনকি মানবহৃদয়ে পুণ্যের প্রতি পতিযোগীতামূলক অনুভূতি ও উপলক্ষ্য সৃষ্টি করেন।

উৎফুল্ল মনোভাব নিয়ে এবং দীনের কাজে সহযোগীতাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে জনমানুষ আল্লাহর দীন টিকিয়ে রাখা, প্রচার-প্রসার ও উজ্জীবিত রাখার কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিঞ্চিত ভূমিকা রাখাতে আলেমদের দুনিয়াবি জীবিকা ক্ষেত্রে সামান্য পরিসরে অবদান রাখাকে সৌভাগ্য মনে করে। এমনকি জনমানুষ তাদের জানমালের সর্বশেষ সম্বলটুকু দিয়েও আত্মস্তুর ত্রাস মেটাতে পারে না। কারণ এই

ভালোবাসা-মুহাববতের কোন অন্ত নেই । এর কোন বিনিময় হয় না, কোন তুলনা হয় না । কারণ এই ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে । এই ভালোবাসার জোয়ারের সূচনা হয়েছে মানবজাতির উষাগ্নি থেকে সকল নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের মাঝে । মহাম্মাদ সাঃ ও তাঁর সোনার সাহাবায়েকেরামগন নির্মান করে গেছেন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । কিন্তু নবীযুগের কাফের, মুনাফিকরা আর এযুগের নতুন বর্ণিল মুখোশধারী আর মডিফায়েড নামধারী তথাকথিত নাস্তিক, মুরতাদ ও ইসলামবিদ্বেষীরা একে ধর্মব্যবসা, ধর্মগাঁড়ামি বলে আখ্যা দিয়েছে । আলেমদেরকে ধর্মব্যবসায়ী আখ্যা যাওয়ার মূল কারণ কি? তাদের সাথে অর্থের সম্পৃক্ততাইবা কোথায়? আর এসকল অযৌক্তিক লকবে আখ্যার কোন যথোপযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না । তবুও তাদের কথাবার্তা থেকে প্রকাশিত কথাবার্তাগুলোর বিশ্লেষণ থাকা উচিত । চলুন আমরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের কথাবার্তাগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করি ।

প্রশ্ন নাম্বার (১)-

আলেমদেরকে তথাকথিত গণকমিশনের "ধর্মব্যবসায়ী" বলে আখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্য কি এই যে, জনমানুষ সৌভাগ্যের অনুভূতি নিয়ে, খুশি হয়ে, দায়িত্ব কর্তব্য জ্ঞান করে তাদেরকে যে হাদিয়া দেয় - এই জন্যই কি আলেমদেরকে ধর্মব্যবসায়ী বলা হচ্ছে...?

জবাব (১):-

তাদের পঁচা মন্তিক্ষের থিওরি অনুযায়ী তাহলে তো শিক্ষকরা শিক্ষা ব্যবসায়ী । কারণ শিক্ষাকে পুঁজি করে তারা জীবিকা অর্জনের জন্য টাকা নেন । আবার বিজ্ঞাপনদাতারা কুলটা বা গণিকা ব্যবসায়ী । কারণ তারা সুন্দরী তারকাদের লাইফস্টাইল এবং বিড়টি ও পপুলারিটির মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের জন্য টাকা উপার্জন করেন । এমনিভাবে প্রত্যেক মসজিদের ইমাম, মন্দিরের ঠাকুর-ধর্ম পণ্ডিত, পুরোহিত গির্জার পাদ্রী, পোপ-যাজক,(Synagogue)সিনেগগ এর (Rabbi) রাবাই সবাই ধর্মব্যবসায়ী । এমনিভাবে তাহলে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ব্যবসায়ী । কারণ তিনি গণমানুষের অনুভূতি কাজে লাগিয়ে দেশ স্বাধীন করে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসে জীবিকা নির্বাহের জন্য মন্ত্রী পদের ভাতা গ্রহণ করেছিলেন । শেখ হাসিনার একজন দেশ ব্যবসায়ী । কারণ তিনি দেশের অগ্রগতি-উন্নতির জন্য জনগণের কাছ থেকে টেক্স, টেল আদায় করে দেশ রক্ষার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেন । যদি কেউ বলেন এরা তো মৌলিক উদ্দেশ্যগতভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য ও অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ করেন না । তাহলে আমিও বলব কোন আলেমও তো জীবিকা অর্জনের জন্য মাহফিল করে বেড়ান না, এবং দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দ্বীনী কোন ধরনের কার্যক্রম বা কাজকর্ম করে বেড়ান না । শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীব্যাপী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলাম বিশ্বের কোন আলেম -এমনকি সর্বনিম্ন একজন সাধারণ মুসলিম জীবিকা বা দুনিয়াবি কোন উদ্দেশ্যে দ্বীনের কোন কাজ করেছে বা করে এমন কোন নজির বা দৃষ্টান্ত কোন মায়ের সন্তান খুঁজে দেখাতে পারবে না । কারণ ওলামায়েকেরাম সকল কাজ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য । আর তারা কিভাবেইবা দ্বীনের দাওয়াতের কাজ-কর্ম জীবিকার উদ্দেশ্যে করবেন । আল্লাহর কোরআন আর রাসূলের হাদিসে তো এর কঠোর নিষেধ রয়েছে । কেউ এই উদ্দেশ্যে কোন কিছু করলে তার সকল আমল তো বরবাদ হয়ে যাবে । যেমনঃকোটি টাকার কোরবানি দিলে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য থাকলে তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায় ।

জবাব(২):-

আলেমরা তো কারো থেকে জোর করে টাকা লুটপাট করে আনেনি। জনমানুষ স্বেচ্ছাই ও আত্মপূর্ণ-আত্মসৌভাগ্য হিসেবে যা দেয়, সেজন্য আপনারা তাদেরকে কিভাবে ধর্মব্যবসায়ী বলেন। যারা দাতা তারা যেখানে অভিযোগ শূন্য সেখানে এমন অভিযোগ-অনুযোগ অকল্পনীয়, অকাম্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত। কারণ তারা এগুলো পূর্ণ হিসেবে খুশি মনে দেয়। যে পূর্ণের কথা কোরআন-হাদিসে ভরপূর। যারা জীবনে এ সকল পূর্ণ কাজের ধারে কাছে নেই, তাদের মাঝের চেয়ে মাসির দরদ উপরে পড়ার মতো তৎপর হওয়ার উদ্দেশ্য কি একটি স্পষ্ট ভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ড নয়? জনগণের মাঝে এমন অথবা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মানবমনে ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া কি দেশীয় সংবিধানের ঘোড়শ অধ্যায়-এর ১১২তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কি জঘন্য দণ্ডনীয় অপরাধ নয়? মূলত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অপরাধী তো এরাই। এই কমিশনের সদস্যরাই সারা দেশব্যাপী জনসমাজে জঘন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে জনঅনুভূতিতে আঘাত দিয়েছে। তাহলে এরা কি কারোর মদদপূর্ণ হয়ে আইন-সংবিধানের উর্ধ্বে উঠে গেছে? তানাহলে এদের কেউই কেন এখনো গ্রেফতার হয়নি? ---জাতির প্রশ্ন, জাতি জানতে চাই। তথাকথিত অযৌক্তিক ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের ঠুনকো অপরাধে VP নূর, মামুনুল হক সহ হাজার ধর্মপ্রাণদের বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে এবং সহিংসতা ও হয়রানির জন্য আইএলও কনভেনশন ১৯০টি অনুসমর্থন জাতীয় আইনজীবিদের জাতীয় দাবি হয় তাহলে তথাকথিত গণকমিশনের বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারীরা, মিথ্যাপ্রচারকারীরা, জন হন্দয়ে হয়রানি সৃষ্টিকারীরা সমাজে মানুষের মনে উৎকর্ষ সৃষ্টিকারীরা মদদপূর্ণ হয়ে এখনো ১৪ সিকের বাইরে মুক্ত আকাশের নিচে স্বাচ্ছন্দে ডানা মেলে ঘুরে বেড়ানোর অধিকার কোথায় পেল?...

জাতি জানতে চাই..।

প্রশ্ন নাম্বার (২) :-

তথাকথিত গণকমিশনের “ধর্মব্যবসায়ী” বলে আখ্যা দেয়ার উদ্দেশ্য কি এই যে, আলেমগণ সমাজসেবক, সামাজিক কল্যাণমূলক সংগঠন, সমাজের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন নেতৃত্বন্দের দ্বারা অনুরোধিত হয়ে ইয়াতিম দরিদ্র অসহায় অধিকারহারাদের জন্য দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জনসভায় দান-দাতব্য, সহানুভূতি ও সাহায্যের পূর্ণ-মহাত্ম বুরাইয়া উৎসুক মানুষ হতে দান-সদকা উঠাইয়া নেতৃস্থানীয় পরিচালকের হাতে অথবা সংকটপূর্ণ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে টাকা উঠাইয়া দেন- -এই কারণে কি আলেমদেরকে ধর্মব্যবসায়ী লকবে ক্ষমতাবলে আবদ্ধ করা হচ্ছে?

জবাবঃ-

তাই যদি হয় তাহলে যারা এমন জনকল্যাণমূলক কাজ করে-করেছে- করতেছে-করবে সবাই এই “ব্যবসায়ী” টাইটেলধারী হবে। এবার তাহলে টাইটেল গিয়ে বর্তাবে জনকল্যাণে যারা উলামাদের মত এমন কৃতি রেখেছেন ও রাখেন সকলের উপর। অতএব এই শিরোনামের করতলগত হবে Dylan Mahalingam, Alexandra Scott, Ryan Hreljac.....সহ এমন সকলেই।

এখন সকলের কাছে সূর্যের কিরণে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে কোন কমিশনের উদ্দেশ্য শুধু মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে জনগণের অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং তাদের হয়রানি করা। আলেম উলামাদের সাথে দেশের সকল মানুষের প্রগাঢ় ও স্বতঃসিদ্ধ এবং সর্বজন পরিলক্ষিত সম্পর্ক বিনষ্ট করা কৃটকৌশলী অপপ্রচেষ্টা। এদেশের আলেমদেরকে হয়রানি করা দেশের সিংহভাগ মানুষকে হয়রানি করার নামান্তর। এই সিংহভাগ মানুষকে হয়রানি করা ও জনসমাজে বিভেদ বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে খোলা আকাশের নিচে মুক্তভাবে বিলাসী জীবন যাপনের অধিকার তারা কেথায় পেল। গণকমিশনের সকল সদস্যকে জনসম্মুখে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। তানাহলে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় আইনে যথোপযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জনমানবের হাদয়ের দাবী।

তালেবানের আদ্যন্ত

মোঃ শাকিল আহমেদ

পাহাড়ি স্থলবেষ্টিত একটি দেশ আফগানিস্তান। দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের একটি অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় দেশটিকে। আফগানিস্তানের পূর্বে ও দক্ষিণে পাকিস্তান, পশ্চিমে ইরান, উত্তরে তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান এবং উত্তর-পূর্বে চীনের অবস্থান। আফগানিস্তান শব্দের অর্থ আফগান (পশ্তুন) জাতির দেশ। দেশটির উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো মূলত মরুভূমি ও পর্বতশ্রেণি উত্তর-পূর্বে দেশটি ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে হিমবাহ-আবৃত পশ্চিম হিমালয়ের হিন্দুকুশ পর্বতের সঙ্গে মিশেছে। আমু দরিয়া নদী ও এর পাঞ্জ নামের উপ-নদী দেশটির উত্তর সীমান্ত নির্ধারণ করেছে।

'আফগানিস্তানের ইতিহাস' থেকে জানা যায় দেশটির ইতিহাস, সাধারণ মানুষ আর ঐতিহ্যের কথা। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিকে বারবারই হতে হয়েছে বিদেশি পরাশক্তিগুলোর হামলার শিকার। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তান আক্রমণ করে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে সব সেনা প্রত্যাহার করে নেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। এরপর ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তালেবান সরকারকে দায়ীদের তাদের হাতে তুলে দিতে বলেছিল। কিন্তু সেবারও তালেবান ওই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। এর উপর্যুক্ত জবাব দিতে আফগানিস্তানে অভিযান শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বাহিনী। পরের কয়েক মাসে আফগানিস্তানে তালেবানবিরোধী বাহিনী 'দ্য নর্দান অ্যালায়েন্স' যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বাহিনীর সহায়তায় কাবুলে হামলা চালিয়ে তালেবান সরকারকে উৎখাত করে। যদিও সে যুদ্ধ থেমে থাকেনি, চলেছে দীর্ঘ ২০ বছর। যুদ্ধে মূল টার্গেট তালেবান এবং আলকায়েদা হলেও দীর্ঘ সময়ের যুদ্ধে প্রাণ হারায় সাধারণ আফগান নাগরিক। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করে তাদের মনোনীত হামিদ কারজাইকে ক্ষমতা প্রদান করে।

২০০১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ২০ বছরের লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো-

★ ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১: নাইন ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলা

আলকায়েদা আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সন্ত্রাসী হামলা চালায় (এটা মিথ্যাচার)। চারটি যাত্রীবাহী বিমান হাইজ্যাক করে দুটি নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে আঘাত হানে। আরেকটি আঘাত হানে ওয়াশিংটন ডিসির পেন্টাগনে। চতুর্থ বিমানটি পেনসিলভেনিয়ার এক মাঠে বিধ্বস্ত হয়।

★ ৭ অক্টোবর ২০০১: প্রথম বিমান হামলা

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা জোট আফগানিস্তানে, তালেবান এবং আলকায়েদার স্থাপনাগুলোতে বোমা হামলা শুরু করে। হামলা করা হয় বাবুল, কান্দাহার এবং জালালাবাদে। সোভিয়েত দখলদারিত্বের অবসানের পর ক্ষমতায় এসেছিল তালেবানরা।

★ ১৩ নভেম্বর ২০০১: কাবুলের পতন

আফগানিস্তানের তালেবানবিরোধী একটি জোট, নর্দান' অ্যালায়েন্স। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা জোটের সমর্থনে কাবুলে প্রবেশ করে। তালেবানরা কাবুল ছেড়ে পালিয়ে যায়। ২০০১ সালের ১৩ নভেম্বর নাগাদ সব তালেবান হয় পালিয়ে যায় অথবা তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়।

★ ২৬ জানুয়ারি ২০০৪: নতুন সংবিধান

আফগানিস্তানের সব জনগোষ্ঠীর নেতাদের নিয়ে লয়া জিরগা' বা এক বিরাট জাতীয় সম্মেলনে বহু আলোচনার পর নতুন আফগান সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধানের অধীনেই ২০০৪ সালের অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়।

★ ৭ ডিসেম্বর ২০০৪: হামিদ কারজাই প্রেসিডেন্ট হলেন

আফগানিস্তানের পালজাই দুররানি উপজাতির নেতা হামিদ কারজাই নতুন সংবিধানের অধীনে আফগানিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। পাঁচ বছর মেয়াদ করে দুবার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

★ মে ২০০৬: হেলমান্দ ব্রিটিশ সেনা মোতায়েন

আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের হেলমান্দ প্রদেশে ব্রিটিশ সেনা মোতায়েন শুরু হয়। হেলমান্দ তালেবানের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। তাদের প্রাথমিক মিশন-হিল সেখানে পুর্ণগঠন কাজে সাহায্য করা। কিন্তু শিগগিরই তারা তালেবানের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে জড়িয়ে যায়।

★ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯: ওবামার নতুন কৌশল

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা ব্যাপকভাবে বাড়ানোর এক নতুন কৌশল অনুমোদন করেন। এক পর্যায়ে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ৪০ হাজার। ইরাক যুদ্ধের কৌশলের অনুকরণেই প্রেসিডেন্ট ওবামা এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

★ ২ মে ২০১১: ওসামা বিন লাদেন নিহত পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ শহরের এক বাড়িতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ কমান্ডো বাহিনী 'নেভি সিলসের' হামলায় আলকায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন নিহত হন। বিন লাদেনের দেহ সেখান থেকে সরিয়ে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

★ ২৩ এপ্রিল ২০১৩: মোঘ্লা ওমরের মৃত্যু

তালেবানের প্রতিষ্ঠাতা মোঘ্লা ওমরের মৃত্যু হয়। দুই বছরেরও বেশি সময় তার মৃত্যুর খবর গোপন রাখা হয়েছিল। আফগান গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানের করাচির এক হাসপাতালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মোঘ্লা ওমর মারা যান।

★ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪: ন্যাটোর যুদ্ধ মিশনের সমাপ্তি

কাবুলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যাটো আফগানিস্তানে তাদের সরাসরি লড়াইয়ের সমাপ্তি টানে। যুক্তরাষ্ট্রও তাদের হাজার হাজার সৈন্য প্রত্যাহার করা শুরু করে। যারা থেকে গিয়েছিল তাদের মূলত প্রশিক্ষণ এবং আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে সহায়তা দেওয়ার কাজে লাগানো হয়।

★ ২০১৫: ভালেবানের পুনরুত্থান।

তালেবান একের পর এক আত্মাতী হামলা, গাড়ি বোমা হামলা চালাতে শুরু করে। কাবুলে পার্লামেন্ট ভবনে এবং কুন্দুজ শহরে হামলা চালায়।

★ ২৫ জানুয়ারি ২০১৯: মোট নিহত সৈন্য সংখ্যা ঘোষণা

আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি জানান, ২০১৪ সালে তিনি আফগানিস্তানের নেতা হওয়ার পর তার দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর ৪৫ হাজার সদস্য নিহত হয়েছে।

★ ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তালেবানদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি

কাতারের রাজধানী দোহায় যুক্তরাষ্ট্র এবং তালেবানরা আফগানিস্তানে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এক চুক্তিতে সই করে। চুক্তি মেনে যুক্তরাষ্ট্র সব সৈন্য প্রত্যাহারে রাজি হয়।

★৩০ আগস্ট ২০২১: সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্ক

আফগানিস্তানে শেষ হয় মার্কিন অধ্যায়। ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সময়সীমা থাকলেও স্থানীয় সময় ৩০ আগস্ট বিকাল সাড়ে ৩টায় সব শেষ মার্কিন বিমান ছেড়ে যায় কাবুল বিমানবন্দর। ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই আফগানিস্তান অভিযানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা- করে যুক্তরাষ্ট্র।

তালেবান আন্দোলন কান্দাহারের মাদ্রাসা শিক্ষক মোল্লা ওমর মাত্র ৬০জন ছাত্র নিয়ে শুরু করেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় প্রতিবেশী পাকিস্তানের ছয় শতাধিক ছাত্র। এরপর ধীরে ধীরে সারা আফগানিস্তানের মাদ্রাসা ছাত্রদের সমন্বয়ে এ সংখ্যা দেড় লাখে উঠে। ২০ বছরের যুদ্ধে ৮০ হাজার শাহাদাত বরণ করে বর্তমান প্রায় আশি হাজার তালেবান রয়েছে। প্রচুর অর্থ খরচ করে ও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য থেকে গেছে অপূর্ণ। আফগান যুদ্ধে গত দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্র ২ লাখ ২৬ হাজার কোটি ডলার খরচ করেছে। এতো গেল প্রত্যক্ষ খরচের হিসাব। পরোক্ষ ব্যয়ের তালিকা ও দীর্ঘ। ২০ বছরে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের ২ হাজার ৪০০ সেনা নিহত হয়েছে। এছাড়া মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রায় ৪ হাজার। ঠিকাদার নিহত হয়েছে তালেবানদের হামলায়। যুদ্ধাত্ত হয়েছে আরো ২০ হাজার সেনা। এই আহত সেনাদের চিকিৎসা ও অবসর ভাতা হিসেবে আগামী দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রকে গুনতে হবে আরও ৩০ হাজার কোটি ডলার। এক কথায় পাহাড় সমান কত খরচ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এটাই আল্লাহর গায়েবী সাহায্য অলৌকিক কারিশমা। পবিত্র কোরআনের আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদের প্রিয়নবী হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্যে বলেছেন,
وَتَعْزِيزُ مِنْ تَشَاءِ وَتَذْلِيلُ مِنْ تَشَاءِ . قَلْ اللَّهُمَّ مَا لَكَ مَا لَكَ تُؤْتِي الْمَلَكُ مِنْ تَشَاءِ وَتَنْزِيلُ الْمَلَكُ مِنْ تَشَاءِ .
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . بِيْدِكَ الْخَيْرُ .

আপনি বলুন, ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য দাম করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ও রাজত্ব কেড়ে নেন। আর যাকে ইচ্ছে সম্মান দিয়ে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন আবার যাকে ইচ্ছা অসম্মান, লাঞ্ছনা দিয়ে তাকে নিচে নামিয়ে আনেন। কল্যাণ শুধু আপনারই হাতে। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।-সূরা আলে ইমরান ২৬

কোরআন সুন্নাহ ও বিশ্ব ইতিহাসে বর্ণিত আল্লাহর কুদরত, অলৌকিক সাহায্য ও শক্তির যত কথা মানুষকে উদ্বেলিত করে, এসবের জীবন্ত উদাহরণ আজকের আফগানিস্তান। বিশ্বের ৫০টি দেশের সমর্থন, আফগান দালালদের সহযোগিতা এবং সুপার পাওয়ার জোটের সর্বোচ্চ সক্ষমতা ব্যয় করেও ২০ বছরের হত্যা, জুলুম, অমানবিকতা শেষে এরা পরাজয়ের প্লান নিয়ে দেশে ফিরে যেতে বাধা হয়েছে। এর বস্তুগত যত ব্যাখ্যাই দেওয়া হবে, অসম্পূর্ণ হবে। সত্যি বলতে গেলে মজলুম ছাত্রজনতা, মুক্তিযোদ্ধা তালেবানের এ নজিরবিহীন বিজয় এবং রাষ্ট্র ও সরকারে ইসলামী শরীয়া পদ্ধতিকে ঘিরে পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতি সম্পূর্ণ ঈমান, ত্যাগ, কোরবানী ও উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিকতার ফসল। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

দ্যা অর,ফান

সৈয়দ আতিকুর রহমান

মনোযোগ সহকারে শুন আর প্রত্যেকটি চরিত্রকে মনে মনে একটি করে রূপ দাও । কেননা আমি এখন বলতে যাচ্ছি এক অসোহায় এতিমের বাস্তব কাহিনি । চলো শুরু করি বহুদিন আগেকার কথা আমি এক শহরে গিয়েছিলাম সেখানে আমি আর আমার বন্ধুরা মিলে ঘুরতে গিয়েছিলাম । একদিন শহরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ভীড়ে পরে গেলাম আমরা । ভীড়ের মাঝে হারিয়ে ফেললাম পথ, হারিয়ে ফেললাম সাথী / বন্ধুদের । হাঁটতে হাঁটতে পৌচলাম একটি ভঙ্গা বাড়িতে । মনে হলো বাড়িতে কেউ থাকেনা । সন্ধা নেমে এসেছে , শিয়াল মামার আওয়াজ ও ভেসে এসেছে বাতাসে । একটু ভিতরে গেলাম যা মনে করেছিলাম তার একদম বিপরীত । একটু ভিতরে চুকতেই দেখলাম লঠনের মন্দু মন্দু আলো ঘরের এক কর্ণারের অন্ধকরের সথে সংগ্রাম করছে । বাতির দিকে মুখ করে বসে আছে দু'তিন জন বাচ্চা, যাদের কাপর ছিল ছিড়া আর শরীর ছিল ময়লার পাহাড় । একটু সামনে এগিয়ে গেলাম দেখে অবাক হলাম, তারা পড়েছিল একটু বাতিতে । আর একটু এগুতেই তারা আমর দিকে তাকিয়ে রইলো এক পলকে ।

তোমারা কারা ? আমাদের কেউ নেই আছেন শুধু এ পৃথিবীতে আমাদের মাস্টার মশাই, যিনি আমাদের দেখা শুনা করেন । আমাদের এই সমাজ যখন আমাদের কে অবহেলার চোখে দেখে অত্যাচারের ও নৈপিড়িত্বের কোন ত্রুটি রাখেনি , তখন তিনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, আমাদের দেখবাল করছেন । তোমাদের নাম কী? আবুল্লাহ আমার নাম আর তাদের নাম আবুর রহমান ও ফাহিম । তোমার মা-বাবা কোথায়, আমার তো মা-বাবা নেই, আমার জন্ম হওয়ার হাসপাতালে রেখে চলে গিয়েছেন আমার মা-বাবা । আ. রহমানের ও আমার মতো । তোমাদের সাথের ঐ যে কোনয় বসে আছে তার ও কি একই রকম অবস্থা । না ... তার ব্যাপারে আমাদের জানা নাই । তাকে তো তিন চার দিন হলো মাস্টার মশাই এখানে নিয়ে এসেছেন । আমরা তাকে অনেক মিন্তী করে তার সম্পর্কে জানতে চাই । অবশেষে সে বলতে লাগলো... ।

একসময় আমার ও ছিল সব । ছিল এক সূর্যী পরিবার । আমাদের ছিলনা কোন কিছুর অভাব । কিন্তু এক ঘন কালো রাত নেমে আসলো আমাদের পরিবারে । ঐ রাতে আমার মা আমাদের সূর্যী পরীবারকে দুঃখী করে চলে গেল ঐ..... তারার দেশে ।

আমার বাবা ও এ কষ্টে জীবন্ত লাস হয়ে গেল তখন আমিতো ছিলাম মাত্র ছয় বছরের একটি বাচ্চা , এক বছর পরে আমার বাবা ও চলে যাওয়ার পর গ্রামবাসীর কালো চোখ গেল আমার সম্পত্তিতে । তারা কয়েকদিন আমাকে অনেক আদর যত্ন করে, যেমন করে শিয়াল মামা তার মুরগীর নেয় । আর আমার সম্পত্তিতে তারা হায়নার নেয় ধাবা দেওয়ার অপেক্ষায় ছিল । যখনি তাদের ক্ষুধার্থতা নিবারণ হলো ,

দেরি করেনি লাথি মারতে আমায় ! তাদের পিছনে দুঁলোকমা খাবারের জন্য অনেক ঘুরেছি । কিন্তু তারা আমার খেয়ে আমায় দেখিয়ে একটা ইবলিসি হাসি দিয়ে রাক্ষসের মতো চিবিয়ে চিবিয়ো আমার ক্ষুধার জ্বালা সাত গুন বাড়িয়ে দিতো । এ অবস্থা দেখে গ্রামবাসী যখন প্রতিবাদ করতে লাগলো, তখন তাদের সামনে দুটুকরো হাঁর যখন তাদের সামনে ফেললো তারা তা ছাঁটতে শুরু করলো । ভুলে গেল আমার বাবার উপকার ! হায..... আজ কাল কার মানুষ !

যাইহোক, এলাকাবাসীর কাছে বিছার না পেয়ে গেলাম বড় বাবুর কাছে, তিনি ও পেট পুজো করছে দেখলাম । একজনের জুটা আরেকজন ছাঁঠছে । আর ছাঁঠবেই না বা কেন, পরের সম্পদ লুঠনে যে স্বাদ তা কি আর মিস করা যায় । আর উপায় না পেয়ে মানুষের দুয়ারে হাত পেতে বসলাম একটু কাজের বিনিময়ে । তিন দিন হলো খাইতে পাইনি ।

মানুষের কী মানবতা মরে গেছে...? নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার জানায় যে এ পৃথিবীতে জন্ম আমার । এ চিন্তা করতে করতে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম এক দোকান থেকে অন্য দোকানে একটু খাবারের আশায় । হঠাৎ, এক কালে দানবের মতো গাড়িতে উঠিয়ে নিলো আমাকে । তারা আমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে অবশেষে যখন বুঝতে পারলো আমাকে দিয়ে তাদের কোন কাজ হবে না তখন আমার দিকে গুলি তাক করে বলে ,“তোকে দিয়ে আমাতের কোন কাজ নেই, তোকে ছেড়ে দিলে আমাদের সমস্যা ।” আমি ঘনে ঘনে বলি “ একেই বলে ‘আসমানসে গিরা খেজুরপে টাকরা’ ”

আচমকা সবকিছু ঝাপসা দেখতে পাচ্ছিলাম তাদের কালো রাক্ষসে মুখুসের থেকে রক্ত বের হচ্ছে, গাড়ির সামনের গ্লাসটা ভাঙার চুরমুর আওয়াজ আসছিল , আর গছের ঢাল কেমন জানি ভিতরের দিকে আসার পতার গর্জন শুনা জাচ্ছিল । তারপর মানুষের হৈ হৈ আওয়াজ ভেসে আসছিল । আমার এরপর আর কোর হ্স ছিলানা..... ।

চোখ খুলে দেখলাম একজন মুরঞ্বির বসে আছে সামনে । বুঝার আর বাকি রইলো না । জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কে ? “আমি একজন এতিমখানার খাদেম” । আমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আমি উত্তরে বলি “আমি একজন এতিম, আমি এখন সর্বহারা । আমার যাওয়ার কোন যায়গা নেই” আমার অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি আমাকে এখানে নিতে আসলেন ।

আমি ফাহিমকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের মাস্টার মশাই কোথায় ? একটু এই এতিমখানার জায়গা নিয়ে সমস্যা করছে, এই এলাকার বখাটে লোকজন । তারা এই এতিমখানারি জায়গা দখল করতে চায় । বলতে না বলতেই মাস্টার মশাই হজির । আমাকে দেখে বলে “কে বাবা তুমি ?” “আমি এক পথহারা মুসাফির ।” উনার সাথে আমি ভালো করে কথা বলে সবাকচু বুঝতে পারি । আমি জায়গার সমস্যা ঠিক করে দিলাম এক ফোনেই । আর কিছু টাকা দিয়ে বিদায় নিলাম পরের দিন সকাল বেলা ।

যোগ্যতা ও যোগ্য মানুষ

মোঃ আশিকুর রহমান

একটি কাজ সুচারুরপে করতে হলে যোগ্যতার বিকল্প নাই। যোগ্য মানুষ ছাড়া কোন কাজের সফলতা পাওয়া ভার। যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া, কিংবা নিজেকে যোগ্য করার বিকল্প নেই। যোগ্যতা একজন মানুষের মনুষ্যত্বের বড় অংশ। সমাজ সংস্কারে, কিংবা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে তাকে মৌলিক বিষয়ে যোগ্য হওয়া চাই। কেননা এ সকল ক্ষেত্রেই এর পরিচয় প্রয়োজন।

অযোগ্য কখনোই সাফল্য এনে দিতেতে পারে না। আর অযোগ্য ব্যক্তির কোন মূল্যায়ন হয় না। এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। এটাই পৃথিবীর চিরপরিচিত ভারসাম্য। তবে যোগ্য ও অযোগ্য নিয়েই পৃথিবী। এদের দুজনের ভারসাম্য না থাকলে কোন কাজের ঠিক পজিশন থাকতো না।

কিন্তু কথা হল আমরা কী যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে পারি। আমাদের পরিবেশটা কি বলে। যোগ্যতার মানদণ্ডে তাকালে দেখতে পাই, ভাইরাল মানেই যোগ্যতা। যোগ্যতা বলতে আসলে একটা পাঁট আছে তা জানি না। বর্তমান সুশীল সমাজ এই বিবেচনা করতুকু করছে।

আসলে সুশীল সমাজ কি বলবো!! যাদেরকে সুশীল বলে পরিচয় দেই তারাই তো অযোগ্য। যারা জীবনে কষ্ট করে নিজের চিন্তা মন্তিক্ষ গবেষণা ধারালো করেছে তাদেরকে কি আমরা উচ্চপদে বসিয়েছি? সমাজকল্যাণ কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো কাজে তাদের কি সামনে নিয়েছি? আর সে কারণেই তো অনুন্নত দেশগুলো আজ স্বর্ণর্যুগে পাড়ি জমাচ্ছে। আর আমরা এখনো পিছিয়ে আছি।

আমার ছোট্ট বিবেক বলে, এগুলো আমাদের বিবেচনা ঘাটতির একমাত্র কারণ। আজ যুবকদের মধ্যে উদ্যোগতা দেখা যায় না। খুঁজে পাওয়া যায় না আমাদের মাঝে কি লুকিয়ে আছে। আমরা নিজেরা কোন বিষয়ে পারদর্শী কিংবা আমি কোন যোগ্যতায় যোগ্যতাসম্পন্ন। একবার কি ভেবেছি!

তবে এটা ঠিক, যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হলে skill development এর বিকল্প নেই। আর যোগ্যতা কখনো কিনে আনা যায় না। আজকের তরুণদের মূল্যবোধে সম্পন্ন skill development করা খুবই দরকার। কেননা তাতেই যোগ্যতাসম্পন্ন কিংবা মূল্যবোধের জাতি তৈরি হবে। আমাদের সমাজটা সুন্দর হবে। পৃথিবীর বুকে আইডল হতে পারব।

উন্নত চিন্তায়, ভালো মানসিকতায়, সুস্থ যোগ্যতায় যোগ্য হয়ে পথ চলা আমাদের জীবনের কামনা হোক, এই আশা রেখে এখানেই ইতি টানছি।

কারো প্রিয়জন, কারো প্রয়োজন মোঃ মাহমুদুল ইসলাম

প্রিয়জন কে না হতে চায় । প্রয়োজনে ভালো কিছু সবাই কামনা করেন । এমন একটি গল্প
আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ।

আমি পরিবারের মেঝে ছেলে । আমাকে নিয়ে কত স্বপ্ন আমার বাবা-মার । তাই আমি
অন্যতম । আমার মনে হয় পরিবারে একটি মাত্র ছেলে । সবার সাথে মিশে । সবার সাথে
ভাব বিনিময় করে । বাবা-মার অনেক স্বপ্ন আমাকে নিয়ে । জানিনা কতটুকু ফলাফল
দিছি । ছোটবেলা থেকেই সবাই আমার কথা শুনতো । বাবার কাছে আমি খুবই বিশ্বস্ত ।
যেকোনো প্রয়োজনে আমাকে সবাই কাছে টেনে নেয় । বাজার থেকে শুরু করে যে কোনো
প্রয়োজনে আমাকে কাছে পেতে চান তারা । খালা, খালু, মামা সহ সকলে আমাকে ভালো
জানেন । যখনই বাসায় কল আসে আমার কথা জিজ্ঞেস করবে । আমার নানাভাই আমাকে
খুব বিশ্বাস করে । অনেক আদর করতেন । এভাবে দিনগুলি কাটতে থাকে । একসময়
সবার কাছে প্রিয় জন বনে গেলাম ।

দাখিল পরীক্ষা হয়েছে । রেজাল্ট করেছি পাক্কা । চিন্তা হল দেশের কোনো ভালো মাদ্রাসায়
পড়াশোনা করে জীবনে গঠন করা । স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে চলে এলাম মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বীকৃত দেশের সবচেয়ে ভালো মাদ্রাসা দারুল্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল
মাদ্রাসায় । আমি দারুননাজাতের তাখসীসি ব্রাঞ্চে আলিম জামাতে ভর্তি হই । দিনকাল
চলতেই থাকে । একদিন ক্লাসের মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ আমাকে একটি মহান দায়িত্ব অর্পণ
করে । ‘ক্লাস ফাউন্ড’ এখন আমার হাতে । দায়িত্বটা খুব কষ্ট । অনেক সময় অনেকে মজা
করতো । কাউকে কিছু বুঝতে দিতাম না । এমনকি কাউকে বুঝাতে পারতাম না । অনেক
সময় খুব খারাপ লাগতো । কোন কিছু পরোয়া না করে হাসি তামাশায় দিব্যি কেটে যেত ।
এভাবে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে যাই । যা আমার ভবিষ্যৎ আলোকিত করবে আশা
রাখি । কেননা আমি শিখেছি, মানুষের অবস্থা । তাদের মন, তাদের চাহিদা, তাদের
ভালোবাসা, তাদের দুঃখ । এভাবে বুঝতে পারলাম প্রিয়জনের পাশাপাশি আমি
প্রয়োজনীয় । আমি ছোট নই ।

প্রয়োজন সবে হয়,
প্রীয়জন সবে নয় ।
সময় বলে দেয়,
দুটোই এক হয় ।

ইসলামী শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা

মোঃ আশরাফুজ্জামান

আমরা জানি কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত ইসলামের মূল ভিত্তি। এসকল মুসলিম জীবনের মৌলিক ইবাদত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মৌলিক ইবাদত এর পূর্বে আরেকটি মৌলিক বিষয় আয়ত নায়িল করেছেন। মহান আল্লাহ সুবহানাত্তওয়া তায়ালা সূরা আলাক এ বর্ণনা করেন, “আপনি আপনার প্রভুর নামে পুড়ন।”

নির্দেশ এসেছে পড়ালেখা করার। নতুন কিছু জানার। ইসলামে এজন্য এ জন্য শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাংগে। রিসালাত, শরীয়ত, আখেরাত সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দর্শন। আর সে করণ কুরআন আমাদের কি শিক্ষা দেয়, সময় এর তালে তাল মিলিয়ে সময়ের জ্ঞান অর্জন করা। রয়েছে উন্নত জ্ঞান-গবেষনার ইঙ্গিত। তাই আমাদের উচিত আধুনিক যুগে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। আমাদের হতে হবে ডাক্তার বিজ্ঞানী প্রকৌশলী। একজন আলেম শুনলে আমরা বুঝতে হয় তিনি হয়তো কোন মাদ্রাসার শিক্ষক, হয়তো বা ইমাম, নয়তো আলোচনা করেন। এর বাইরে আসলে কিছুই জানিনা। প্রকৃতপক্ষে একজন আলেমকে হতে হয় প্রকৌশলী, রাষ্ট্রপরিচালক, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ এবং সকলের প্রয়োজনের সাথি।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে বিভিন্ন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সময়ের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন দক্ষতা দিয়ে আল্লাহতালা নবীদেরকে প্রেরণ করেন। যেমন: নবী যাকারিয়া আলাইহিস সালাতু আস সালাম কে কাঠমিন্তি হিসেবে দক্ষ করে পাঠিয়েছেন। তিনি কাঠ দিয়ে দৃষ্টিনন্দন ঘরবাড়ি দালান তৈরি করতেন। নৃহ আলাইহিস সালাতু আস সালাম সর্বপ্রথম নৌকা বানান। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু আস সালাম ইসমাইল আলাইহিস সালাম দুজনে মিলে কাবাঘর ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করেন। তার মানে বোবা গেল আল্লাহ সুবহানাত্তয়ালা সমকালীন জ্ঞান দিয়ে নবী রাসূলদের কি প্রেরণ করেছেন। এর অপর নাম সভ্যতা। আর সভ্যতা মানেই হলো জ্ঞানের আধুনিকায়ন। আমরা জানি আলেমরা হচ্ছে নবীদের উত্তরসূরী। কিন্তু একজন আলেমের মাধ্যমে হওয়া চাই সমাজ সংস্কারক। হওয়া চাই সুন্দর মানবসমাজের তৈরি কর্তা। তা না হয়ে আমরা আমাদের পরিবেশে দেখছি দ্বন্দ্বের ভরপুর। সমর্থন করার কিংবা যাচাই করা আর হয়ে ওঠে না। কিন্তু আলেমদের এমনটা হওয়ার কাম্য ছিল না। আমরা হলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। অন্যায়কে দমনে আমরা হব সোচ্চার। আর নিজেদের মধ্যে হতে হবে বিনয়ী। মহান আল্লাহতালা কোরআন মাজিদের বর্ণনা করেছেন, “তোমরা তোমাদের সাধ্যানুসারে শক্তি ও পালিত ঘোড়ার দল প্রস্তুত করো, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর শক্রদের ভীতসন্ত্বষ্ট রাখবে।” (আনফাল: ৬০) মহান আল্লাহ তায়ালা এখানে শক্তি দ্বারা সময় উপযোগী ও যুগোপযোগী সমরাস্ত, তথ্য, ও কৌশল কে বুঝিয়েছেন। আসুন আমরা ইসলামকে বুঝতে শিখি, ইসলামকে জানতে শিখি। মহান আল্লাহ তাআলার বিধানগুলো আমাদের জন্য আপন করে নেই। ইসলামকে হেয় করে নয় বরং গবেষণা করি। সময়ের সাথে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করি। তাহলে আমাদের ধর্ম নিয়ে কোন হেজিটেশন ভুগতে হবে না। শুধু মনে রাখতে হবে ইসলাম কোন মতবাদ নয়, বরং স্বতন্ত্র লাইফ স্টাইল এবং লাইফ গাইডার।

كل المعلومه ليس بعلم

محمد حسين معظم

العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، ان الناس يصررون على الحنث العظيم اذا كان الناس فاقد العلم ، مثلا : طلاب الكلية والجامعة لانه يظنون ان مباشره الملاقات للطلاب مع الطالبات بعضهم بعضا مسألة بسيطة وتفاهه ، لكن هذا حرام مشروع في الاسلام وقد ارشد الله تعالى احكاما عن هذا ان مع من مباشره الملاقا و المكالمة جائز ومن لا مثلا جاء الدليل على ثبوت هذا في : القرآن الكريم في كثير من الاية وبعض الاية منها

مُؤْمِنٌتِ يَغْضُضُنَّ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَطُنَّ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۝ وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرٍ هِنَّ عَلَىٰ جُبُوْبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعْلَتَهُنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَأْكَتَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْلَتَهُنَّ أَوْ إِخْوَنَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَنَهُنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتَهُنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَأْكَتَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْلَتَهُنَّ أَوْ إِخْوَنَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَنَهُنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتَهُنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَأْكَتَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْلَتَهُنَّ أَوْ إِخْوَنَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَنَهُنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتَهُنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَأْكَتَهُنَّ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتَهُنَّ وَتُوْبُوا إِلَىٰ اللَّهِ جَمِيعًا أُيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ [النور : ۳۱]

(وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرٍ هِنَّ عَلَىٰ جُبُوْبِهِنَّ) [النور : ۳۱]

(وَالْقَوْعُدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتْ) [النور : ۶۰]

(بِرَبِّهَا الَّتِي قُلْ لَأَرْوَجْكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيلِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا) [الاحزاب : ۵۹]

(وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجْ الْجَهْلِيَّةِ الْأُولَى) [الاحزاب : ۳۳]

(فَسَرِّلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقْلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [الاحزاب : ۵۳]

وكثير من الحديث الشريفة مروى على بيان هذه الاحكام بعض منها مذكورة
قال عمر رضي الله عنه : قلت : يا رسول الله، يدخل عليك البر والفالجر فلو أمرت أمرات أمهاهات
المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. (صحيح البخاري- ٤٧٩٠- الجزء رقم : ٦ ، الصفحة رقم: ١١٨)

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قَدْ أَذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ ". قال هشام : يعني البراز . (صحيح البخاري- ١٤٧)

عن عائشة أن أرواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المذاصع - و هو صعيد أفيح - فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة روج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، و كانت امرأة طولية فناداها عمر : ألا قد عرفناك يا سودة. حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب (صحيح البخاري- ١٤٦)

هيا الى مناقشة رئيسية بهذه الاية ، ان الله تعالى قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون .
الان البحث على حول طلاب الكلي ، والجامعة لانهم ليسوا مراد في هذه الاية القرانية ولا
طلاب المدارس مطلقا و عموما الا الذين يعملون بمطابق علمهم ، وغيرهم ليس بمراد بهذه
الاية ، وكذلك جاء في الحديث الشريف : (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله
يعطي) ، يعني العلم يعطي العبد المختار بالله سبحانه وتعالى ، حصول العلم لمناقشته مع العلماء
والسفهاء ليس بجاز ولا ينبغي ل احد ، بل غرض حصول العلم ابتغاء مرضاه الله ، ولا ينبغي ان
يحصل العلم للدنيا

م ان ب اپ

محمد جنید شیخ

دنیا میں صرف ایک چیز آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اوپر والے والدین صرف آپ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کیونکہ ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے۔ لیکن صرف والدین ہی بغیر کسی فائدے یا تبادلے کے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ بیوی اور پیارا بچہ آپ کو کسی بھی حالت میں چھوڑ سکتا ہے... لیکن آپ کے والدین آپ کو کبھی نہیں چھوڑ دیں گے۔ یہاں تک کہ جب آپ مر جائیں۔ آپ کے والدین کو آپ کے دل کے ٹکڑے سے بھی نوازا جائے گا، یہاں تک کہ خدا کو بھی۔ خدا کی طرفہ مارے لیے والدین اس دنیا میں بہت بڑی رحمت ہیں۔

آئیے آپ کے ساتھ حقیقی زندگی کا تجربہ شیئر کرتے ہیں۔ میں ایک حادثے میں اپنے ہاتھ پاؤں سمیت اپنی زبان کھو بیٹھا۔ بیوی یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں اس آدمی کا خیال نہیں رکھ سکتی۔

میرا پیارا بیٹا اور بیٹی کہنے لگے تم ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے میں سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ گھر پر میری والدہ نے مجھے میری حالت کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً میرے پاس آئیں۔ کھوکا دروازے پر آیا اور بولا..... مجھے حیرت ہوئی! جس کو میں نے اپنے گھر سے نکالا وہ میری خدمت میں آیا تھا!! لیکن آج میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے اس کو کیوں تکلیف دی جس نے مجھے بچپن سے ہمیشہ اپنے پاس رکھا؟ جن سے میں دور ہوں میں نے اسے رکھا، میں نے اسے پسند نہیں کیا، میں نے اسے ٹھیک سے نہیں کھایا، اس نے آج مجھے دیا، اس نے میری خدمت کی۔ آج میں اکیلا ہوں۔ میرا ماں اعلیٰ کی پکار پر لبیک کہہ کر چلا گیا ہے۔

آج میرے پاس کوئی نہیں بچا جو مجھے کہے: بیٹا کھانا کھایا؟ آپ کیسے ہو کیا آپ نے کوئی دوالی ہے؟ تو آج مجھے اپنے والدین بہت یاد آ رہے ہیں۔ آج ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ لیکن آج احساس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ وہ آج پکڑے نہیں گئے۔

جمال محمد صلى الله عليه وسلم

بأقلام محمد تصوير الحق ابیر

الحمد لله الذي خلق الانسان من احسن تقويم، بعث الله رسوله رحمه للعالمين وجعل صديقه الجذب الرئيسي في الخليقة من حيث التكوين، واعطي الله حبيبه الجسم الحسين وليس لجماله المقارن وعلى الله واصحابه أجمعين، اما بعد انا راغب ان اقدم امام القراء مقالة على بيان اعضاء النبي صلى الله عليه وسلم من جسمه المبارك،
والله المستعان

ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مجرد من تشابه، لهذا قيل : "لا مثل له ولا مثيل له، لا شبه ولا شبيه له، لا وزن له ولا وزين له" كان هو حسن الوجه و حسن النطق و شديد الذكاء و طويلاً لاصمتو دائمالنكر ، وهو موصوف بكل نعم و صفة،

ان ام بدئ بوجهها الكريما ولا ، كان وجهه ببراق و صورتهم دور كمثل لالقمر ، كما جاء في الحديث الشريف : سُلَّمَ لَبَرَاءُ أَكَانَوْ جَهَهُ الْبَرِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلًا لِسَيْفٍ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِثْلًا لِالقَمَرِ.

الراوي : البراء بن عازب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: ٣٥٥٢ | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ، وليس بالابيض الامهق ولا بالأدمي ، بل كان أزهر اللون ، وشعره ليس بالجعد الشديد ولا بالسبط ، بل مخلوط بينهما وهو صاحب اللمة ، كما ذكر في الحديث النبوي: عن عائشة رضي الله عنها - ، قالت : كنت أغتنسُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إباء ، واحد ، وكان له شعرٌ فوق الجمَّة ، ودونَ الوفْرَة .

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المصدر : تخریج مشکاة المصابیح | الصفحة
أو الرقم : ٤٣٨٦ | خلاصة حکم المحدث : إسناده حسن | التخریج : أخرجه البخاري (٢٥٠)
ومسلم (٣١٩)، وأبو داود (٢٣٨) أوله في أثناء حديث، والترمذی (١٧٥٥) واللّفظ له، والنسائی
(٢٣٥)، وابن ماجه (٣٧٦)، واحمد (٢٥٣٦٩) مختصرًا

هو كان ادمع العينين واهدب الاشفار، جبينه واسع وحاجبان ازج سوائغ من غير قرن، بينهما
عرق ، يدور عند الغضب، وهو اقنى العرنين له نور يعلوه، و كان صاحبك كث اللحية و سهل
الخدین وضليع الفم و مفلج الاسنان ودقيق مشروبة، وصدره واسع ، ليس الفرق بين الصدر
والبطن

و هماسواء، المنكباليمينو المنكب بعيدمنالمنكبالشمال، موصولمنبينالصدر باللسرا هيشعريجر بالخطوا
لسهم، لكنكأنه هو عار يثديينو البطنمنناسو اذلك، اشعر الذراعينو المنكبين، وقدامهمسيحاذامشكانماينحط
منصبب ،

اذا التفتالتفتجمیعا، خافضالطرف، نظر هالالارض، اکثر مننظر هالالسماء، اذا القیمعاحدبدالکلام بالسل
ام ،

هذا صفة رسولنا، وهذا جمال نبينا الذي بعث لاتتم مكارم الاخلاق، و هو صاحب الجمال
والصاحب الكمال وهو شافع المحشر و ساقی الكوثر وهو امير من الامراء ونبي من الانبياء
وهو حبيب من الأحباء وصديق من اصدقائی المسلمين والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اجمل الناس و احسن الناس وليس لجماله المقارن وهو اسر
اللون و ازهـر اللون، ليس بالابيض ولا بالاسود، بل هو مليح، كما ذكر شیخ مشائخنا الشاه
ولی الله الدهلوی في رسالته الدر الثمین أخبرني سید الوالد قال: بلغني أن النبي -صلی الله عليه
وسلم- قال: "أنا أملح وأخي يوسف أصبح"
(كتاب الكوکب الدری على جامع الترمذی)
[رشید الکنکو هی]

قال الشاعر العلام حسان بن ثابت المقلب بشاعر الرسول في شعره على بيان جمال النبي صلی
الله في الكلام الواحد، و إنها تأتي في المقدمة
واحسن منك لم ترى قط عين
واجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرءا من كل عيب
كانك قد خلقت كما تشاء
لا يستطيع احد ان يبين عن جميع الجمال للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جماله غير مبين
ومستحيل البيان، وانا ليس بمجرد منهم، على الرغم من ذلك انا قد اجهتها ان ابين جمال حبيب
الله صلى الله بالاختصار والله الموفق،

সম্পর্ক নষ্ট হয় দুল ধারণায়

আ.খ.ম.আবুবকর সিন্দীক

নিজের ঘরে করুন জান্মতি পরিবেশ

শাকিল হোসেন

এমন এক ক্রান্তিকাল আমরা পার করছি যে সময় ইচ্ছে করলেই আপনি আপনার বাবাকে নামাজী বানাতে পারবেন না। ইচ্ছে করলেই আপনার মা কিংবা বোনকে পর্দাশীল বানাতে পারবেন না। আশা থাকা সত্ত্বেও তাদের সকলকে মুসল্লি বা নামাজি ওয়ালা বানাতে পারবেন না। পশ্চিমা মিডিয়া আর দাঙ্জালি কালচার আপনার প্রতি পদে পদে বাঁধা দেবে। ভেঙ্গে দেবে আপনার মনে বাধানো এ বিশাল স্বপ্ন। তাদের চূরান্ত লক্ষ্যই যে আপনার বাবাকে তাদের গোলাম বানানো, মা বোনদের তাদের ভোগ্য পন্য বানানো, আপনার স্ত্রীকে তাদের বিলবর্ডের মডেল বানানো। এ ভয়ংকর ফেতনার সাথে আপনার রীতিমতো যুদ্ধ করতে হবে। মাথা ঝোড়ে উঠে দাঢ়াতে হবে। প্রিতিটা ঘরে জান্মতি পরিবেশ গড়তে হবে। তেমনি আপনার পথের সাথি হতে ছেট কিছু কথা যা আপনার জীবনে অবশ্যই প্রভাব ফেলবে ইনশাআল্লাহ।

পিতামাতা ও ভাইবোনদের দাওয়াত★★

১, প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। আপনার জীবন যাত্রার পরিবর্তন যেন তারা ধরতে পারে। আগের আর এখনের মাঝে যেন অনেক তফাত হয়। তাদের বেঝাতে হবে আপনি অন্যরকম হয়ে গেছেন।

২, দীন পালনের শুরুতে সবাই আপনাকে অবজার্ব করবে। বিন্দু পরিমান ভুল ধরতে পিছু লাগবে, ভুল ধরবে, ঝগড়া পর্যন্ত গড়াতে পারে। তাই, আপনাকে রাগ থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদের সাথে আন্তরিক হতে হবে। ভালোবাসায় কাছে টেনে নিতে হবে। তবেই তারা আপনাকে গ্রহণ করবে।

৩, পরিবারে জবানি দাওয়াত থেকে আমলি দাওয়াত কর্যকর বেশি। নিজে বলতে গেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসবে যেমন আমাদের থেকে বেশি বুবাস, ছেলে হয়ে বাপকে জ্ঞান দেস, তোকে পেটে ধরেছি ইত্যাদি। তাই প্রথমেই নিজে দাওয়াত দিতে যাবেন না। আমলে পরিবর্তন আনুন তাদের টনক এমনিতে নড়বে।

৪, বাসায় নির্দিষ্ট সময় তালিম করুন। রিয়াজুস সালেহীন, মুস্তাখাবে হাদিস থেকে হাদিস শোনান। প্রথমেই মাসআলা, বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা করতে যাবেন না তহলে আবার বিপরিত হবে। জান্মতের আলোচনা, আমলে বেশে বেশি সাওয়াব, কোন কাজে বেশি নেকি এমন হাদিসগুলো শোনান। এতে আগ্রহ জাগবে, পরবর্তীতে দেখবেন এমনিতে আসবে তালিমে, আপনাকে কষ্ট করে ডাকতে হবে না। প্রথমে আপনার সাথে কেউ না ও বসতে পারে তালিমে তবুও আপনাকে থামা যাবে না। নির্দিষ্ট

সময় বসে জোড়ে জোড় হাদিস পড়বেন । একসময় দেখবেন আপনার ছোট বোনটা কাছে এসে বসবে । আপনার মা দুটা হাদিস শোনবে । আপনার আর কোন দাওয়াত ই প্রয়োজন নাই দেখবেন হাদিস তাদের ভূল দেখিয়ে দেবে, অন্তরে নূর পৈছিয়ে দেবে । আপনার মাকে আর নিষেধ করতে হবে না সিরিয়াল না দেখার জন্য, বোনকে বলা লাগবে না পর্দার জন্য, বাবাকে বলা লাগবে না দাঢ়ির জন্য । হাদিস জাদুর মতো সব পরিবর্তন করে দেবে ।

৫, ভাই বোনদের নসিহা দেবেন সমস্যা নাই । তবে জবানি দাওয়াত বাবামাকে আপনি দেবেন না । বিপরীতে যেতে পারে । আরেকজনকে দিয়ে দেবেন । আপনাট প্রিয় আলেমকে বাসায় দাওয়াত দিয়ে তাদের নসিহা করুন । তাদের পরিচিত কেউ ইসলামি বিষয়ে দক্ষ থাকলে তাদের দিয়ে দিবেন । তাহলে কাজ হবে ।

৬, এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের কথা বলবো । তা হলো দোয়া । আপনাকে পরিবারের জন্য দোয়া করতে হবে । আল্লাহর আদেশঃ নিজেকে বাচাও, নিজের পরিবারকে আগুন থেকে বাচাও । সেদিন কেদে কেটে লাভ হবে না । আজই কাদুন, যদি হওয়ার থাকে তবে আজ কাদলেই লাভ হতে হবে । দোয়ার ফল পাওয়ার জন্য অন্য একটা পথ অনুসরণ করা যেতে পারে । সেটা হলো পুরো উম্মতের বাবা মায়ের জন্য দোয়া করা । এটি কার্য্যকার, অন্যের জন্য দোয়া করলে আল্লাহ নিজের জন্য আগে কবুল করে ।

হেদায়েতের মালিক হলো আল্লাহ । আপনকে চেষ্ট করতে হবে, লেগে থাকতে হবে, সময় দিতে হবে । হতে পারে তারা এক মাসে পরিবর্তন হয়ে গেছে । আবার দুই বছর ও লেগে যেতে পারে । আবার হেদায়াত নাও থাকতে পারে । তবে আপনার দায়িত্ব যে আপনাকে পালন করতেই হবে । ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা আপনার পরিবারকে জান্নাতে পরিনত করবেন । আল্লাহ সব কিছুই পারেন । জাহানমিকে জান্নতি করলে তার কোন লস্ত নাই । আল্লাহ আমাদের ও আমাদের পরিবারকে কবুল করুন । (আমিন)

জিহাদ

মোঃ তাসনীম হোসেন

তুমি উচু কর শীর,

কালিমা মুখে নিয়ে ।

জিহাদ পরিচয় বীর..

তরবারী হাতে লয়ে ।

এমন উৎসাহ দিয়েই পরিচালিত হত জিহাদের ময়দান। ইসলামের প্রথম যুগে এমন কথাই মুজাহিদরা মুখে মুখে আওড়াত। এখন প্রশ্ন হল, জিহাদ কী? এর প্রেক্ষাপট কী? কেনইবা এর এত কথা! চলুন ইসলাম কী বলে জেনে নেয়া যাক।

জিহাদ (আরবি: جَهَاد), যার অর্থ সংগ্রাম; কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করাকে বোঝানো হয়। এর আভিধানিক অর্থ-পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। তবে সচরাচর ইসলামী পারিভাষিক অর্থে 'জিহাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআনে জিহাদের কথা ৪১ বার উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে "আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা" অর্থে 'জিহাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। জিহাদের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে মুজাহিদ বলা হয়। জিহাদকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়।

"Jihad" is a loaded term—and a concept that illustrates a deep gulf of miscommunication between Islam and the West. We asked expert Maher Hathout, author of "Jihad vs. Terrorism," to help set the record straight(internate)

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন:-

(فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا)

“অতঃএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সঙ্গে কুরআনের সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) চালিয়ে যান।” (সূরা আল ফুরকান ২৫ : ৫২)

(أَنْفِرُوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذِلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

“তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অথবা ভারী অবস্থায়; এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে
নিজেদের মাল দিয়ে এবং নিজেদের জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।”

(সূরা আং তওবা ৯ : ৮১)

مَثْلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثْلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا يَقْنُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةً حَتَّىٰ
يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের তুলনা ওইরূপ সায়িম (রোযাদার), যে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আয়াত
তিলাওয়াত করে যাচ্ছে, যে তার সওম ও সালাত আদায়ে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি প্রকাশ করে না; (সে এরূপ
সাওয়াব পেতেই থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলার রাস্তায় মুজাহিদ ফিরে আসে।

(বুখারী হাঃ ২৭৮৭, মুসলিম হাঃ ৪৯৭৭)

(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الْضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَلَّ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)

“সমান নয় সেসব মু’মিন যারা বিনা ওয়রে ঘরে বসে থাকে এবং ওই সব মু’মিন যারা আল্লাহর পথে
নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। যারা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের
মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর যারা ঘরে বসে থাকে। আর প্রত্যেককেই আল্লাহ কল্যাণের
ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনদের মহান পুরস্কারের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যারা ঘরে বসে থাকে
তাদের ওপর।”

(সূরা আন্ন নিসা ৪ : ৯৫)

তাহলে আমরা বুবাতে পারলাম জিহাদ সাধারণ কোন বিষয় নয় বরং মহান আল্লাহর স্বতন্ত্র
বিধান। পৃথিবীতে আল্লাহর বণী পৌছাতে, অন্যায়কে রোধ করতে মুসলিমের উপর একটা ফরজ বিধান।

Time waits for no one

Md.Tasnim Hossain

If I don't use my time wisely,I will failed.There are many more like me who know tha importasce of this.they don't care about time.maybe I can join them.

Tha proverb says, if you don't cut tha time,he will cut you.and we know that time and tide wate fore none.and time is valuable then wealth.if you take care of time,time will take care of our life.

Maria Edgegroth. It's a great speech for whole life.you know it,no man can prosper without using proper his time.tha world is a time of work.tha Hereafter is tha place of reckoning.there will be no job opportunities.each new year brings new dreams,new plans.everyone went down to tha field for implementation.sucess come when we use our time. otherwise tha cruel irony of time is to be shouldered.

Our society has a tradition of saying goodbye to the old year and inviting tha new year.as muslims, tha convention culture does not suit our muslims.maybe waste there.with tha free use of time.but how many of us follow it.i don't even know that culture is surrounding by western trend.tha developed countries of tha world have development today because of its proper use.but we have turned away from our lord.wherenhe says,"I swear by time,people will be harmed ."keeping that mind is tha key to our success.as soon as I heard about thirty first night, I started chanting.but I do not know tha month of Muharram. Islam will remember Allah on tha day.doomsday is apparently tha catalyst for a united khundia and their subsequent emergence as a galactic pwer.some of these things don't really come to mind.then tha value of time is understood.but we forger our words with tha passage of time.Time is tha essence in everything you do.

Theophrastus (Ancient Greek philosopher)

Who was the 'Imam of Imams' Abu Hanifa?

Md Tasbirul Haque Abir

1. Preface: There were many great personality in the world. But Abu hanifa was totally different than all of them. He was a multi talented person. No one could defeat him in logic. He was one of the greatest legal scholars (Mujahideen) and the first to define the processes that govern the principles of Fiqh. No I'm going to mention about his short biography. If Allah wishes or wants.
2. Identity of himself: Al-Numan bin Thabit bin Zuṭa bin Marzuban was born in Kufa, Iraq in 80 AH (699 AC), is commonly known as Abu hanifa. He is considered the founder of one of the four schools of Islamic legal knowledge (fiqh) within the Sunni schools of law. He is also widely known as Al-Imam Al-Āzam (The Great Imam) and Siraj Al-Aimma (The Lamp of the Imams).
3. His early life : Abu hanifa was a famous clothes merchant in his childhood. His father was also clothes merchant . At that time silk cloth had a great popularity in kufa. That's why, it was widely exported and imported. He had a lot of wealth for the sake of this business. Maybe he was only one among the scholars of the time as a self dependent person. At the age of 16, he lost his father. He was a established merchant. After death of his father, he had to take the responsibility of the business. He was a multi talented person among his friend circle. No one could reach in his place. He was exceptional person in the locality of himself.
4. From business life into education life: In the work of business he had to go from here to there. Coincidentally, one day he met Imam Shabi. Imam Shabi like him at the first sight. He asked him 'hey boy what do you do? ' Abu hanifa replied that' I am a merchant' . But it is your study time, Imam Shabi said. Then Imam Shabi inspired him to study. Abu Hanifa

said that 'I was inspired by the sincerely advice of Imam Shabi. His advice impressed me. Then I was starting to go to the institutions. At that time Imam Abu hanifa 19 or 20 years old.

5. Abu Hanifa's contribution in fiqh: Abu hanifa is considered as the founder of fiqh. He created a group by 40 members to compile and edit Islamic law (fiqh). In that era, more than 12 lakhs and 70 thousands masala was compiled. *Imam Shafi presented a comment about the contribution of Abu hanifa that 'whoever wants to acquire knowledge of fiqh, he has to close two Imam Abu hanifa and his student. Everyone is dependent on him about fiqh'. *Emma Malik also presented a comments about Abu hanifa that 'if he had wanted, he would have proved this pillar into gold. That he certainly able to do so.

6. Meeting with the companions: It has been unanimously agreed that Imam Abu Hanifa was amongst the Tabieen. No scholars could meet with the components of profit Mohammed (sallallahu alaihi wasallam). Now I am going to mention some of the companions of prophet Muhammad (sm) 1.Anas bin Malik (R.A.) in Basra. 2.Abu Tufail ibn Waasila (R.A.) in Makkah 3.Abdullah Ibn Abu Awfa (R.A.) in Kufa . 4.Suhayl ibn Saad Saidi (R.A.) in Madinah.

7. Teachers of Abu Hanifa : List of the teachers who helped him to to be a great scholar all over the world, is at the below. 1. Abdullah bin Masud (Kufa). 2. Ibrahim Al-Nakhai. 3. Amir bin Al-Shabi. 4. Imam Hammad ibn Sulaiman. 5. Imam Ata Ibn Rabah. 6. Qatada Ibn Al-Numan. 7. Rabiah bin Abu Abdurrahman . And many more scholars.

8. The books of Imam Abu Hanifa : Some of the books which are directly written by Imam-e Azam are below 1. Al-Fiqh al-Akbar. 2. Kitab al-Raddala al-Qadariyyah. 3. Al-Aalim wa al-Mutaallim. 4. Al-Fiqh al-Absat. 5. Kitab Ikhtilaf al-Sahaba. 6. Kitab al-Jami. 7. Al-Kitab al-Awsat. 8. Kitab al-Sayr. 9. Risalah Abu Hanifa ila Uthman al-Bayti. 10. Wasiyyah al-Imam Abu Hanifa fi al-Tawheed. And any more books.

9. The students of Abu Hanifa: Siraj Al-Aimma (The Lamp of the Imams) had thousands of students. Some of them became judges, imams and et cetera. Those name are following,,,,,, 1. Imam Abu Yusuf. 2. Imam Muhammad bin Hasan as Shaybani. 3. Imam Zufar. 4. Imam Malik bin Mighwal. 5. Imam Dawood Taaee. 6. Imam Mandil bin Ali. 7. Imam Nadhar bin Abdul Kareem. 8. Imam Amr bin Maymoon. 9. Imam Hibani bin Ali. 10. Imam Abu Ismah. 11. Imam Zuhayr bin Muaawiyah. 12. Imam Hasan bin Ziyaad. And many more scholars. 10. Imprisonment and Death: Abu Hanifa was punished by imprisonment and flogging in the prison of Mohammed Al Mansoor. He left the earth at the age of 70. It is said that Imam Abu Hanifa passed away in the state of prostration (Saj

আত্মকথন

মোহাম্মদ জোবায়ের হক

প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি সত্তা । এই সত্তার নিয়ন্ত্রক সে নিজেই । প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তা- চেতনা, পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে । প্রত্যেকেই কামনা করে অপরের নিকট আকর্ষণীয় ব্যক্তি হতে । মানুষ নিজের পছন্দের চেয়েও অপরের পছন্দটাকেই বেশি প্রাধান্য দেয় । কারণ, অপরের দৃষ্টিতেই ব্যক্তির সৌন্দর্য ফুটে উঠে । আমিও তা থেকে ভিন্ন নই । আমি সকলের কাছে প্রিয় নই । কেউ আমাকে ভালবাসে, কেউবা ঘৃণা করে । কেউ আমার সঙ্গ পেতে চায়, কেউ আবার দূরে থাকতে চায় । আমি তাদের জন্যই নিজেকে গড়তে ভালবাসি যারা আমাকে পছন্দ করে । কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন জনের ভালবাসা পেতে উদ্বৃত্ত হয়ে থাকে । মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকে । সে চতুর্মুখী চরিত্রের অধিকারী । সে অন্যকে নিজের মতো জ্ঞান করে ।

মানুষ হাসতে ও হাসাতে, কাঁদতে ও কাঁদাতে, নাচতে ও নাচাতে, গড়তে ও গড়াতে জানে । আমার মধ্যে স্থান, কাল, পাত্রভেদে নানামুখী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে । আমি যার কাছে যেমন: আমি আমার প্রেমিকার কাছে – কবির মতো । শিক্ষকের কাছে –“ছেলেটা মোটামোটি মেধাবী, কিন্তু পড়ে না” । সহপাঠীদের কাছে- “সবাইকে হাসাতে জানে সে, আবার মেধাবীও বটে” । পিতা-মাতার কাছে-“এতো সহজ-সরল কেমনে হইলি তুই ? তুরে যে, কেমনে বিয়া দিয়ু টেনশনে আছি” । আবার, এলাকাবাসীর কাছে – “তাদের সন্তানদের জন্য আমি একজন আদর্শ ছেলে” । মসজিদ কমিটির কাছে –“ছেলেটা নষ্ট-ভদ্র ও ভালো হাফেজ” । কাছের বন্ধুদের কাছে-“ তুই অনেক চালাক ও মারাত্মক শয়তান” । দোকানদারদের কাছে: “মালের দাম এতো কম বল কেন ?” “ রাস্তায় মেয়েদের কাছে-“ ছেলেটা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কেন ?” “নিচের দিকে চেয়ে গেলে হয় না” । আমার এতসব বৈচিত্র্যময় চরিত্র ফিট করেছি এই সমাজে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর জন্য । অর্থাৎ যার জন্য যেখানে যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে নিজেকে সেখানে উপাস্থাপন করতে না পারলে আমি আমার স্বকীয়তা হারাবো । কারো কাছে ঘৃণার পাত্র হবো । এতসব আমার ছাত্রজীবন তথা কিশোর বয়সের হাল হাকিকত ।

কিন্তু, সময়ের পরিক্রমায় জীবনের নানা ঘাত -প্রতিঘাতে আমার এই অবস্থার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হব । সময়ের পরিক্রমায় সেই আমিই আবার আমার প্রেমিকার কাছে কাছে হয়ে উঠবো -“কথা না বলা এক নিরব কবি । উদাসীনতাই যেন আমার ছন্দ । “শিক্ষকের কাছেঃ- “ছেলেটা মেধাবী ছিল , জানি না এখন কোথায় কি করছে? সহপাঠীদের কাছে –‘সবাইকে হাসানো ছেলেটা আজ নিশ্চুপ । “মাতার কাছেঃ “তুই অনেক চালাক হয়ে গেছিস, আগের মতো নাই । “ এলাকাবাসীর কাছে-“ ছেলেটা আমাদের জন্য গবের বা কলঙ্কের । “ মসজিদ কমিটির কাছে –“ছেলেটা এখন আর ব্যস্ততার কারণে আগের মতো নামাজ পড়াতে পারছে না । “ কাছের বন্ধুদের কাছে –“কিরে বন্ধু? কেমনে আমাদের

ভুলে গেলি? এখন কি আগের মতো মজা করিস?” দোকানদারের কাছে - “পোলাডা আগের মতোই
রয়ে গেল”। রাস্তায় মেয়েদের কাছে -“তার পাশে অন্য আরেকজন থাকায় সে আর আমাদের দিকে
তাকাচ্ছে না”।

এই যে, আমার এই সব পরিবর্তন জীবনে বহুবার ঘটবে। সবার ক্ষেত্রেও তাই। যে আজ আদরের
ছেলে, সে একদিন একজন আদর্শ বাবা হবে। যে আজ ভালো ছাত্র, সে একদিন ভালো শিক্ষক হবে।
সবাই কর্মে ব্যস্ত হয়ে যাবে। আজ সবাইকে আনন্দে মাতিয়ে রাখা ছেলেটি একদিন নিশ্চুপ হয়ে যাবে।
ইচ্ছে মতো দোকানে খরচ করা ছেলেটা একদিন হাত খরচের টাকার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করবে।
প্রত্যেকেই একদিন পরিবর্তন হবে। কেউবা গৃহীত আবার কেউ ঘৃণিত। সময়ের ব্যবধানে একদিন
কেউ মাথা উঁচু করে দাঢ়াবে, আবার কেউ নিজেকে আড়াল করব। অন্যের জন্য নিজেকে গড়তে গিয়ে
কেউ কালের গহনে বিলীন হয়ে যাবে। আজীবন স্মৃতি নিয়ে বাঁচবো। কিন্তু, সঙ্গীদের নিয়ে নয়।
একদিন কাছের প্রিয়জনদেরও অপ্রয়োজন বলে মনে হবে। আমার এই পরিবর্তন আমার জন্য নয়,
সমাজের জন্য, প্রিয়জনদের জন্য, পরিবারের জন্য। যাদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিব, দিনশেষে
তারাই আমাকে একদিন বিলীন করে দিবে।

তাই নিজের জন্যই নিজেকে বদলাবো, গড়বো, শিখবো। আমার এই আত্মকথন আমার জন্যই লেখা।
আমাকে আমি সবার সামনে সেভাবেই উত্থাপন করি, যেভাবে তারা আমাকে কামনা করে।

ইসলাম ও আধুনিকতা

মোঃ জাকারিয়া

ইসলাম সকল কিছু সমন্বয় করেছে। সে জন্য আমরা সবার সেরা জাতি। এমন কোন বিষয় নেই যা, আমাদের প্রভু শিক্ষা দেননি। কিন্তু কথা হল আমরা আজ পিছিয়ে কেন আমরা কেন আমাদের আকাবিরদের মত হচ্ছি না। আমরা কেন সেরার কাতারে নেই?

ইতিহাস বলে আমরা একসময় যুগের সকল তথ্য আয়তে রাখতাম। সকল বিষয়ে নিজেদের সঠিক কর্তৃত্ব খাটাতাম। আজ কী হল, আমরা হয়ে গেলাম দুনিয়ার অলস প্রিয়। বর্তমানে আমাদের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে-“বাচাই করা আমলের জোর” সমন্বিত বিধানের নীতি ছেড়ে দেয়া। উদাহরণ দাঁড়করালে বলা যায়-আজ আমরা যে বিষয়ে পড়াশোনা করছি সে বিষয় শুধুই আয়ত্ব করি, কিন্তু অন্য কোন বিষয় জানাতেও চাই না।

 তাহলে আমাদের করনীয় কী? আসুন কিছুটা আলোচনা করি:-

- ▷ আমাদের আল্লাহর কুরআন জানতে হবে
- ▷ রাসূলের হাদীস বুঝতে হবে।
- ▷ জানতে হবে ইসলামের ইতিহাস
- ▷ আমাদের আকাবিরদের নিত্যদিনের কার্যক্রম
- ▷ সমসাময়িক বিষয় ভিত্তিক তথ্য
- ▷ সাইন্স এর সমসাময়িক তথ্য
- ▷ গবেষনা করার মানসিকতা
- ▷ আবিষ্কারের মানসিকতা
- ▷ আধুনিক চিন্তা-চেতনা লালন করা এবং সর্বশেষ
- ▷ জ্ঞানের সকল শাখায় শিক্ষা অর্জন করা এবং শিক্ষা দেয়া

আমরা বর্তমানে ইসলামী মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আসুন আমরা ইসলামকে আধুনিকায়ণ করার মানবিকতা পোষণ করি এবং একটি ভিত্তি পোষণ করি ইসলাম হল একটি সতত্ত্ব ধর্ম, সতত্ত্ব লাইফ ইস্টাইল। আসুন আমরা আমাদের ইসলামকে যতাযথ বুঝতে চেষ্টা করি।

মানবাধিকার ও ইসলামী দর্শণ

মোহাম্মদ রিফাতুল ইসলাম

মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সার্বজনীন ও অলঙ্গনীয় অধিকারই হলো মানবাধিকার মানবাধিকার। প্রতিটি মানুষের একটি অধিকার, যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার। যারা মানুষ তারা এই অধিকার ভোগ করবে এবং চর্চা করবে। তবে, অন্যের ক্ষতিসাধন যেন এই মানব অধিকারের লক্ষ্য হয়ে না দাঁড়ায়। মানবাধিকার সব জায়গায় সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আইনগত অধিকার ও বটে। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম দায়িত্ব হলো এই অধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করা। মানবাধিকার হচ্ছে কতগুলো সংবিধিবদ্ধ আইন বা নিয়মের সমষ্টি। যা মানবজাতির সদস্যদের আচরণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য কে বোঝায়। মানবাধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের Universal Declaration of Human Rights এর প্রথম পরিচ্ছেদে লেখা আছে “all the human beings are born free and equal in dignity and rights (Wikipedia) বর্তমান বিশ্বে Human Rights শব্দটি বহুল আলোচিত ও প্রচলিত একটি শব্দ। মানব অধিকারের বিষয়টি অলঙ্গনীয় হলো সব্যতার উষালগ্ন থেকেই এ নিয়ে চলছে বাকবিতও দ্বন্দ্ব-সংঘাত। একদিকে এটা যেমন বিতর্কের বিষয় হিসেবে দ্বন্দ্বের পাহাড় নির্মিত হচ্ছে, অন্যদিকে বিভিন্ন ক্ষমতাধর শাসকরা দেশে দেশে জনগণের স্বীকৃত অধিকার গুলো হরণ করে চলছে। যার ফলে, দুর্বল জাতিগুলোর স্বজাতিদের আচরণ আজকাল মানবাধিকারকে একটি উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেছে। আজ বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার লজ্জন হচ্ছে। যারা বর্তমানে মানব অধিকারের প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে মানবাধিকারের রক্ষক বলে মনে করে আসছে, প্রকৃতপক্ষে মানুষকে তারা সহ কেহই আজ অবধি এবং এখন পর্যন্ত কোনো দেশ বা জাতি পরিপূর্ণ অধিকার দিতে পারে নি। না কোন জাতি; না কোন দেশ আর না কোন ধর্ম। কিন্তু ইসলাম সকল দেশ- জাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা ইসলামই একমাত্র দিয়েছে মানুষের পরিপূর্ণ অধিকার। কারণ ইসলামী শরীয়তের বিধানে মানবাধিকার সংক্রান্ত পাঁচটি প্রধান ধারা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা: জীবন রক্ষা, সম্পদ রক্ষা, বংশরক্ষা, জ্ঞান রক্ষা ও ধর্মরক্ষা। মূলত, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের একমাত্র মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। কিন্তু, আমরা যদি অন্যান্য সকল ধর্ম ও জাতির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে আজ অবধি কোন জাতি কিংবা ধর্ম ইসলামের ন্যায় মানুষকে অধিকার দিয়ে সার্বজনীন

স্বীকৃত সফলতার মধ্যে উঠে আসতে পারে নি। মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামিক দর্শন এবং ইসলামের শিক্ষা হলো:” সব মানুষে একই উপাদানে তৈরি। সবাই এক আল্লাহর বান্দা। সকল মানুষ একই পিতা মাতার সন্তান। সব মানুষ একই রক্তে মাংসে গড়া, সাদা কালোতে কোনো প্রভেদ নেই। “সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও বার্তাবাহক মানবতার মুক্তির বার্তা নিয়েই এই জগতে এসেছিলেন।

তিনিই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকার যুগে পাপাচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সহিংসতায় শিশু হত্যা ও কণ্যা শিশুকে জীবন্ত মাটিতে চাপা দেওয়ার মতো অমানবিক ব্যবহার আচ্ছন্ন এক জগত্য প্রথার প্রচলন ছিল, ঠিক তখনই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তির দৃত এবং শান্তির ধর্ম- ইসলাম এর আবির্ভাব হয়। ইসলামের এই সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে। এবং এসকল কর্মকাণ্ডকে কবিরা গুনাহ বা মহাপাপ বলে আখ্যায়িত করে। এমনকি এরূপ আত্ম-পাপাচারকারী ব্যক্তিদের দুনিয়াতে চরম শান্তি ও আখেরাতে কঠিন আজাবের কথা বলা হয়েছ। যার কারণে এ সকল বিধান লংঘনের মাত্রা ও প্রবণতা কমে যায়। আর প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের মৌলিক অধিকার তথা ইসলাম। অতএব ইসলাম প্রতিষ্ঠা মানেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা।

ଶୁଦ୍ଧ ଗାଁ

অহংকার

মুহাঃ মিছবাহউদ্দিন

অভাবের সংসার। এক বেলা খাবার জুটলেও হয়তো দুইবেলা না খেয়েই থাকতে হয়। বলছিলাম বিশ্বনবী সা. এর আদরের দুলালী হ্যরত ফাতিমা রাঃ এর সংসারের কথা। যিনি ইচ্ছা করলেই আড়ম্বরপূর্ণ জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু অভাব-অনাটনের মধ্যেই চলতো তার জীবনযাপন। তাদের কলিজার দুই টুকরো হাসান আর হুসাইন। তারা আপন দুই ভাই। তাদের আবদার আর অভিযোগের শেষ নেই। কিন্তু এই অভাবের সংসারে হ্যরত আলী ও ফাতিমার দ্বারা আর কয়টা আবদারই বা পূর্ণ করা সম্ভব হয়! কারণ, তাদের সংসার ছিল নূন আনতে পাত্তা ফুরোবার অবস্থা।

হঠাতে একদিন এক সাহাবীর আগমন ঘটলো হ্যরত আলীর বাড়িতে। সাথে পাত্র ভর্তি খাদ্যদ্রব্য। নিয়ে এসেছেন নবী নবীনীর পরিবারের জন্য তোহফা হিসাবে। অভাবের সংসারে এরকম পাত্র ভর্তি খাবার পেয়ে তারা খুশিই হলেন। হাসান আর হুসাইনের আনন্দ তো আর ধরে না। এরকম ভালো খাবারে নবীজিকেও দাওয়া আবশ্যকীয় প্রয়োজন মনে করলেন। নবীজি সা. স্নেহভাজন মেয়ের দাওয়াত গ্রহণ করলেন।

নবীজির আগমনকে কেন্দ্র করে ফাতিমা রা. সুন্দর করে তার ঘর সাজালেন। নবীজি সা. স্বীয় মেয়ের বাড়িতে আসলেন। কিন্তু, এসে দরজা থেকে ফিরে গেলেন। আলী ও ফাতিমা রা. সঙ্গে সঙ্গেই পিছু পিছু ছুটলেন নবীজিকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু, নবীজি খুব রাগ করলেন। বললেন হে ফাতিমা! জেনে রেখো! আড়ম্বর থেকেই অহংকারের সৃষ্টি। আর জাহানামের জন্য অহংকারই যথেষ্ট।

৩০শে ফেব্রুয়ারি

মোঃ ইবরাহীম মজুমদার

দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। আমারা বাসভা ভাতৃ সংঘ ও পাঠাগারের পক্ষ থেকে নব্য বিজয়ী মেম্বার “মোঃ আলমগীর হোসেন” এর জন্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এবং এলাকার দাখিল পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করছি। তো, ওই অনুষ্ঠানে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জসিম ভাই এবং স্বপ্ন ভাইও উপস্থিত ছিলেন। এদিকে আমাদের মসজিদের পক্ষ থেকে একটি মাহফিলে আয়োজনের কথা ছিল। এই অনুষ্ঠানে তারা উভয়েই মসজিদের পক্ষ থেকে মাহফিলের বিরোধীতা করছিলেন। তারা বলেন, “মসজিদ দুই বাড়ি মিলে প্রতিষ্ঠিত”। ওরা সব কারবারি নিজেদের মতো করবে আর আমাদের জানাবে না। এটা হতে পারে না। আমরা আর সহ করব না। এর জবাবদিহি করতে হবে। আগামি তিনি তারিখ সোমবার মিটিং হবে মসজিদে। তোরা সবাই থাকবি। এবার আমরা আকাশের চাঁদ হাতে পাই। এতদিন পর উল্লুকগুলোরে একটা শিক্ষা দেয়া যাবে। আমি, রামিম, জোনায়েদ মিলে পরিকল্পনা করছি। “কিভাবে ওদের হেনস্তা করা যায়!!”।

আজ সোমবার। এশার নামাজ শেষে মসজিদে বসে আছি। উনারা মিটিং শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ভাইদের দেখা নাই। আমার মেজাজ চলে যাচ্ছে। শেষে পোলাপাইন বসায়ে রেখে। চলে আসলাম। শীতের রাত। তাই কম্বলের ভিতর চুকে ‘কুরলুস-উসমান’ দেখছি। হটাং রামিমের ফোনঃ “এই তুই কইরে? ওরা আমাদের কোন কথা মানছে না।” আমার মাথায় ঘৌবনের টগবগে রক্ত উঠে গেল। কিসের শীতের পোষাক? আর কীসের পাঞ্জাবী? এক দোঁড় দিলাম ঠিক মসজিদ বরাবর। গিয়ে দেখি জোনায়েদ বক্তব্য দিয়ে মাত্র বসল। পাগলায় কী বলেছে আল্লাহই ভাল জানে। স্বপ্ন ভাই আর জসিম ভাই দেখি কাঞ্চিত কথা বলতে পারে নাই। এখন আমিও দাঁড়াতে পারছি না, গায়ে জামা নাই। শেষে কিছুই হয় নাই। কারণ আমাদের ভাইয়েরাই থেমে গেছে। কিন্তু জুনিয়ররা ক্লাব থেকে লাঠি, স্টাম্প নিয়ে আসে। কেউ থামাতে পারছে না। আমি বললাম “তোরা এতটা উত্তেজিত হইস না। “আমরা দেখি কী করা যায়; কাল সিদ্ধান্ত জানাবো। এখন বাড়ী যা।”

ওরা নিরন্ত্র হলো। এতক্ষণ চিল্লাচিলি করে মাথাটা প্রচুর ধরে গেছে। তাই যার যার ধরে চলে গেলাম।

পরদিন হঠাং রামিম আমার বাড়িতে হাজির।

-‘এই ঘটনা তো ঘটে গেছে।’

-‘কী হইছে?’

-‘জুনায়েদ তো মাহফিলের আয়োজন করে ফেলছে।’

-‘এই পাগলারে নিয় কই যে যামু? কেমনে?’

কী হইছে? খুলে বল...

- ও গতকাল কোথা থেকে যেন “আঃ খালেক শরীয়তপুরী” র নাম্বার ব্যবহৃত করে কল দিছে ।

-ভজুর কী বলল? আর ও কি বলল ?

- ভজুরেকে ও কল দিয়ে বলে” ভজুর আপনার কী ৩০শে ফেরুয়ারী খালি আছে?”

ভজুরঃ ওই বেড়া তোর জন্ম কি ৩০শে ফেরুয়ারী নাকি? আরও এই..... সেই..... কত কি হাবিজাবি ।
রাগারাগি করে কলাই কেটে দিছে ।

আমিতো ৩০শে ফেরুয়ারীর কাথা শুনেই হাসতে হাসতে শেষ । রামিম প্রথমে হাসির কারণ না বুঝলেও
পরে বুঝতে পারে । এরপর যখনই সুযোগ পাই পাগলারে ক্ষ্যাপায় ।

মধ্যবিত্ত

মোঃ জাহিদুল ইসলাম

আজ আমার মনটা খুব খারাপ । তাই তো একলা পথে চলছি । মনটা কে ফ্রেশ করতে বাসা থেকে বের হয়ে সোজা রেল ইস্টেশনে গম্ভীর । কিছুক্ষণ পর ট্রেনে ওঠলাম । খানিকটা পথ যাওয়ার পর দেখলাম আমার পাশে বসা মধ্য বয়সি এক ভদ্র লোক । চুল-দাঢ়ি সবেমাত্র পাকতে ধরেছে । বয়স বোধ হয় চালিশের কোটায় । সে ঘন ঘন আমার দিকে তাকাচ্ছে । আমার মন খারাপ, বিষয়টা সে বুঝতে পেরেছে । কিন্তু কারণটা জানতে আমাকে প্রশ্ন করলেন প্রথমে চুপ থাকলাম । এমনই মনটা খারাপ, তার ওপর এসব আজাইরা প্রশ্ন । লোকটি আমায় আবারো জিজ্ঞাসা করলো । আমি এবারো চুপ । আচ্ছা এটা না হয় পরে বলো, তবে আপাতত আপত্তি না থাকলে তোমার নাম জানতে পারিঃ?

ভদ্রতার -খাতিরে বললামঃ “আমি ওমর” ।

“বাহ, খুব সুন্দর নাম । আমি আসিফ আহমেদ । তো কোথায় যাওয়া হচ্ছে ওমর? সে কি তোমার মনটা দেখছি খুব খারাপ? তো কেন আমি কি জানতে পারিঃ?”

“হ্ম! তাহলে শুনুন -আমাদের সমাজে কিছু শিক্ষার্থী আছে, যাদেরকে প্রতি মূহর্তে তাদের কিছু সহপাঠীদের কাছে হেয় হতে হয় । আমিও সে কাতারেরই একজন । যাকে প্রতিনিয়ত তার সহপাঠীদের ব্যবহার আর কথাবার্তায় অপমান ও অত্যাচারের শিকার হতে হয় । মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হওয়ার নিজেই প্রতিদিন ভালো মানের টিফিন খেতে পারিনা, তো ওদেরকে আর কি খাওয়াবো । তাই আমি তাদের চোখে কৃপন । প্রতিনিয়ত তাদের মতো টাকা খরচ করতে পারিনা বলে আমি তাদের লেভেলের নয় । তাই তো তারা আমার বন্ধু হওয়া তো দূরের কথা, তাদের ধারে কাছেও আমায় ঘেষতে দেয়না । আমার দোষ হচ্ছে তাদের মতো দামি পোষাক পরতে পারি না । তাদের মতো দামি এন্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করতে পারিনা । তাদের দামী বাইকের সাথে কি আমার মলিন সাইকেলটি যায় । তাদের কাছে পদে পদে এতো অপমান আমি আর সহ্য করতে পারছি না । তাই বাবার কাছে জেদ করেছি বাইক কিনে দিতে । উত্তরে বাবা কিছুই বলেনি । তবে আমার জেদ দেখে বলতে বাধ্য হলো, “ HSC তে GPA 5 পেলে কিনে দিবে” । কিন্তু আমি তো জানি বাবা কিনে দিতে পারবে না । কারণ বাবা যা টাকা পায় তা দিয়ে ঠিকমত সংসারই চলে না । কোন মতে মাস কাটে । সে এতো টাকা আনবেই বা কোথা থেকে ।“

তাই মন খারাপ করে বেরিয়ে আসা.....।

：“আচ্ছা এবার আমার জীবনের একটি ঘটনা শুনাই । কিছুটা তোমার মতো ।

：“হ্যাঁ, বলুন ।“

：“সে দিন ১৩ তারিখ। রোজ সোমবার। আজও চোখে ভাসে সে দিনটি। আমাদের HSC পরীক্ষার রেজাল্ট দিবে। আমার বন্ধু আয়ানের বাবা তাকে কথা দিয়েছিলো GPA-5 পেলে ওকে একটা বাইক কিনে দিবে। গত কাল (২ তারিখ) আমাদের রেজাল্ট দিলো। আয়ান GPA-5 পেয়েছে। সারাদিন তার খুব আনন্দ ফূর্তিতে কাটলো। সারা রাত দু চোখে ঘুম নেই। রাত পেরিয়ে (১৩তারিখ) শীতের সকালের হাড় কাঁপানো শীত আয়ানকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। শীতের তীব্রতা আজ তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। কারণ আজ যে তার বাইক কেনার কথা। এরপর সে বাইক ও সেদিন দুপুরের মধ্যেই বাইক কিনে ফেলল। সে যখনই আমাদেরকে তার নতুন বাইকটি দেখালো, তখনি আমাদের মাথায় একটা প্লান আসলো। ‘তন্ময়’ বলে উঠলো কিরেন ‘আয়ান’ও তো বাইক কিনে ফেললো। চল এই খুশিতে আজকে আমাদের খাওয়াবি। ‘আয়ান’ বললো- আজকে যেহেতু আমাদের মাঝে তিনটি বাইক, সেহেতু আজকে সারাদিন ঘুরবে আর মজা করবে। আর সবার খরচা আমিই দিবো। ‘সজিব’ বলে উঠলো আরে আমার আর ‘আসিফে’র বাইক থাকলে আরও মজা হতো। আমি বললাম ঠিক বলেছিস ‘বন্ধু’।

প্রায় তিনটার দিকে আমার বের হলাম কুমিল্লা ‘কোটবাড়ি’র উদ্দেশ্যে। সিটি নির্ধারণ হল – আমি তন্ময়ের বাইকে, সজিব আয়ানের বাইকে আর বেচারা রাফি একাই ওর বাইকে। প্রায় বিকাল সাড়ে চারটায় আমরা কোটবাড়ি পৌঁছালাম। সারা দিন ঘুরাঘুরি খাওয়া- দাওয়ার পর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাত প্রায় আটটা বাজে। আমরা হাইওয়ে থেকে নামলাম। সামনের এই রাস্তায় একই লাইনে গাড়ি আসা যাওয়া করে। যাইহোক আমরা সারাদিন ঘুরে খুবই ক্লাস্ট। কিছু দূর যাওয়ার পর সামনে একটি বিজ দেখতে পেলাম। তেমন একটা প্রশংসন না। একটিমাত্র বাস বা মালবাহি ট্রাক উঠলে একটি সাইকেল যাওয়ার যায়গা থাকে না। গ্রামের রাস্তা বলে কথা। হঠাৎ সামনে থেকে একটি আলো আসতে দেখলাম। একটিই আলো, তাই মনে হচ্ছিলো কোন বাইকের বা কোন অটোরিম্বার হবে। আর CNG মনে হবার তো কোন যুক্তি নেই। কারন তার দুই পাশে তো সাধারণত দুটি হলুদ লাইট থাকে।

আয়ান কোন কিছু না ভেবেই বিজে উঠে পড়লো। ততক্ষণে ঐ একটি আলোওয়ালা বাহনটি ও বিজে উঠে পড়লো। আমাদের বাড়ি 30 (Kilometer Per Hour's) বা 50 kmh এ চলছিলো। দূরভাগ্যবশত ঐ আলোটি ছিলো একটি মালবাহি ট্রাকের। যার এক পাশের লাইট নষ্ট ছিলো। হঠাৎ চোখের পলকেই বাইকটি গিয়ে পড়লো রাস্তার পাশের একটি ডোবায়। বাইকের সাথে সজিব ও ডোবায় পড়লো। চোখের পলকেই এতোকিছু হয়ে যাবে, প্রথমে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু বুঝলাম কি যেন পশের ডোবায় পড়লো। আর কানে ভেসে এলো এক ভয়ানক চিত্কার। পরে বুঝতে পারলাম। আমাদের শরীর পচন কাঁপছে। আমরা বাইক থেকে নামলাম। কিন্তু নড়তে পারছি না। কাছের চায়ের দোকান থেকে কতো গুলো মানুষ দোঁড়ে এলো। এসেই সবাই সজিবকে পেলো, কিন্তু আয়ান.....! আয়ানকে পেলোনা। অনেক খোঁজা খুঁজির পর এক জনের টর্চের আলোতে ট্রাকের নিচে আয়ানকে

দেখতে পেয়ে বিকট চিৎকারে ফেটে পড়লো রাফি। আয়ান ঐখানেই শেষ। সজিবকে দ্রুত কাছের হাসপাতালে পাঠানো হলো।

সজিব আমাকে জিজ্ঞাসা করলো ‘আয়ান কই?’

ওকে বললামঃ ‘আয়ান ভালো আছে। তুই আগে সুস্থ হ। পরে ওর সাথে সাথে দেখা করবি।’

ঝরে পড়া ফজলু

মোঃ লাবিব আবু বকর

ফজলু নামটা শুনলে সবাই ভয় পায় । সে এখন একটা ছেচরা চোর পরিনত হয়েছে । আসলেই তাই । সামনে যা পায় তাই সে কুড়িয়ে নেয় । মানুষের বাথরুমের বদনা থেকে শুরু করে সকল কিছু । রাতের বেলায় মানুষের পুকুর থেকে মাছ ধরা, মৌসুমী ফলের সময়ে আম-কাঁঠাল, নারিকেল, পেঁপে চুরির ভয়ে মানুষ থাকে আতঙ্কে । কখন না জানি কিছু একটা ঘটে । ফজলু আসলে এর পিছনে কারন আছে । আমরা জানি, কেহ চুরি করে স্বত্বাবে আর কেহ পেটের দায়ে চুরি করে । ঠিক তেমনি, ফজলুর চুরির অবস্থা ।

পিতা-মাতা ও পাঁচ ভাই-বোন নিয়ে প্রচুর সুখের সংসার চলছিল ফজলুল । পিতা গ্রাম্য কৃষক । মাঠে চাষ করতো । যাই হোক মোটামুটি সংসার ভালই চলত । একদিন ফজলুর বাবা আপন-মনে কাজ করছিলাম । সকালবেলা মাঠে গিয়েছিলেন ফসল তোলা জন্য । সেই সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে । বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বারবার । হঠাৎ এত জোরে আকাশের গর্জন ফজলুর বাবা সহ্য করতে না পেরে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ।

আসরের সময় শেষ মাগরীর পেরিয়ে গেল, এখনও তিনি বাসায় আসেনি । ফজলু লাইট নিয়ে বাবা কে খুঁজতে বের হয়ে যায় । হঠাৎ করে সে মাঠে গিয়ে দেখে তার বাবার নিথর দেহ পড়ে আছে । সে চিন্কার করে বেহশ হয়ে পড়ে । ৫ ঘন্টা পর সে জেগে উঠে । সে দেখল তার বাবাকে কয়েকজন যুবক বাড়িতে নিয়ে এসেছে । ১৩ বছরের ছেলে কি আর বুঝে । ছেলেটি সামান্য পত্রিকা বিক্রি করে পরিবার চলে না । দৈনন্দিন খাবারের জোগার হয় না । প্রয়োজনের তাগিদে সে পরিবর্তন হতে লাগে । চুরিবিদ্যা আয়ত্ত করে নেয় । আর এভাবেই চলছে,

ধর্মীয় পরিচয়

মোঃ ওমর ফারুক

আজ ইমাম সাহেবের কোথাও যাবার তাড়া আছে। সকাল দশটা বাজে বাসে উঠে গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হয়। বাসের সিটে বসে চারপাশটা ভালো করে দেখছেন। কী অপরূপ আমার খোদার সৃজন! কী চমৎকার এ ভূবন!

চিন্তায় মগ্ন ইমাম সাহেব। এরই মাঝে বাসের হেঞ্জার এসে বলে,

-হজুর ভাড়া দেন।

-ভাড়া কত?

-৩৫০ টাকা।

আসলে মহান আল্লাহ তাদের জীবন এভাবেই সাজিয়েছেন। তাদের অবমূল্যায়ন কারা ঠিক নয়। যাই হোক ইমাম সাহেব পকেট থেকে ৫০০ টাকার নোট বের করে দিলেন। ভাংতি নেই বলে হেঞ্জার ভুল করে ২০০ টাকা দিয়ে দিল।

মাওলানা সাহেব গুনে দেখলেন হেঞ্জার তাকে ৫০ টাকা বেশি দিয়েছে। মাওলানা সাহেব ভাবলেন বাকি টাকা কী ফেরত দেব! নাকি নিজের কাছে রেখে দিব। একবার চিন্তা করে-যাক দিয়ে দেই, আবার মনে আসে কত আর টাকা রেখে দেই! শয়তান বাবাজি ও মাওলানা সাহেবকে আটকাতে চাইল। কুমন্ত্রনা চেপে রেখে নামার সময় হেঞ্জারকে ডেকে বললেন,

এই তুমি আমাকে কেন ৫০ টাকা বেশি দেলে? এই নাও তোমার অধিকার।

এবার সাহেব হেঞ্জারের কথাণন্দে চমকে গেলেন।

হেলপার বললো, “মাওলানা সাহেব আমি একজন ভিলধর্মী লোক। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল আমি ইসলাম গ্রহণ করব। ইসলামকে আমাকে প্রায়ই ভাবিয়ে তোলে। এমনকি ইসলাম যে একমাত্র আল্লাহতালা মনোনীত ধর্ম তাও আমার জানা। তবে আমি একজন ভালো মানুষ পাছিলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল একজন ভালো ইসলামী ব্যক্তির কাছে কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়া। কিন্তু বর্তমানে তার দেখা পাওয়া ভার। আপনাকে সেজন্যই ৫০ টাকা বাড়িয়ে দিই।

পরিশিষ্টঃ

ইসলামটা আসলেই সকলের পছন্দের ধর্ম। সকলের মনের চাওয়া। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের ঐতিহ্য আমরা নিজেরাই হারিয়ে ফেলেছি। তাই বিধর্মীরা জন্মগতভাবে বিধর্মী হলেও তাদের মনের টান ইসলাম। তারা একটি সুন্দর চরিত্র আশা করে। আসুন আমরা সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হই, এবং ইসলাম ধর্মকে সকলের নিকট তুলে ধরি।

ମା ହାରା ଛେଲେଟି

ମୋଃ ରବିଉଜ୍ଜାମାନ (ରମ୍ମାନ)

ଜନ୍ମର ପର ସବାଇ ଆଦର କରେ ନାମ ଦିଯେଛିଲ ହଦୟ । ଚାକରିଜୀବୀ ମା-ବାବାର ଆଦରେର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ । ମା-ବାବା ଦୁଜନଇ ସରକାରୀ ଚାକରିଜୀବୀ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାଓ ଭାଲୋ ହଦୟେର ବସ ଏଥିନ ଚାର ବଚର । ବେଶ ସୁନ୍ଦର କଥା ବଲତେ ପାରେ । ହଠାତ ଏକଦିନ ହଦୟେର ମା ଅସୁନ୍ଦର ହେଁ ପଡ଼େ । ହଦୟେର ଦାଯିତ୍ୱ ପଡ଼େ ତାର ବାବାର ଉପର । ଦୁଇ ମାସ ହେଁ ଗେଲ ହଦୟେର ମା ହାସପାତାଲେ ଭର୍ତ୍ତି । ହଦୟେର ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ହଦୟକେ ନିଯେ ହାସପାତାଲେ ମାକେ ଦେଖିତେ ନିଯେ ଯାଇ । କିନ୍ତୁ ଆଜ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ହାସପାତାଲେ ଗିଯେ ତାରା ଶୁନିତେ ପାଇ ହଦୟେର ମା ଆର ବେଁଚେ ନେଇ । ହଦୟେର ବାବା ଚୋଥେର ପାନି ମୁଛୁଛେନ ଆର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନେର ଦିକେ ତାକାଛେନ । ହଦୟ ମୃତ ମାକେ ବାରବାର ଚୁମୁ ଦିଛେ ଆର ଆସ୍ମୁ! ଆସ୍ମୁ! ବଲେ ଡାକଛେ । କିନ୍ତୁ ମାଯେର କୋନ ସାଡା ନେଇ ।

ପରେର ଦିନ ବାଦ ଯୋହର ହଦୟେର ମାଯେର ଜାନାଜା ସମାପ୍ତ କରେ ଦାଫନ ଶେଷ ହୟ । ହଦୟେର ବାବା ତାର କଲିଜାର ଟୁକରୋ ସନ୍ତାନେର ଜନ୍ୟ ଲାଲନ-ପାଲନେର ଦିକ ଚିନ୍ତା କରେ ନତୁନ ବିଯେ କରେନ । ହଦୟେର ବାବା ପ୍ରଥମେଇ ନତୁନ ବଡ଼କେ ବଲେଛେନ , “ହଦୟ ଆମାର ଛେଲେ ଅତ୍ୟବ ତୋମାରଓ ଛେଲେ । ହଦୟକେ ପରିଚିଯ କରିଯେ ଦେଓୟା ହୟ ତାର ନତୁନ ମାଯେର ସାଥେ । ହଦୟଓ ମା ଡାକା ଶୁରୁ କରେ । ଭାଲୋଇ ଚଲାଇଲ ହଦୟେର ଦିନ କାଳ । ହଦୟ ଏଥିନ କୁଳେ ପଡ଼େ ପ୍ରତିଦିନ ମାଯେର ସାଥେ କୁଳେ ଯାଇ ବାବାର ସାଥେ କୁଳ ଥେକେ ବାସାଯ ଫିରେ ପ୍ରତିଦିନ । ବାବା ହଦୟେର ଜନ୍ୟ କୋନ ନା କୋନ କିଛୁ ନିଯେ ବାସାଯ ଫିରେନ । ହଦୟେର ମାଯେର ଘରେ ହଦୟେ ଆରେକଟି ଭାଇୟେର ଜନ୍ୟ ହୟ । ହଦୟେର ବସ ସଥିନ ଦଶ ବଚର । ସେ ପଥ୍ରମ ଶ୍ରେଣୀତେ ପଡ଼େ । ହଦୟେର ସୃତ ମା ତାର ଛେଲେର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ହଦୟେର ବାବାକେ ବଲଲ ହଦୟ ଏଥିନ ବେଶ ବଡ଼ ହେଁଛେ । ତାର ଭାଲୋ ଲେଖା-ପଡ଼ାର ଜନ୍ୟ ତାକେ ହୋସ୍ଟେଲେ ରେଖେ ଦିଲେ ବେଶ ଭାଲୋ ହବେ । ହଦୟେର ବାବା ଭାବଲେନ ଆସଲେଇ ତୋ, ହଦୟେର ସୃତ ମାଯେର କଥା ମତେ ହଦୟକେ ଅନେକ ଦୂରେ ଏକଟି କୁଳେ ସତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାନ । ହଦୟ ଯେଥାନେ ହୋସ୍ଟେଲ ଥାକୁଥି । ପ୍ରତି ସାନ୍ତ୍ଵାହେ ବାବା ଦେଖିତେ ଯେତ । ଏ ଅବସ୍ଥା ଭାଲୋ ଲାଗିତେ ନା ତାର ନତୁନ ମାଯେର କାହେ । ତାଇ ହଦୟେର ସଂଭା ହଦୟେର ବାବାକେ ବଲଲ, ଏହି ଭାବେ ଛେଲେକେ ଘନ ଘନ ଦେଖିତେ ଗେଲେ ଛେଲେର ପଡ଼ାଶୋନାର କ୍ଷତି ହବେ । ତାଇ ଘନ-ଘନ ଯେତେ ବାରଣ କରେନ । ବାବାଓ ଏଥିନ ଆର ଆଗେର ମତୋ ଦେଖିତେ ଯାନ ନା । ମାର୍କୋ-ମଧ୍ୟେ ଦେଖିଛେ ଯାନ । ଏଭାବେ ବେଶ କିଛୁ ଦିନ କେଟେ ଗେଲେ । ହଦୟ ଏଥିନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀତେ ପଡ଼େ । ପ୍ରାୟ ଏକ ବ୍ସର ହେଁ ଯାଚେ ହଦୟେର ବାବା ହଦୟକେ ଦେଖିତେ ଆସେନ ନା । ଆବାର ହଦୟେର ସୃତ ମା ହଦୟକେ ବାସାଯ ଯେତେ ବାରଣ କରେଛେ । ତାଇ ହଦୟ ଆର ବାସାଯ ଯାଇ ନା । ଶୁରୁ ହଲୋ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସ । କେଟେ ଯାଚେ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସ । କିନ୍ତୁ ହଦୟେ ସାଥେ ହଦୟେର ପରିବାରେର କୋନ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ । ଆଜ ରମଜାନ ମାସେ ୨୫ ତାରିଖ, ହଦୟେର କୁଳ ବନ୍ଦ ଦିଯେଛେ । ସବ ଛାତ୍ରା ଆନନ୍ଦେର ସାଥେ ବାଡ଼ି ଚଲେ ଯାଚେ । କିନ୍ତୁ ହଦୟ ଭାବେ ସେ କୋଥାଯ ଯାବେ । ଯଦି ବାସାଯ ଏକା ଯାଇ ତାହଲେ ବାବା କିଛୁ ବଲେ, ଅଥବା ସୃତ-ମା ଯଦି ରାଗ କରେ ଏସବ ଚିନ୍ତା କରେତେ କରତେ ଦୁଦିନ ପାର ହେଁ ଗେଲ । ଈଦେର ଆର ମାତ୍ର ଦୁ-ଦିନ ବାକି । ହଦୟ ଭାବଲୋ ବାସାତେଇ ଯାଇ, ଈଦଟା ବାସାଯ ପାଲନ କରେ ଆସି ।

হৃদয় বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। বাসার সামনে এসে দেখে বাসার গেইটে তালা ঝুলানো, পাশের বাসায় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো হৃদয়ের বাবা, সৎমা সৎ ভাই ওরা সবাই ঈদের কেনা কাটার জন্য শপিংমলে গেছে। হৃদয় বারান্দায় বসে রইল। আর ভাবতে লাগল আমারতো ঈদের কাপড় কেনার দরকার। কিন্তু বাবা আমাকে ঈদের কাপড় দিবে? যদি সৎ মা শুনেন তাহলে হয়তো রাগ করে কিছু বলবেন। এসব ভাবতে ভাবতে প্রায় ঘন্টাখাঁ চলে গেল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রিক্সায়-করে হৃদয়ের বাবা সৎ-মা, সৎভাই আসতেছে। তারা রিক্সা থেকে নামলো হৃদয় তখন সামনে গিয়ে বাবা মাকে সালাম করলো এবং তার ছোট ভাইটিকে কোলে নিলো। হৃদয়ের সৎমা হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করলেন কখন আসছো? হৃদয় বললো এইতো ঘন্টা খানেক আগে অসছি। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, স্কুল কয়দিন বন্ধ দিয়েছে? হৃদয় বললো দশ দিন। বাবা বললেন, এতদিন! এসব বলছেন আর তাদের ঈদের কাপড়গুলে নাড়ছেন। হৃদয় একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে আর ভাবতেছে আমার জন্য কী কোন কাপড় কিনেন নাই। আমি কী ঈদ করবনা। ইফতারের সময় হয়ে গেল —সবাই খাবার টেবিলে বসেছে। আজানের অপেক্ষায়।

হৃদয়ের সৎ মা হৃদয়ের প্লেটে একটু ইফতার দিয়ে অন্য কুমে পাঠিয়ে দেন। হৃদয় সেখানে একা বসে ইফতার করছে। এভাবেই কাটলো দুদিন। আজ ঈদের দিন। সকালবেলা হৃদয় ভাবছে কী পড়ে ঈদের নামাজে যাবো। একটু পরেই ঈদের জামাত। হৃদয়ের সৎ-মা এসে হৃদয়ের হাতে একটি টি-শার্ট দিয়ে বললেন গোসল করে নামাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নাও। হৃদয় গোসল করে টি-শার্ট, পুরানো পেন্ট ও জুতা পরেই একাই ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। সেখানে গিয়ে দেখল তার বাবা আর সৎ ভাই বসে আছে। তাদের নতুন ঈদের কাপড়। হৃদয় গিয়ে তাদের পাশে বসল। ঈদের নামাজ শেষে একসাথে বাসায় ফিরলো বাসায় এসে সবাই একসাথে খাবার খেল হৃদয় খাবার খেয়ে একটু ঘুরাঘুরি করল। এভাবেই কেটে গেল ঈদের দিন। পরদিন সকালে ঘুরতে যাবে হৃদয়, কিন্তু সব উল্লে, হৃদয়ের বাবা বললেন হৃদয় তুমি স্কুলে চলে যাও। সেখানে হোস্টেলে থাকবে আর পাশের হোটেল থেকে খাবার কিনে খাবে। তাহলে পড়াশোনাটাও চলবে। হৃদয় কোন আপত্তি না করে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। হৃদয়ের সৎমা এসে বলেন তারা কোথায় যেন বেড়াতে যাবেন। হৃদয় ভাবল তাকেও হয়তো সাথে নিয়ে ঘুরতে যাবেন। কিন্তু তারা তাঁকে নিল না। খনিকটা চোখের কোনে পানি জমলো। হৃদয় দূর থেকে যেতেই হৃদয়ের অজ্ঞান্তেই এবার চোখের পানি মুচছে। আর গাড়িতে চড়ে স্কুলে যাচ্ছে। প্রায় ঘন্টা খানেক পর স্কুলের গেইটে এসে নামলো। গেইটের সামনে যেতেই দারোয়ানের সাথে দেখা, দারোয়ান জিজ্ঞাসা করলো—“হৃদয়কে কী ব্যাপার চলে আসলে যে?” হৃদয় কোন সাড়া না দিয়ে ভিতরে চলে গেল। রুমের দরজা বন্ধ করে হৃদয় কাঁদতেছে। আর ভাবতেছে পৃথিবীতে তার আপন কে? কারণ হৃদয়ের আপনজন তো অনেক আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন।

ଦୈନ୍ୟତା

ମୋଃ ଲାବିବ ଆବୁ ବକର

ଫଜଲୁ ନାମଟା ଶୁଣିଲେ ସବାଇ ଭୟ ପାଯ । ସେ ଏଥିନ ଏକଟା ଛେତରା ଚୋର ପରିଣତ ହୁଯେଛେ । ଆସିଲେଇ ତାଇ । ସାମନେ ଯା ପାଯ ତାଇ ସେ କୁଡ଼ିଯେ ନେଯ । ମାନୁଷେର ବାଥରୁମେର ବଦନା ଥେକେ ଶୁରୁ କରେ ସକଳ କିଛୁ । ରାତରେ ବେଳାଯ ମାନୁଷେର ପୁକୁର ଥେକେ ମାଛ ଧରେ । ମୌସୁମୀ ଫଲେର ସମୟେ ଆମ, କାଠାଳ, ନାରିକେଳ, ପେଂପେ ଚୁରିର ଭୟେ ମାନୁଷ ଥାକେ ଆତକେ । କଥନ ନା ଜାନି କିଛୁ ଏକଟା ଘଟେ ! ଫଜଲୁ ଆସିଲେ ଏଇ ପିଛନେ କାରଣ ଆଛେ । ଆମରା ଜାନି, କେଉ ଚୁରି କରେ ସ୍ଵଭାବେ ଆର କେଉ ପେଟେର ଦାୟେ ଚୁରି କରେ । ଠିକ ତେମନି, ଫଜଲୁର ଚୁରିର ଅବହ୍ଵା ।

ପିତା-ମାତା ଓ ପାଁଚ ଭାଇ-ବୋନ ନିଯେ ପ୍ରଚୁର ସୁଖେର ସଂସାର ଚଲାଇଲି ଫଜଲୁ । ପିତା ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷକ । ମାଠେ ଚାଷ କରତୋ । ତାଇ ଦିଯେ ମୋଟାମୁଟି ସଂସାର ଭାଲାଇ ଚଲତ । ସକାଳବେଳା ମାଠେ ଗିଯେଛିଲେନ ଫସଲ ତୋଳା ଜନ୍ୟ । ସେଇ ସକାଳ ଥେକେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଅ । ବିଦ୍ୟୁତ ଚମକାଇଁ ବାରବାର । ହଠାତ୍ ଏତ ଜୋରେ ଆକାଶେର ଗର୍ଜନ । ସେଦିନେର ବର୍ଜପାତେର ଫଲେ ନା ଫେରାର ଦେଶେ ଚଲେ ଗେଲେନ ।

ଆସିରେ ସମୟ ଶେଷ । ମାଗରୀବ ପେରିଯେ ଗେ, ଏଥିନେ ତିନି ବାସାୟ ଆସେନି । ଫଜଲୁ ଲାଇଟ ନିଯେ ବାବା କେ ଖୁଁଜିତେ ବେର ହୁଏ ଯାଯ । ହଠାତ୍ କରେ ସେ ମାଠେ ଗିଯେ ଦେଖେ ତାର ବାବାର ନିଥର ଦେହ ପଡ଼େ ଆଛେ । ସେ ଚିତ୍କାର କରେ ବେଳେଶ ହୁଏ ପଡ଼େ । ୫ ଘନ୍ଟା ପର ସେ ଜେଗେ ଉଠେ । ସେ ଦେଖିଲ ତାର ବାବାକେ କ୍ୟେକଜନ ଯୁବକ ବାଡ଼ିତେ ନିଯେ ଏସେଛେ । ୧୩ ବର୍ଷରେ ଛେଲେ କି ଆର ବୁଝେ । ଛେଲେଟି ସାମାନ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବିକ୍ରି କରେ ପରିବାର ଚଲେ ନା । ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାବାରେର ଜୋଗାର ହୁଯ ନା । ପ୍ରଯୋଜନେର ତାଗିଦେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହତେ ଲାଗେ । ଚୁରିବିଦ୍ୟା ଆୟନ୍ତ କରେ ନେଯ । ଆର ଏଭାବେଇ ଚଲଛେ ଜୀବନ ।

জান্নাতি হুর

মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন(বকুল)

আজ আকাশটা মেঘলা । তোমার কি ওই মেঘলা দিনের কথা মনে আছে! যেদিন তোমার সাথে আমার দেখা করার কথা ছিল । তোমার সাথে দেখা করব বলে সেই যে আমার আগ্রহ! যা উপচে পড়ার মতো ছিল । আমার আগ্রহটা এমন ছিল যা তোমাকে বলে বুঝাতে পারব না । শুধুমাত্র তোমার সাথে দেখা করব আত্মস্পিরিট পাব । আমি ভাবতে লাগলে খুব অস্ত্রিতা কাজ করতে শুরু করে ।

যখন দেখা করার দিন চলে আসে আমার মনে হয়েছিল জীবনের সবচাইতে সুন্দর মুহূর্ত তোমার সাথে মনে হয় হবে । তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে চলে গেলাম চৌরাস্তার মোড়ে । সেখানে একটি বকুলতলা আছে । অপেক্ষা করছি তোমার জন্য । তুমি কখন আসবে! তোমাকে দেখবো বলে দাঁড়িয়ে আছি । হঠাৎ করে আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে গেল । মনে হলো যেন বৃষ্টি কিছুক্ষণেই নেমে আসবে । মনটা খারাপ হয়ে যায় । আর ভাবতে থাকি, মনে হয় দেখা হচ্ছে না । হালকা মৃদু বাতাসে বকুলতলার ফুলগুলো নড়তে লাগে । দ্বাণ মুহূর্তে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে । গাছ থেকে পড়তে লাগলো হাজারো বকুল । একটা একটা বকুল হাতে নিলাম । ভাবছিলাম একটা মালা গেঁথে নেই । তোমাকে দিতে পারবো বলে ভাবছি তুমি আসছ ।

তাৎক্ষণিক মাথায় চলে এল একটা চিন্তা । আচ্ছা আমি কি করছি । দুনিয়ার একটা মুহূর্তের জন্য এতকিছু করেছি । আমার সময়কে কোরবান দিয়ে একটা মেয়ের জন্য আমি বিলিয়ে দিচ্ছি সব! তাৎক্ষণিক রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম এর কথা মনে পড়লো । তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলছেন-“তোমার দৃষ্টি একবার পড়লেও দ্বিতীয়বার দিও না কেননা তা শয়তানের বিষাক্ত তীর ।” কথাটা ভাবতেই মাথা ঘুরে গেল । গাঁথুনি মালাটা বকুল তলায় পড়ে গেল । আল্লাহর ভয় মাথা ঘুরতে লাগলো । সবকিছু ছেড়ে ফেলে এলাম । আজকে উল্লাসের দিন । জান্নাতীদের মিলনস্থল । আজ আমার মনের বাসনা পূরণের দিন । মনে পড়ে গেল সেই দিনের কথা । যেদিন আমি কোরবান দিয়েছিলাম আমার নবীর একটি বাণীর জন্য হৃদয়ের কৃৎসিং চাহিদা । হয়তোবা সেদিন তার জন্য খুব কষ্ট হয়েছিল । কিন্তু আজ মনের বাসনা ছেয়েনেব । তাকে সামনে পেলাম! আমি চোখ সরাতে পারলাম না!! এত সুন্দর হতে পারে ?! পৃথিবীর সকল ফুল যদি একত্র করেও সামনে রাখা হয় তার সমান হবে না । আকাশের তারকারাজি মালা বানিয়ে গলায় পরালে হয়তোবা মিলবে কিছুটা । আজকের যৌবনে আল্লাহ আমাদের জান্নাতি বাসনা চিন্তা করার তৌফিক দিন । হে প্রভু! আমাদের ধৈর্য ধরার তৌফিক দাও । জান্নাতি হুর মিলিয়ে দিও দুনিয়া ও আখেরাতে ।

পিছুটান

খাইরুল আলম

গ্রামের ছেলে ইরফান। গ্রামের দশটা ছেলের মত সেও খুব সহজ সরল। শাদামাটা ছেলে। ছোট থেকে সে গ্রামের আলো-বাতাসে বড় হয়েছে। পরিবারের মধ্যে সেই বড়। তার একটা ছোট বোন একটা ছোট ভাই আছে। তার পরিবার সচল। আছে তাদের ২০ বিঘা জমি আছে পুকুর ভর্তি মাছ। মোটকথা গ্রামে তাদের বেশ সুনাম রয়েছে। গ্রামের কারো সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাদের কথা কেউ ভুলে না। তার বাবা এমন একজন মানুষ কোন মেয়ের বিয়ের প্রয়োজন হলে তিনি নিজের গোলার ধান বিক্রি করে তাদের সহযোগিতা করাতে চেষ্টা করেন। এইভাবে চলছিল দিনগুলো। একদিন হঠাতে ইরফান বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার বাবাকে শহরে একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ডাক্তার পরিকল্পনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর এবার ক্যান্সার হয়েছে। এখান ডাক্তারেরকে শেষে ইরফান বলল, আপনাদের যৌথ প্রচেষ্টায় আছে, সকল কিছু চেষ্টা করুন। ডাক্তার বলল শেষ একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। তাতে বেশি লাভ হবে কিনা জানিনা। আপনারা সিঙ্গাপুর নিয়ে যেতে পারেন। ইরফান তাদের ২০ বিঘা জমি বিক্রি করে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার মনস্তাপ করল। সিঙ্গাপুরে যাওয়ার ৫ দিন পরে সেইখান থেকে খবর আসে তার বাবা দুনিয়াতে নেই। এই দুনিয়ার মায়া ছেড়ে তিনি পরলোক গমন করেন। এইবার পরিবারে নেমে আসে অন্ধকার পরিবারের সকল দায়িত্ব আর কাঁধে। মাঝের, ছোট ভাই বোনের লেখাপড়ার খরচ, এখন কিছু বুঝতে পারছেন। ইতিমধ্যে ইরফান পড়ালেখা ছেড়ে দিয়েছে। সে শহরে এসে পড়ে চাকরির খোঁজ করে। এদিক সেদিক বেড়াতে থাকে। কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল তার চাকরির খোঁজ মিলল না। বাড়ি থেকে তার মা ফোন করে। এরফান ফোন ধরে সালাম দিল। তাকে জিজেস করল কি ব্যাপার কেমন চাকরি পেয়েছিস। তার মা তাকে জিজেস করে বাবু দুপুরে কী খেয়েছিস ? বলে, এই তো হোটেল থেকে সবজি ডাল খেয়েছি। সে মিথ্যা বলে। সে কথাগুলো মনোরঞ্জনের জন্য বলেছে। পুরনো দিনের কথা, বাবার জীবিত থাকা অবস্থায় সে কিনা করেছে। সারাদিন খেলাধূলা কর সন্ধ্যা হলে ঘরে ফিরতো, মাতা জনপ্রিয় নাস্তা রেডি করে রাখছে, আজ কিছুই খায়নি। অল্প কিছু খেয়ে দিন তার অতিবাহিত হচ্ছে।

এমন হাজারো ফ্যামিলি রয়েছে আমাদের সংসার। যারা এভাবেই সংগ্রাম করে নিজের জীবনকে চলছে। আল্লাহতালা আমাদের সুন্দরী রিজিকের ব্যবস্থা করুক।

মন ভোলা পন্ডিত

রেজাউল করিম

সবুজ-শ্যামল রূপে ঘেরা একটি গ্রাম। গ্রামের নাম ঠেঙ্গাপাড়া। এই গ্রামের মানুষ সাদাসিধে জীবন যাপন করতে ভালোবাসে। কিন্তু তাদের ভেতর কৌতুহলের ইচ্ছাটা প্রথর। এ গ্রামটা অনেক ছোট এবং জনবসতিহীন। ঠেঙ্গাপাড়া গ্রামে বাস করে এক পন্ডিত। তিনি গ্রামের মানুষের কাছে অনেক জনপ্রিয়। গ্রামে তিনি মন ভোলা পন্ডিত নামে পরিচিত। তার চাষ বাস করার জন্য এক বিষা জমি আছে। তার বাপ দাদার আমল থেকে পরিত্যক্ত হয়ে আছে। কারণ সেখানে এখন জঙ্গলে ভরপুর। তার মানে বুঝতেই পারছেন পন্ডিত মশাই একটু অলস। অলস হলেও খুব বুদ্ধিমান। তার সকল রোজগারের উৎস তার বুদ্ধির ধাঁধা। পন্ডিতের পরিবারে তার স্ত্রী এবং একটি ছোট মেয়ে আছে। এইভাবে পন্ডিতের দিনগুলো ভালোই কাটতে লাগল। কিন্তু হঠাতে করে শহর থেকে একটি খবর এলো। একটি পন্ডিত সমাবেশ করা হয়েছে। সেখানে যে পন্ডিত থাকবে না তার নাম কেটে দেওয়া হবে। সে জীবনে আর পন্ডিত উপাধি পাবে না।

পন্ডিত এমনি অলস। শহরে এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে কিভাবে যাবে সেই চিন্তায় পন্ডিত নির্মুম। সকল বাধা পেরিয়ে পরেরদিন সকালবেলায় পন্ডিত শহরে উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী তাকে চিড়া ও এক বোতল পানি দিয়ে হাতে ধরিয়ে দেয়। যাতে ক্ষুধা পেলে যেন খেয়ে নিতে পারে। পন্ডিত গন্তব্যের দিকে চলতে লাগল। চলতে চলতে সে একটি গাছের নিচে বসে। তার খিদে পেয়েছে। সে যখন চিড়া খেতে লাগল তখন তার তৃষ্ণা পায়। সে তখনই তার থলের দিকে তাকিয়ে দেখে তার পানি নেই। সে বুঝতে পারল সে ভুল করে তার টেবিলের উপরে পানির বোতলে রেখে এসেছে। যাই হোক অনেক তৃষ্ণা নিয়ে সে আবার হাঁটতে লাগলো। একটা সময় একটি নদী দেখতে পেল। সে নদী থেকে পরিচ্ছন্ন পানি আহার করে। একটু স্বষ্টির জন্য টুপিটা খুলে একটি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখে। সে পানি খেয়ে আবার আনমনে হাঁটতে লাগল। সে দেখে তার টুপিটা ভুলক্রমে রেখে এসেছে। এবার সে সন্ধ্যা উপনীত হলে একটি চৌরাস্তার মোড়ে বসে পড়ে। সে ভাবতে লাগে এখানে ঘূমিয়ে নেওয়া যাক। কালকে সকালে রওনা হব। হঠাতে করে তার মাথায় আসলো যদি রাত্রে বেলায় পথ হারিয়ে ফেলি তখন কি করব। সে তার গন্তব্যের দিকে ইশারা করে একটি লাঠি রেখে দেয় এবং সে ঘূমিয়ে পড়ে।

রাতের বেলায় এক ভদ্রলোক ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সে লোকটিকে না দেখে অন্য রাস্তার দিকে পা দিয়ে লাঠি ঠেলে দেয়। সকালবেলায় বুদ্ধিমান পন্ডিত ঘূম থেকে জেগে উঠে আবার হাঁটতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে টুপি রেখে দেওয়া জায়গায় পৌঁছে গেল। এটা দেখে সে বললো, কোন পাগলে এখানে টুপি রেখেছে। সে আবার সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। দেখল একটি গ্রাম। সে দেখে বুঝতে পারল গ্রামটা চিনে। একসময় একটি বাড়ির সামনে এল। সে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলল কেউ কি আছেন! তার স্ত্রী উন্নত দিল, কিগো!! এত তাড়াতাড়ি চলে এলে। সভা কি শেষ।

তার বুৰাতে আৱ বাকী রইল না সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। আবাৰ পূৰ্বেৰ ন্যায় বাড়িতে ফিৰে এসেছে। এখন সে কি কৰবে, সে নতুন বুদ্ধি পাকাতে লাগলো। সে ভাবল এখনতো কেউ আমাকে আৱ পন্ডিত বলবে না। তাৰমানে এখনো সে কাজ কৰে খেতে হবে। তাই সে নিজেৰ পৱিত্ৰত্ব জমিতে আবাদ কৰতে নতুন বুদ্ধি পাকায়। সে তাৰ মেয়েকে বলল, মানুষেৰ কাছে রঢ়িয়ে দে আমাৰ বাবাৰ পৱিত্ৰত্ব বিটিতে গুণ্ঠন আছে। সেজন্য আমাৰ বাবা এখানে গাছপালা লাগায়। এখন জঙ্গল বানিয়ে দিয়েছে আৱ যেমন কাজ তেমন ই হলো। রাত্ৰেবেলা সকলেই গুণ্ঠনেৰ পুৱো জঙ্গল সাফ কৰে একেবাৱে মাটি কেটে পৱিষ্ঠার কৰে দিলো। সকালবেলা সে উঠে দেখে, আৱ কোন কথা নেই এখন সুন্দৰ মতো কাজ কৰতে পাৱবে। এবং সে ভাবতে লাগল আৱে বাঙালীৰে „লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

চোখেৰ পানিৰ মূল্য অনেক বেশি।

আ.খ.ম.আবুবকৰ সিদ্দীক

শীতের প্রভাতে পথ শিশুর সাথে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ

এক শীতের সকালে ফজরের নামাজের পর হাঁটার জন্য প্রতিদিনের ন্যায় বের হয়েছি। আমার পরনে শীতের জামা কাপড় ছিলো। কিছুক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ চোখ পড়ে, রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা এক শিশুর দিকে। আমি সাথে সাথেই থেমে গেলাম এবং ওই শিশুটির দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম যে এই শিশুটা প্রচন্ড শীতের মধ্যে রাস্তার পাশে কিভাবে শুয়ে আছে! শিশুটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলো। ওর গায়ে জীর্ণ শীর্ণ জামা কাপড় দেখেই বুরো যাচ্ছে এই কাপড় কোন অবস্থাতে এত প্রচন্ড শীত আটকাতে পারবেনা। কারণ আমার গায়ে জামা কাপড় এবং এক্সট্রা আরেকটা চাদর থাকার পরেও মনে হচ্ছে শীত আমার সাথে আক্রমণ করতেছে। না জানি আমার এই জামা কাপড় এবং চাদর শীতের কাছে হার মানে কিন্তু এই পথ শিশুটির ঠান্ডা কী জন্য লাগতেছে না? অনেকক্ষণ ওই শিশুটি যেখানে শুয়ে আছে তার পাশে দাঁড়িয়ে এগলোই চিন্তা ভাবনা করতেছি, পরে আবার মাথায় আসলো ওই শিশুকে ঘুম থেকে জাগানোর কথা, তখন শিশুটিকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য ডাক দেই এবং আমার হাত দিয়ে ওর গায়ে ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথেই শিশুটি ঘুম থেকে উঠে যায়, ঘুম থেকে উঠার পরপরই বলে তুমি কি জন্য আমায় ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গালে। আমি বললাম এখন না প্রচুর ঠান্ডা। সকাল সকাল অনেক চায়ের দোকান খুলেছে তুমি আমার সাথে আসো তুমি আর আমি একসাথে বসে চা খাব আর তোমাকে নিয়ে চা খাওয়ার জন্যই তোমায় ঘুম থেকে উঠিয়েছি। তখন শিশুটি বলল নাহ, আমার চা খাওয়া লাগবো না। কারণ, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চা না খাইলেই চলে আপনি চলে যান। আমি ঘুমাই, পরে আমি বললাম না তুমি আমার সাথে আসো একসাথে বসে চা খাই। চা খাওয়ার পরে তুমি তোমার জায়গায় এসে ঘুমিয়ে পড়বে। তাও শিশুটি আমার সাথে চা খেতে যাওয়ার জন্য রাজি হচ্ছে না। অনেক কিছু বলার পরে শিশুটি আমার সাথে চা খেতে জাওয়ার জন্য রাজি হয়েছে। তখন ওই শিশুটিকে নিয়ে আমি একটা চায়ের দোকানে যাই এবং সেখানে বসার পরে দোকানদারকে বলি আমাদেরকে দুইটা চা দেন আর সাথে দুইটা রুটি দেন। সাথে সাথেই দোকানদার আমাদের জন্য দুইটা রেডি করে এবং সাথে দুইটি রুটি দেয়। শিশুটিকে আমি বললাম, চা খাওয়া শুরু কর। আমি আর শিশুটি চা খেতে শুরু করি। চা খেতে খেতে ওরে প্রথমেই বলি তুমি এত ঠান্ডার মধ্যে কিভাবে এই পাতলা কাপড় গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকো? তোমার কী ঠান্ডা লাগে না? শিশুটি বলল না। ঠান্ডা লাগে না। সব সময় ওখানেই শুয়ে থাকি আপনাদের মত রুমের ভিতর থাকলে হয়তো ঠান্ডা লাগতো। এই খোলা জায়গায় থাকি তো তাই ঠান্ডা লাগে না। এইটা সব সময় অভ্যাস। সমস্যা নেই। পরে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, তো তুমি কি কর? বলল, কিছু করি না, তবে প্লাস্টিক কুড়াই আর তা বিক্রি করে যা পাই তা দিয়েই চলে। তারপর আমি বললাম এখন যে আমার সাথে আসছো চা খাইতেছো তোমার কি ভালো লাগতেছে? বলল, হ্যাঁ, এই একটু সময় ওর সাথে কথা বললাম। আমার পক্ষ থেকে

ওরে চা খাওয়ালাম । আমার সাথে বেশি টাকা ছিল না, চায়ের বিল পরে ১৭০ টাকা ছিল । এর মধ্যে ১৫০ টাকা শিশুটিকে দিয়ে বললাম, এইগুলা দিয়ে তুমি কিছু খেয়ে নিও । এই অন্ন কথাবার্তা বলে ওর কাছ থেকে আমি বিদায় নিলাম । আর শিশুটি আমার কাছ থেকে চলে গেল । আমি ওদের জীবনযাত্রা নিয়ে কল্পনা করতে থাকি, তখন আমার মনটা দুঃখে ভরে যায় এবং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকি । যে রাবেবে এলাহী আমাকে এই অবস্থানে রাখছেন যদি পথ শিশুর মত হতাম তাহলে হয়তো কত অসুবিধার সম্মুখীন হতাম । আল্লাহ আমাকে এই অসুবিদা থেকে মুক্ত রাখছেন ।
(আলহামদুল্লাহ)

শান্তুগঙ্গা-ই সফলতার চারিকাঠি

আ.খ.ম.আবুবকর সিন্দীক

টরেন্ট মোঃ বেনিয়ামিন

ছেলেটা অনেক শান্ত । খুবই ভদ্র ধরনের । তার জীবনের অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে গেছে । সে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে । আজ তার সেমিস্টার পরীক্ষার শেষদিন । আজ সে বাড়ি যাবে । একমাস বাড়িতে থাকার পর আবার মাদ্রাসায় ফিরে আসার সময় হয়েছে । বলে রাখি, এই সময়টা অনেকের জন্য এমন হয় যে, শীতের রাতে কেহ তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলল তুই চলে যা । আবার কারো কাছে মনে হয়, গরমের রাতে মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় করে বের হলে মন চায় না ঘরে ফিরে যাই । ফিরে আসি আমাদের কথায়,,,

ছেলেটার বেলায়ও একটা হয়েছে । যেদিন সে ঢাকায় যাবে সেদিন ভোরে ফজরের নামাজ আদায় করে, প্রয়োজনীয় সবকিছু গোছাতে লাগে । অমনি পিছন থেকে তার আশ্চু জিজ্ঞেস করে, কিরে এত ভোরে থেকে গোছাতে লাগলে যে ।

বলল ছেলেটি, লম্বা সফর আছে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিছি ।

আচ্ছা নাস্তা কি দিমু, আমার কথা ।।

এখন না আরেকটু পরে, সব গুছিয়ে নেই । ছেলেটার মা যাওয়ার কথা শুনে আগের দিন রাতেই অনেক আইটেমের পিঠা বানিয়ে রেখেছে । জিনিসপত্র গুছানোর মাঝে তার মা বলল,
কিরে কুরআন শরিফ কি রেখে যাবে,,

না না, এইতো তুলে নিছি । মা বললেন নুড়লস দিব না কী পিঠা দিব ।

ছেলেটা উত্তর দেয়নি । সে বই ঘোচাতে লাগলো । বলল, নিয়ে আসুন ।

হঠাৎ চোখ পরল বালিশে,, দেখল একটি মোবাইল ফোন পড়ে আছে । যেটা দিয়ে পুরো বন্দে সময় কাটিয়েছে । মোবাইল টা হাতে নেয় । এক এক করে সকল প্রিয় অ্যাপস ডিলিট করে দেয় । ক্রাইম মাস্টার , এডিটিং অ্যাপস আরো কত কি । অতঃপর সে মোবাইলটা ভাইয়ের কাছে রেখে দেয় । তার ভাই খাবার-দাবার শেষে বাস স্টেশনে নিয়ে আসেন । এবার বাসে উঠেছে ছেলেটি । ৬ ঘন্টা যারা জানি সে সে সে মাদ্রাসায় চলে আসে । মাদ্রাসার সামনে জমজম হোটেল নাস্তা করে খিদে মিটিয়ে নেয় । এবার এসে দারুননাজাতের প্রিয় শাখা তাখসীসিতে চলে আসে । দেখা গেল মাদ্রাসায় কোন ছাত্র নেই । দুই একজন মাত্র এসেছে । তাদের সাথে দেখা হল । মুসাফা মুয়ানাকা করে খোঁজ-খবর নিল ছেলেটি । সে অতীত ভুলে গেল । প্রতিজ্ঞা করে নিল স্বপ্নের জন্য হাল ছেড়ে দিবে না । এবার পড়াশোনায়

ପ୍ରମାନ କାହିଁନୀ

সিলেটের মাটিতে একদিন

মুনতাসির সাকিব

ভ্রমণ একটি শব্দ। কিন্তু আমার কাছে ভ্রমণ মনে আবেগ, ভালবাসা, অনুভূতি। এটা আমার ভালো থাকার মাধ্যম। এটা কখনো মিস করা আমার জন্য কাম্য নয়। তার আয়োজন হোক ছোট পরিসর কিংবা বড় পরিসর। কারণ এটা আমার এই আবেগের অংশ। সবুজ শ্যামল ঘেরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমার ভ্রমণ হয়েছে। যার সাথে মিশে আছে স্মৃতিবিজড়িত অনেক মুহূর্ত। আপনাদের কাছে আমার নতুন একটি ভ্রমণের ফিলিংস তুলে ধরছি।

যদিও এটা কে ভ্রমণ বলা চলে না তারপরও ভ্রমণের অন্তর্গত বলে আমি মনে করি সিলেট বাংলাদেশের সবুজে শ্যামলে ভরা চা বাগানের একটি অঞ্চল। বাংলাদেশের সকলে এক নামেই চিনে।

মঙ্গলবার রাত আটটা বাজছে। ছাত্ররা পড়াশোনা করছে। কারণ তখন আমাদের পরীক্ষা চলছে। হজুর ঘোষণা দিলেন, যারা আগে নাম লেখাবে তারাই যেতে পারবে। সিট খালি আছে মাত্র চারটা। শুনামাত্রই দ্রুত দৌঁড়ে গেলাম, নাম লিখে নিশ্চিত হলাম এবার যাচ্ছি।

আমাকে বলা হল টাকা লাগবেনা অনেক। বললাম কোন সমস্যা নেই। আমি যাচ্ছি। আমাদের সাথে ছয় জন হজুর এবং পাঁচ ছাত্র ছিল তাসনীম, আজিজ, আব্দুর রহমান, বদর, আর আমি। আমাদের সফর শুরু হবে রাত বারোটায়। এশার নামাজ আদায় করে খাওয়া-দাওয়া করে প্রস্তুতি নিয়ে সাড়ে এগারোটার সময় সবাই গাড়িতে উঠে বসি। আমাদের সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল, জগৎ বিখ্যাত একজন মুহাদ্দিস হ্যরত মাওলানা শাইখুল হাদিস আল্লামা হাবিবুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে মুসালসাল হাদীসের সনদ গ্রহণ করা। যিনি আল্লামা মুফতি আমিনুল ইহসান র.এর ছাত্র ছিলেন। সনদ গ্রহণ করার পাশাপাশি সিলেট অঞ্চলে একটু ঘুরে দেখা। আমাদের প্রথম টার্গেট ছিল, হ্যরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ এর মাজার জিয়ারত করা। আমরা শাহজালাল রহ. এর মাজারে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পূর্বে ফজরের নামাজ আদায় করে নেই একটি ফিলিং স্টেশনে। নামাজ পড়ে মাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হই। সেখানে ৩০ মিনিট সময় লেগেছিল। আমরা পুরো এলাকাটা ঘুরে দেখি। মাজার জিয়ারতের সময় সকলেই আবেগমাখা মোনাজাতে কতটা তৃষ্ণিই না পেয়েছি!! হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ল বাংলাদেশের বিখ্যাত অভিনেতা সালমান শাহের কবর। আমরা সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। আমরা মাণ্ড মাছের একটি লেক দেখেছি। সবচেয়ে মজার ঘটনা হল মাজারে থেকে ফেরার পথে আমরা দেখলাম আমাদের কুড়িগ্রামী হজুরের পান শেষ। তাঁর অবস্থা দেখে আমার বড় হাসি পেল। এবার আমাদের গন্তব্য বদরের বাড়িতে। সেখানে আমাদের সকালের নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পর আমরা তাদের বাড়িতে হাজির হই। তার পূর্বেই আমরা হ্যরত শাহ পরানের মাজার জিয়ারত করি। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটাই। সকাল দশটায় বদরের বাড়ি থেকে মুহাদ্দিস হজুরের বাড়িতে রওনা হ

ই । তার পূর্বেই বদরের বাড়ি এলাকা ঘুরে দেখে নিলাম । আমি বদরের হোন্দা নিয়ে একটু ঘুরে দেখলাম তার গ্রামটা ।

সকাল এগারোটা বাজে আমরা পৌঁছে গেলাম মুহাদ্দিস হজুরের বাড়িতে । সেখানে দেখলাম আমাদের জন্য হরেক রকমের নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । জোহর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম । দুপুরের পর আমাদের ছবক দেওয়া হল । সবশেষে কিনা আবেগমাখা মোনাজাতে আমরা ঢলে পড়ে । মোনাজাত শেষে সেখানেই আমাদের খাবার ব্যবস্থা করা হয় । সেই মুহূর্তে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় সুলতানি হজুরের সাথে । আমরা হজুরের মুখে খাবার তুলে দেই । হজুর আমাদের কে খাইয়েদেন । বর্তমানে তিনি আল-আজহার ইউনিভার্সিটি মিশনে রয়েছেন । এমন করতে করতে আসর, মাগরিব হয়ে যায় । এর ফাকে আমরা মুহাদ্দিস হজুরের সাথে একবার দেখা করি । তিনি শুয়ে শুয়ে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন । মাগরিবের নামাজের পর আমরা সুলতানি হজুরের বাড়িতে যাই । আমাদের হজুররা যেতে চাইলেন না । আমরা জোর করি, অবশেষে সফল হই । সেখানে তো আমরা চায়ের আড়তায় বসি । সেখানে হজুর তার চিরচেনা ডায়ালগটা প্রকাশ করেন (চা লয়ায়ছি) ।

এবার আমাদের লক্ষ্য ফুলতলী দরবার শরীফ । আমাদের হাইস ফুলতলী দরবারের গেইটে থামল । ফুলতলী সাহেবের মাজার জিয়ারত করে আমরা পুরো এলাকাটা ঘুরে দেখি । একটা আশ্চর্য জিনিস মনে এল ফুলতুলির বড় অবদান হল, এতিমদের সেবা করা । যাই হোক আমদের ফুলতলী অফিসে চা-নাস্তার আয়োজন করা হয় । আমরা তা গ্রহণ করলাম । এবার আমাদের সিলেটকে বিদায় জানানোর পালা । তারপরও আমাদের মৌলভীবাজার থামতে হলো । আমাদের ছাত্র ভাই আব্দুর রহমানের বাড়ি সেখানে । তার অনেক অনুনয় বিনয় ছিল আমরা যেন তার বাড়িতে যাই । অবশেষে সফল হয় । আমরা সেখানে গিয়েছি । সবচেয়ে চমৎকার বিষয় হলো সিলেটের অধিকাংশ বাড়ি L সিস্টেমে তৈরি । আমরা তাদের পরিবেশটা দেখেছি । তাদের গোয়ালঘরটা খুবই চমৎকার ছিল । জীবনের এই প্রথম দেখলাম একটি ছাগল কে একটি ঘরে রাখা । যে কিনা চমৎকার রাতের খাবার হল মারাত্মক । কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে এবার ননস্টপ ঢাকার উদ্দেশ্যে পথ চলা ।

রাতের অন্ধকারে অনেক ভাবনা নিয়ে চলতে থাকি ঢাকার পানে ।

তখনই কানে ভেসে আসলো--- আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম ।

দেখলাম আমার মাদ্রাসা গেটের সামনে ।

দুঃখ ও আনন্দময় ভ্রমণ

মোঃ মাহবুবুর রহমান

দিনটা ছিল শুক্রবার। প্রতি শুক্রবারে নেই আমরা সকালবেলা ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ নারিকেলবাড়িয়ার হজুর এসে বললেন, তোরা এখনো ঘুমাচ্ছিস! তোদের ক্লাসমেট রোকনের আম্মা গতকাল রাতে ইন্টেকাল করেছেন! (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহাহি রাজিউন।)

মনটা ভেঙে গেল। ছাত্র লাইফে এই প্রথম কোন ক্লাসমেটের আম্মা মারা গেলেন। আসলে যার বাবা মা নাই সেই বোঝে তার মর্ম। দিন অনেকটা পার হয়ে গেছে। নারিকেলবাড়িয়া হজুর বললেন, তোরা তো চাইলে তাদের বাড়িতে যেতে পারতি। তাকে সান্ত্বনা দিতে পারতে। কিন্তু আর যাওয়া হলো না। আজ শনিবার সকালবেলায় ফতুল্লা হজুর বাড়ি থেকে চলে আসেন। আমরা হজুরের কাছে যাই, বললাম হজুর আমরা রোকনের বাড়িতে যেতে চাই। হজুর বললেন, তাহলে তো ভালো। আমিও চাই যাইতে। রেডি হয়ে গেলাম তাৎক্ষণিকভাবে আমরা ১২ জন হজুরের সাথে রওনা হলাম। চিটাংরোড এসে কয়েকজন হাইস ভাড়া করতে যায়। আর আমরা কয়েকজন হজুরের সাথে ফলফুট কিনে নিয়ে আসি। এখন আমরা গাড়িতে উঠে গিয়েছি।

যাওয়ার পথে অনেক কথা, অনেক স্মৃতি মনে করতে লাগলাম, রোকনের সাথে সময়ের দিনগুলো। গাড়িতে ইসলামী সংগীত বাজিয়ে দেয়া হয়েছে। কি চমৎকার লাগছে। মাঝে মাঝে হাসির গান, আবার ভাস্তরী গান কি যে হাসি পাইয়ে দেয় বলা মুশকিল। আবার একটা গানে আমরা হাসতে পেট ব্যথা করে ফেলেছি (বুকের ভেতর আছে প্রাণ, তার ওপরে মেশিনগান, আয়রে মানিক আমার বুকে আয়)। আমরা যে এত আয়োজন করেছি তা রোকনকে এখনো জানানো হয়নি। বাড়ির কাছাকাছি এসে বকরকে জানাই। আমরা ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় রোকনের বাড়িতে চলে এলাম। বাড়ি ঠাড়া হয়ে আছে। রোকনের বাবা আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন। রোকন তার পূর্বেই মসজিদে দেখা করেণ আমাদের সাথে। তার সাথে মুসাফা ও মুয়ানাকা করলাম। সে আমাদের দেখে কেঁদে দেয়। যাই হোক আমরা তার ঘরে এসে বসলাম তার বাবা তো বলেই ফেলল আপনারা কেন আমাকে জানাননি। আপনাদের জন্য তো একটু আয়োজন করতে পারতাম। বিপদ একটা এসেছে তো কি হয়েছে! আমার স্ত্রী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। এটা আমার জন্য পরীক্ষা। আমার সবর করতে হবে। আসলে এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। রোকনের বাবা বলল আপনারা এই ঘরে যেকোনো জায়গায় নামাজ পড়তে পারবেন। রোকনের আম্মার সবচেয়ে বড় গুণ হলো সকল কিছু পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র রাখা। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এমন মানুষ কয়েজনই বা থাকে। রোকন কে নিয়ে, তার ভাইদেরকে নিয়ে আমরা রোকনের আম্মার কবরের পাশে চলে এলাম। সুরা ইয়াসিন, সুরা মুলক, সুরা ওয়াকিয়া, মিলাদ কিয়াম করে রোকনের বড় ভাই মোনাজাত করে। একটা আবেগ মাথা মোনাজাতের সময় ছিল, এমন কোন ছেলে ছিল না যে কাঁদেনি, তখন রোকনের আম্মার কবরের দিকে চোখ চলে যায় দেখলাম একটা প্রজাপতি মুক্তভাবে ডানা মেলে খেলছে।

কবর জিয়ারত শেষ করে আমরা ঘরে চলে এলাম । দুপুরের খাবার খাওয়ার পর দুধ কলা খেলাম । এত কষ্টের পরও তারা আমাদের জন্য অনেক আয়োজন করেছেন । আমরা তাদের মাদ্রাসা ঘুরে ঘুরে দেখলাম । এবার বিদায় নেওয়ার পালা । রোকনের বাবা আমাদের বিদায় দিলেন । আমরা রোকনকে নিয়ে বকরের বাড়ি যাই । আমিতো সবার আগেই হাজির হয়েছি । দেখলাম বাকরের মা হরেক রকম আয়োজন টেবিলের উপর সাজিয়েছেন । মিষ্টি দেখে তো লোভ সামলাতে পারলাম না! ভাবলাম খাব কি খাব না । আর খাওয়া হলো না । যদি দেখে ফেলে কেহ কিছুক্ষণ পর সবাই চলে আসে । সবাই খাওয়া-দাওয়া করলো । রোকনের সাথে আমরা ভালো কিছু করতে লাগলাম । যেন একটু শান্তিতে থাকে । সে আমাদের তার মায়ের গল্প শোনায় । আমরা তার চারপাশে বসে আছি । এখন আসরের আযান দিয়েছে ।

রোকন কে সাথে নিয়ে আমরা আসার নামাজ আদায় করে এক এক করে বিদায় নিয়ে তার কাছ থেকে চলে আসছি । দেখলাম সে আমাদের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে আমরা সকলে তাকে সান্ত্বনা দিলাম । নিজেদের ধরে রাখতে পারলাম না । বিদায় নিলাম ।

আমরা এখন ব্রাক্ষণবাড়িয়ার এক বাজারে চলে এসেছি । সেখান থেকে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার বিখ্যাত মিষ্টি ক্রয় করা হলো । আমরা ব্রাক্ষণবাড়িয়ার ফেরি ঘাটে চলে এসেছি ফেরিতে উঠেই দেখলাম আমাদের পাশেই সদ্য বিবাহিত এক বউ জামাই এর গাড়ি । আমরা তো মারাত্মক মজা করতে লাগলাম । একজনকে অপরকে বললাম আমরা তাদেরকে সালাম নেই, তারা আমাদের মিষ্টি দিবে । ফতুল্লা ভজুর বললেন এদিকে তাকিও না, লজ্জা পাবে । হাসাহাসি মজা হল অনেক ।

ফেরি পার হওয়া শেষ । এবার মাদ্রাসার পথের দিকে চেয়ে আছি । ভাবতেছিলাম আজকের দিনের কথা । গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে দিকে তাকিয়ে দেখি সবকিছুই অন্ধকার । ভাবলাম আমার এ দুটি চোখে একদিন অন্ধকার হয়ে যাবে ।

ভাবতে ভাবতে চলে এলাম আমাদের মাদ্রাসার গেইটে । তখন একটি গান মনে পড়ল,

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়,

মরন একদিন মুছে দেবে –

সকল নবীণ পরিচয়

কুমিল্লার মাটিতে একদিন

আতাউল্লাহ মুয়াজ

দিনটা ছিল শুক্রবার। সবে মাত্র ঘূম থেকে উঠলাম। এখনো ঘুমের ভাব যাচ্ছে না। উঠেই শুনলাম আমাদের প্রিয় ভাই মাহদির মা নাকি আর জীবিত নেই। কথাটা শুনে ভেঙ্গে পড়লাম। আসলে মা যা আবেগের একটা বড় জায়গা। পৃথিবীতে যার কোন তুলনা হয়না। মা ছাড়া সকল কিছুই অথইন। মা এমন একটি জিনিস যার নেই সেই কেবল বোঝে মা হারা বেদন।

যাইহোক, আমাদের ভাই বলে কথা। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কিছু প্রয়োজন আছে। আমাদের ফতুল্লাব হুজুরকে কল দিলাম, উনি আমাদের সাথে যোগ দিতে পারবেন না কারণ বিশেষ কাজে তিনি বাড়িতে গিয়াছেন এবং সেখানে বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন। তৎক্ষণিক আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা কুমিল্লায় যাব এবং তার মায়ের কবর জিয়ারত করে আসবো।

(তাসনিম, ফয়জুল্লাহ, তাসবির, বদর, মুনতাসির, মাসুদ, বান্না, শাকিল, জাফর, তাহমিদ, আজিজ এবং আমি) তৎক্ষণিক রেডি হয়ে চিটাগাংরোড থেকে একটি হাইস ভাড়া করলাম। কাল বিলম্ব না করে আমরা কুমিল্লার পথে রওনা হই। কুমিল্লার পথে হাইস চলতে লাগলো। এটাই আমার জীবনের প্রথম কুমিল্লা ভ্রমণ। দুই ধারের প্রকৃতি দেখতে লাগলাম। কতই না চমৎকার রাস্তাগুলো। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক খুবই চমৎকার। মেঘনা নদী, গোমতী নদী খুবই চমৎকার এক রূপ ধারণ করে বয়ে চলছে। তাছাড়া এক লেনের রাস্তা আমি আগে কখনো দেখিনি। আমরা কুমিল্লা চলে এসেছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য কুমিল্লা নয়। আমাদের মূল উদ্দেশ্য কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম। চলতে লাগলাম চৌদ্দগ্রাম এর পথে। এমন সময় জুমার আজান হয়ে যায়। আমরা রাস্তায় নামাজ পড়ি। টুপুর টাপুর বৃষ্টি পড়তে লাগলো। কি চমৎকার না দৃশ্যটা। ভালো লাগছে। আবার মহদির কথা মনে হয় আরো খারাপ লাগছে।

প্রায় তিনটার সময় আমরা মাহদির বাড়িতে উপস্থিত হই। তার বাবা তার পরিবার তার প্রতিবেশীর আমাদের দেখে অবাক হয়ে যায়। তারা ভাবতে লাগে এত দূর থেকে ছাত্ররা কেন! কিভাবে! আমরা মাহদির বাবার সাথে দেখা করি। আমাদের জন্য সামনে এগিয়ে আসেন। সালাম বিনিময় এবং কুশল শেষে আমরা বাড়ির দিকে রওনা হই। আমরা আমাদের মাহদির ঘরে উপস্থিত। এমন সময় বৃষ্টি আসা শুরু হয়। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমাদের জন্য বিরান্নির আয়োজন করে। তার মামা এবং আক্ষেলের সাথে কথা বলতে থাকি। একটা জিনিস খুব মনে ধরেছে। মাহদির মা প্রায়ই বলতো, যখন সে বাড়ির পথে রওনা হয় মাদ্রাসা থেকে আসতে।

আমার সন্তান আসতেছে। কিছুক্ষণ পর আসরের আয়ন দিয়ে দেয়। এখনো হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে। যাই হোক আমরা নামাজ শেষে তার মায়ের কবরের পাশে দাঁড়াই। সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত হয়। আমাদের জাফর ভাই মনমুঢ়কর মোনাজাত উপস্থাপন করেন। আমি তার মায়ের কবরের দিকে তাকালাম, কিছু সাদা ফুল মাহদির মায়ের কবর আরো রাঙিয়ে তুলেছে। জিয়ারত শেষে আমরা একটি চায়ের দোকানে বসি। মাহদির বাবা সবাইকে চা বিস্কুট খাওয়ায়। এভাবে কিছুক্ষণ পার হওয়ার পর,

আমরা বিদায়ের জন্য হাত বাড়িয়ে দেই। মাহদির বাবা আমাদের ধরে কাঁদতে লাগে। আসলে সন্তানের জন্য বাবা মার টান অনেক। বৃষ্টি এখনো পড়তেছে। আমরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। মাহদির সাথে কুশল শেষে তাকে বিদায় জানাই।

এবার আমাদের টাগের্ট বাংলাদেশের প্রথ্যাত আলেম ও ছারছীনা দারুসসুন্নাত কামিল মাদ্রাসা সম্মানিত মুহাদ্দিস আল্লামা মোস্তফা হামিদী রহ. এর বাড়ি। তিনি আজ দুনিয়াতে নেই। আমরা তাকে প্রায় সময় স্মরণ করি। তাকে না দেখলেও তাঁর কবরটা যে যেয়ারত করব সেই ভাবনা এখন। আমাদেরই ক্লাসমেট বড়, আজিজুল হক আমাদের সাথেই আছে। সে আমাদেরকে তার নানার বাড়ি নিয়ে যায়। তার নানা বাড়ি গিয়ে আমরা মাগরীবের নামাজ আদায় করি। নামাজের শেষে আমরা হামিদী হজুরের মসজিদ মাদ্রাসা কমপ্লেক্স দেখি। আমরা তার কবরের দেখে আসি। কবর জিয়ারতের পর জাফর ভাই মোনাজাত উপস্থাপন করেন। অনেক চমৎকার মসজিদ তার। একটা হাফেজী মাদ্রাসা আছে। সেটাও আমরা ঘুরে দেখি। আমরা হজুরের মেজো ছেলের সাথে অনেকক্ষণ গল্প করি। আমরা সেখানেই গল্প শেষে রাতের খাবার গ্রহণ করি।

এবার আমাদের ফেরার পালা। গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে আমরা মেইন রোডে এসেছি। আজিজ বলে উঠলো, তোমরা আমার বাড়িতে চলো। বাল্লা বলল এখন সময় নেই। যাইহোক তাসনীমের পাল্টা জবাব, ‘যাওয়া হবে।’ ‘চলো যাওয়া হবে।’ যেমনি কথা তেমনি কাজ। এবার আমরা মোড় নেই আজিজের বাড়িতে। আজিজের বাড়িতে আমরা উপস্থিতি।

পথিমধ্যে আজিজ মিষ্টি কিনে নেয়। আজিজের ঘরে আমরা গানের আসর বসাই। তাসবীর, তাসনিম, তাহমিদ গাজল পরিবেশন করে। কিন্তু মজার বিষয় হলো আজিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শাহাদাতকে কোনমতেই গজল গাওয়াতে পারলাম না। আজিজের বাবা আমাদের সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটান। এভাবে চলতে চলতে রাত দশটা বেজে যায়।

এবার ফেরার পালা। আমরা গাড়িতে উঠে যাই। চলতে থাকি মাদ্রাসার পানে। ঢাকা যাচ্ছি।

রাতের অন্ধকারে কুমিল্লার পরিবেশটা কতইনা চমৎকার না লাগে! আমি চারদিকে তাকাচ্ছি। রাতের বেলায় নূরজাহান হোটেলটা মারাত্মক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। গাড়ির সামনের দিকে যাচ্ছে। ক্যাসেটে ক্রমশ চলতে লাগলো.....

যদি তুমি আমার প্রিয় হয়ে যাও

যদি তুমি আমায় কাছে টেনে নাও

তবে কি আর থাকে চাওয়া

সেজদা করি আমি রবের কাবার

রাত এখন বারোটা। আমরা আমাদের মাদ্রাসার গেটের সামনে চলে আসি। দিনটা এভাবেই শেষ হয়ে যায়। সবশেষে একটাই দোয়া করি, হে আল্লাহ, তুমি মাহদির মাকে জান্নাত নসিব করে এবং আমাদের সফলকাম করো। আমিন।।।

କବ୍ୟ କବଳା

দই সমাচার মোঃ সাজিদ

আমি ছোটবেলা থেকে দইখোর। দই আমার খুব পছন্দ। গত ৩০ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন সকালে গণিত প্রাইভেট শেষে বাসায় আসার সময় এক হাড়ি দই কিনে বাসায় আসার পথে এক গাড়ি পুলিশ আমাকে আটকে ধরে। জিজ্ঞেস করে ওই, তোর হাতে কিরে।

- আমি বললাম দই।
- কিসের দই?
- দই কিভাবে হয় জানেন না!
- ইয়ে মানে কোথাকার দই?
- বগুড়ার দই।

প্রশ্ন করার পর এসআই তার কনস্টেবল কে বলল, দেখাদেখি আছে। এখানে সাচ করে দেখ। ভিতরে কি আছে দেখে নে। গাড়িতে ছোট চামচ আছে। নিয়ে আসো। অন্য পুলিশ আমার নিচের দিকে বন্দুক তাক করে আছে। ভয়ে আমার হাত পা কাঁপতে থাকে। মনে মনে তাদেরকে গালি দিতে লাগলাম। আর ভাবলাম এখনো বিয়েই করলাম না, এই অকালে যদি আমার আভারগ্রাউন্ড শৃঙ্খল করা হয়, তাহলে তো আল্লাহ যার সাথে নসিব রেখেছেন সে আগেই বিধবা হয়ে যাবে। বলল স্যার একটু চেখে দেখি। এস আই বললেন, দেখে নাও। আমার তো কলিজা ছিড়ে যাওয়ার অবস্থা। অন্য আরেক কনস্টেবল বলল, স্যার অনেকদিন হলো দই খেলাম না, একটু খেয়ে দেখবো। একবার খেয়ে দেখে নাও। খেতে লাগলো। আমার তো আর সহ্য হচ্ছে না। আমি হাড়ি ধরে দিলাম এক দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে দৌড়াতে অন্য এক গলির মাথায় এসে দেখলাম তিন চারজন পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়ে! তারা আমাকে ধরে বলল, ওই তোর হাতে কিরে? আমি বললাম কিছুই বলবো না!! তারা আমার হাত থেকে কেড়ে নিল, এবং আমাকে থানায় নিয়ে গেল। থানায় এসে দেখি এসআই সাহেব উপস্থিত। তিনি আমাকে বললেন কিরে তুই এখানে কেন? আমি বললাম পুলিশকে দই খেতে দেয়নি বলে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। দেখিতো একটু দেখে নেওয়া উচিত। এসআই সাহেব যখন খেতে যাবে তখনই আমি উপুড় করে হারিয়ে ভেঙ্গে ফেলি। যাক বেশ হয়েছে। এক সপ্তাহ জেল খাটার পর এক কনস্টেবল এর কাছে থেকে ৫০ টাকা ঘুষ দিয়ে এসআইয়ের ওয়াইফের নাম্বার জোগাড় করলাম। বাড়ি এসে এর ওয়াইফ কে কল দিয়ে বললাম, স্যারকে একটু দই বানিয়ে খাওয়াবে। না হয় কিনে খাওয়াবেন। যেখানে সেখানে মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খেতে শুরু করেন। আমি তার বৌয়ের কথা শুনে অবাক!! ওহে জানাব দয়া করে এক হাড়ি দধি কিনে দিয়ে যান, অনেকদিন খাইন!!

সজল সমাচার

মোঃ তাসনীম হোসেন

সজল গ্রামের সহজ সরল বালক। হাবাগোবা বললে ভুল হবে না। যদিও গ্রাম্য ছেলেরা চালাক চতুর হয়ে থাকে। যাক সে ভিন্ন। তার হাবভাব চাহনি মায়াভরা হলেও ডেবডেব করে তাকাতে হয় তার চোখের দিকে। চলুন তাকে নিয়ে জেনে নেই।

আজ সজল প্রথম স্কুলে গেল। ভয় নিয়ে ক্লাসে ডুকে হকচকিয়ে গেল। স্যার তাকে প্রশ্ন করল, বাবু তোমার নাম কী?

-সজল।

-বলত কবিতা কাকে বলে?

-শুনেছি স্যার, ডিমে তা দিয়ে মুরগি বাচ্চা দেয়। আমার মনে হয়, কবিরা যখন ডিমে তা দিয়ে ভাবে তখন সে সময়কে কবিতা বলে।

-ওই তুই কী আমার সাথে ফাজলাম করছিস। তুই ত দেখি ভারি বেয়াদব ছেলে।

-স্যার বিবিসি এর পূণরূপ কেন বললেন, আমি ত কিছু বলিনি, বা আমিতো সেখানে চাকরি করি না।

-সেটআপ, বস বেটা

ক্লাস শেষে ভাবতে ভাবতে বাসায় আসে সজল। মা বলে, খেতে বস। কাল তোর চাচার বাসায় যেতে হবে। চাচার বাসায় এসে সে বসে আছে। চাচি এসে মুড়ি দিয়ে বলল, ধর খেয়ে নে, গ্যাস নেই, রান্ন করতে দেরি হবে। সজল বলল, চিন্তা কেন, চুলার রবি সিম দাও আর বল, জ্বলে উঠ আপন শক্তিতে।

হসির রোল পড়ে গেল। চাচাত ভাই হাসতে হাসতে বলল, আর বলা লাগবে না। চল বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

-চল তাহলে।

সাইকেল চালাতে চালাতে চাক্কাতো এবার বাষ্ট!!! ভাই হেঁটে হেঁটে বাসায় যেতে হবে। চল,,,

-আরে চিন্তা কিসের, গ্রামিন সিমটা চাকায় লাগা আর বল, চল বহুদুর,,,,,

-পাগলামি করিস না।

এভাবে দিনটি কাটল ।সন্ধায় বাসায় ফেরারা পালা ।রাস্তায় এসে বাসে ওঠে সজল ঘুমিয়ে পড়ে । হেলফার
এসে বলল,কী ভাই কই থেকে উঠলেন?কোথায় নামবেন?

-ও,এএ,ও আগারগাঁ থেকে উঠেছি গোড়ার গাঁ নামব ।

-ধূর মিয়া,নামেন ।পাগল মনেকরে তাকে নামিয়ে দেয়া হয় ।

ঘূম থেকে ওঠে দ্রুত সজল রেডি হল ক্ষুলে যাবে, আজ হেডমাস্টার আসবে ।সবার মনে মারাত্মক ভয়,কী
না কী বলে!!

হেডসাব আসছে,সবাই পালাতে লাগল,পালাতে পারল না শুধু সজল ।হেডসাবের সামনে পড়ল সে,স্যার
প্রশ্ন করল,বলত বাফু,কানাডা কোথায়?

-স্যার ,এইমাত্র আপনার ভয়ে ভাতরুমে পালাল!!!

-ডেবডেব চোখে সজলের দিকে তাকিয়ে স্যার অবাক হয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন!!!!

એકટ્રી શામિ

দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন

১ম বন্ধুঃ কিভাবে চীনা মানুষরা তাদের বাচ্চাদের নামে রাখে?

২য় বন্ধুঃ সহজ ... তারা শুধু তাদের হাড়ি-পাতিল, স্টিলের থালা-বাসন সিঁড়ির নিচে ছুড়ে মারে তারপর শব্দ শুনে “ডং - পিং - ওয়াং - ফং - চুন.....”

ওমর ফারুক

ডাক্তারের কাছে গিয়ে শফিক দেখল, চেম্বারের দরজায় বড় করে লেখা আছে, ‘প্রথমবার ৫০০ টাকা, এরপর ৩০০ টাকা।’ ২০০ টাকা বাঁচাতে সে মনে মনে একটা বুদ্ধি আঁটল।

ডাক্তারের রুমে ঢুকেই বলল, ‘ডাক্তার সাহেব, আবার এলাম। আমার অসুখ তো ভালো হলো না।’

ডাক্তার ক্রু কুঁচকে তাকালেন। মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, ‘আগে যে ওষুধগুলো দিয়েছিলাম, সেগুলোই চলবে। এবার ঘটপট ৩০০ টাকা দিন।

ওমর ফারুক

বিমানের রং

বল্টু :- আচ্ছা চাচা, এত বড় বিমান রং করে কিভাবে?

চাচা :- আরে বোকা! জানিস না! যখন বিমান আকাশে উড়ে ছোট হয়ে যায় তখন করে।

আবু সুফিয়ান

পরীক্ষার হলে

বাবা :- কিরে তোর রেজাল্ট কেমন হয়েছে?

ছেলে :- একটি প্রশ্ন ভুল হয়েছে বাবা।

বাবা :- ভালইতো, বাকিগুলোর কি হলো?

ছেলে :- বাকিগুলো তো লিখতেই পারিনি।

আবু সুফিয়ান

এক কিপটে গেছে চিরনি কিনতে

কিপটে : ভাই সাহেব, আমার একটা নতুন চিরনি দরকার। পুরোনোটার একটা কাঁটা ভেঙে গেছে তাই নতুন একটা প্রয়োজন।

দোকানদার : একটা কাঁটা ভেঙে গেছে বলে আবার নতুন চিরনি কিনবেন কেন? ওতেই তো চুল আঁচড়ে নেওয়া যায়।

কিপটে : না রে, ভাই, ওটাই আমার চিরনির শেষ কাঁটা ছিল যে!

আনুষ্ঠান ইবনে মাসুদ

ক্যাপ্টেন পদে চাকুরীর ইন্টারভিউ

বস: আপনি সাঁতার জানেন?

চাকরিপ্রার্থী: ছি না।

বস: জাহাজের ক্যাপ্টেন পদে চাকরির জন্য আবেদন করেছেন, আর সাঁতার জানেন না?

চাকরিপ্রার্থী: কিছু মনে করবেন না স্যার। উড়োজাহাজের পাইলট কি উড়তে জানে?

আনুষ্ঠান ইবনে মাসুদ

দেশের সংজ্ঞা

(দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন)

কামাল:-বলত জামাল, দেশকে কেন দেশ বলে?

জামাল:-আরে! সহজতো, কারণ বিদেশ নয় তাই দেশ।

লাবিব আবু বকর

ছেলে ও মা

মা:-বাবা, আইসক্রিম খাসনে আজ, ঠান্ডা পড়ছে।

ছেলে:-সমস্যা নেই মা, জ্যাকেট পরে খাব।

লাবিব আবু বকর

ব্যাংকে টাকা তোলার সময় দুই ব্যান্ডি চেক লিখছে

১ম ব্যান্ডি:-১লাখ টাকা মাত্র।

২য় ব্যান্ডি:-১০,০০০ টাকা কিছুই না।

১ম ব্যান্ডি:-কি ভাই, এটা কী লিখলেন!

২য় ব্যান্ডি:-আপনার ১লাখ টাকা মাত্র হলে আমার টাকাতো কিছুই না।

লাবিব আবু বকর

সেলোয়ার কাটুনি

একদিন আনোয়ার ভাই মনোয়ার ভাইকে গালি দেয়ার কারনে মনোয়ার ভাই আনোয়ার ভাইয়ের সেলোয়ার তলোয়ার দিয়ে কেটে দিয়েছে ।

মোঃ তাসনীম হোসেন

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন

শিক্ষক:- এই ছেলে ! গতকাল তুমি মাদ্রাসায় আসনি কেন ?

ছাত্র :-স্যার, তুফান এসেছে ।

শিক্ষক :-কই, আমরা তো সকলেই এসেছিলাম ।

ছাত্র :- তুফান ,আমার মামাতো ভাই, ও এসেছে ।

মোহাম্মদ শাহিন আলম

পাগল এবং ডাক্তারের হাঁসির বাক্স

একদিন এক পাগল ডাক্তারকে জিজেস করল.....

পাগল : ডাক্তার সাব আপনি কতদুর পড়েছেন ?

ডাক্তার: BA পর্যাপ্ত ।

পাগল: এতদিনে ২ টা অক্ষর শিখেছেন ! তাও আবার উল্টা !

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ

যোগ বিয়োগ

শিক্ষক: পাঁচ থেকে দুই বিয়োগ করলে হাতে কত থাকে ?

ছাত্র: জানি না, স্যার ।

শিক্ষক: তুই একটা আস্ত গরু ।

ছাত্র: স্যার, আমি তো এখনো ছোট । আমাকে বাছুর বলবেন, স্যার ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ

সুলতানী আমল

শিক্ষকঃ এই ছেলে, তুমি কখন থেকে ঘুমাচ্ছো ?

ছাত্রঃ স্যার, সুলতানী আমল থেকে ।

শিক্ষকঃ আমার সঙ্গে ফাইজলামি করছো ?

ছাত্রঃ না সত্যি ! আপনি যখন সুলতানী আমল পড়াছিলেন তখন থেকেই ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ

প্র্যাকটিক্যাল বিজ্ঞান

বায়োলজির শিক্ষক ব্যাংকের পেট কেটে ছাত্রদের কোথায় কি আছে দেখাচ্ছেন তখন স্যার একজন ছাত্রকে জিজেস করলো ধরো কেউ মানুষের পেট এভাবে কাটল, তখন কি কি দেখবে?

ছাত্র: সবার আগে পুলিশ, তারপর জেলখানা স্যার।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ

চোর তথ্য

শিক্ষক:- চোর সম্পর্কে একটি তথ্য বলতো বলুই ।

ছাত্র:- স্যার আমরা জানি চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে তার মানে স্যার বুদ্ধি বাড়াতে হলে চোরকে পালাতে দিতে হবে!!

সাজিদুর রহমান

କବିତା

আত্মবোধ

শাকিল হোসেন

হাজারো জনশ্রোতের কবলে,

আমি এক অচেনা পথিক ।

নাই কোন চেনা স্বজন প্রিয়জন,

পরিচয় নাই কোন আক্ষরিক ।

অন্তিমকাল ভুকেছি এ যন্ত্রণায়,

ছটফট করেছি সারাক্ষণ ।

তবু দিশাহীন প্রথর রৌদ্রতাপে,

পুড়েছি আমি দীর্ঘকণ ।

বিশৃঙ্খলা করছে মোরে অবরোধ,

দেয়নি কেউ সঠিক প্রবোধ ।

তবুও ফের একাই চলি বীরদর্পে,

সান্ত্বনা দেই আপন আত্মবোধ ।

সন্ধের নাজাত কানন

আনন্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ

নাজাত যাব যখন থেকে করেছি কঞ্জনা,
তখন থেকেই নাজাত নিয়ে অনেক ভাবনা ।

কোথায় যাব কেমনে যাব সন্ধের নাজাতে,
যাওয়ার মাধ্যম খুঁজতে থাকি দিনে রাতে ।

অবশেষে পেয়ে গেলাম নাজাতের ঠিকানা,
মাধ্যম পেয়ে নিজে থেকে পেয়েছি সান্তনা ।

যার মাধ্যমে নাজাতে যাওয়া তিনি মোর গ্রামের,
তিনি হলেন প্রাক্তন ছাত্র নাজাত কাননের ।

নাজাত যাওয়ার পরপরই ভর্তি হই মূল শাখায়,
পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নিই যাব তাখসীসি শাখায় ।
শাখা পরিবর্তনের দরখাস্ত লিখি প্রিসিপাল বরাবর,
গুরুত্বপূর্ণ দরখাস্তের আর্জি তিনি গ্রহণ করেন সচরাচর ।

তারপরে তো চলে আসি তাখসীসি শাখায়,
তাখসীসি থেকে শুরু হয় নাজাতের অধ্যবসায় ।
এইভাবে হয় সম্মের বাস্তবায়ন নাজাত কাননে আমার,
সবার কাছে মিনতি করি সবার জন্য প্রার্থনার ।

বন্ধু মানে

আবু বকর সিদ্দিক

বন্ধু মানে, দুই হাত্তে একটি ভালবাসা ।
বন্ধু মানে, একই পথে অনেক অনেক আশা ।
বন্ধু মানে, দুষ্টুমি আর একটু মজা করা ।
বন্ধু মানে, কষ্ট শেষে সুখের জীবন গড়া ।
বন্ধু মানে, মাস্তি মজা বিকেল বেলার খেলা ।
বন্ধু মানে, ঝগড়া করে অটহাসি মেলা ।
বন্ধু মানে, কাঁধে কাঁধে কাঁধ ।
বন্ধু মানে, হাজারো রকম আঞ্চাদ ।
বন্ধু মানে, স্বপ্ন পানে একই সাথে যাওয়া ।
বন্ধু মানে, জীবন যুদ্ধে সফল হওয়া ।
দোয়া করি, প্রভুর কাছে কবুল যেন হয় ।
সকল বাধা, মাড়িয়ে হোক, বন্ধুত্বের জয় ।

ଆଣ

ମୋঃ ജাহিদুল ഇসলাম

ଗଗନେ ଗରମେ ମେଘ, ସନ ବରଷା ।
ଫୁଟପାତେ ବସେ ଆଛି, ନାହିଁ ଭରସା ।
ରାଶି ରାଶି ଖାଡ଼ା ଖାଡ଼ା
ଦାଲାନେ ଖାବାର ଭରା,
କୁଧା ପେଟେ ପଥ ହାରା
ଖରପରଶା-

ଖୁଜିତେ ଖୁଜିତେ ତ୍ରାଣ ଏଲ ବରଷା ।
ଫୁଟପାତେ ତ୍ରାଣ ନିତେ ଏଲୋ ବରଷା-
ଚାରଦିକେ ଛେଲେ ମେଘେ କରଛେ ଖେଲା ।
ଦାଲାନଗୁଲୋ ଦେଖି ଆଁକା
ରଂ ଚଂ ଦିଯେ ମାଥା
ଆକାଶ ତୋ ମେଘେ ଢାକା
ବିକେଲବେଳା-

ଫୁଟପାତେ ତ୍ରାଣ ନିତେ ଏଲ ବରଷା ।
ପିପ ପିପ ହନଁ ଦିଯେ କେ ଆସେ ଓରେ!
ଦେଖେ ଯେନ ମନେ ହୟ ତାନ ଦିବେ ମୋରେ ।
ଗାଡ଼ିଗୁଲୋ ଚଲେ ଯାଯ
କୋନ ଦିକେ ନାହିଁ ଚାଯ
ଚାକାଗୁଲୋ ନିରତପାଯ,
ଘୋରେ ଜୋରେ ଜୋରେ
ତବୁଓ ଦେଖେ ମନେ ହୟ ତ୍ରାଣ ଦିବେ ମୋରେ ।

ଓଗୋ ତୁମି କୋଥା ଯାଓ କୋନ ବିଦେଶେ?
ଏକଟୁ ଦାଁଡାଓ ତୁମି କିନାର ଘେଁଷେ ।
ଯେଓ ଯେଥା ଯେତେ ଚାଓ
ଶୁଦ୍ଧ ମୋରେ ଦିଯେ ଯାଓ
କ୍ଷଣିକ ହେସେ-

ଏକଟୁକୁ ତ୍ରାଣ ତୁମି କିନାରେ ଏସେ ।

ଆଣ ନାଇ! ବ୍ରାନ ନାଇ! ହାଁକ ମାରେ ଜୋରେ!
ଆମାରି ଖାଲି ପେଟ କବୁ ନାହି ଭରେ
ଶ୍ରାବଣଗଗନ ଘିରେ
ଘନ ମେଘ ଘୁରେ ଫିରେ
ଫୁଟପାତେ ଆଣ ନିତେ-

ରହିନୁ ପଡ଼ି,
ଆଣ ନା ଦିଯେ ମୋରେ ଚଲେ ଯାଯ ଗାଡ଼ି ।

ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟଥା ମୋଃ ତାସନୀମ ହୋସେନ

ଉତ୍କର୍ଷ ଆମାର ହାହକାର ଦେଖେ,
ପୁରୋଦକ୍ଷର ନହେ ଏଇ ସମାଜଟା ।
ସଂଗୋପନେ ରଟେ ବେଦନା କଥା,
ଶୂନ୍ୟ କି ହବେ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନବତା ।

ଆଶାହତ ବାବା ଖାଲି ବୁକ ମା,
ପରିବାର, ଦୁଃଖେର ସମାଜଟା ।
ଉଚ୍ଚ ମନେ ହାତେହାତ ଶୟତାନ,
ଶାନ୍ତି ଛାଡ଼ା ଗୁଞ୍ଜନ ସମୟଟା ।

ବିବରଣ ସମାଜ କରଣ ଜାତି,
ନାଦାରାତ୍ ଭାଲୋବାସାର ଛଡ଼ାଛି ।
ବାଟପାରି ଧର୍ଣ୍ଣ, ସାଥେ ଲୁଟପାଟ,
ଆରୋ ଟେଭାରେର ସମାଜ ଗାଡ଼ି ।

ଆସଲ କଥାଇ ହଲୋ ସତ୍ୟ,
ମୁନାଫେକି କରେ ବ୍ୟବସାୟ ଧର୍ମ ।
ବିଡ଼ିଂ କରି ମତାମତ ନିଜେର,

ভাবি নাকো নিজ রূপ কর্ম।

চলো সবে গড়ি বন্ধন,
ন্যায় নীতির ধর্ম সবখানে।
বাস্তব তাই স্বপ্ন নহে,
সঠিক সমাধান বয়ে আনে।

নূরের নবী মুহাম্মদ সা.

মুহা. মিছবাহ উদ্দিন

নূরের নবী দীনের নবী
মুহাম্মাদুর রাসূল,
মানব জাতির পথ দেখালেন,
ভেঙে দিলেন ভুল।

দিনের আলোয় রাতের আঁধারে
তোমায় সদা স্মরি,
তোমার দেখানো পথ বীনে যেন
কভূত না মরি।

মহাবিচার দিনে নবীর
শাফায়াত যেন পাই,
রোজ হাশরে সুপারিশে তাঁর
জান্মাতে যেন যাই।

হৃদয়ের ব্যাথা

মোঃ ফখরুল ইসলাম

দুনিয়াতে কত ব্যাথা আসে চলে যায়,
কিছু ব্যাথা থাকে যাহা হৃদয় পুড়ায় ।

দেখতে আঘাত পেলে ডাক্তারের কাছে যাই,
অন্তরে ব্যাথা পেলে যাওয়ার জায়গা নাই ।

পাখি সাদা নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ে,
একটি ডানা না থাকলে অসহায় হয়ে পড়ে ।

মা ও বাবা মোর দু'পাশের দুই ডানা,
হঠাতে একটি ভেঙ্গে গেলে আহারে কি বেদনা ।

বাবা ছিলেন এই হৃদয়ের গভীর গভীর ভালোবাসা,
আমায় নিয়ে বুনেছিলেন, শত রাঙ্গিন আশা ।

দ্বীন বুঝাতে দিলেন তিনি গ্রাম ছেড়ে শহরে,
ভর্তি হলাম দারুণনাজাত ইলমে নববীর বহরে ।

শত কষ্ট হত তরুণ, টাকা দিতেন তিনি,
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে করেছেন আমায় ঝণী ।

একদা হঠাতে শুনি আমি বাবা নেই আর ভবে,
অশ্রুতে বুক ভিজে যায়- শান্তনা দেয় সবে ।

যাদের বাবা আজ নেই এই দুনিয়ায়,
বাবার কদর বুঝেন তারা সর্বদায় ।

আমার এই কবিতাটি বাবাকে নিয়ে,
মনে পড়ে আজ ও তোমায় প্রায় মুগ্ধতে ।

প্রতিটি বাবা তুমি চলে গেলে আমায় একা ছেড়ে,
দিবানিশী তোমাকে আজও ভাবি নিরালে ।

প্রভুর কাছে প্রার্থনা সর্বদা আমি করি,
জান্মাতের অধিবাসি হও যেন কবরে ।

রূপক দেশ তাখসীসি

মোহাম্মদ জুনায়েদ শেখ

কি আজব এই দেশ,
নিয়ম-নীতির নাইকো শেষ ।
সমগ্র বিশ্ব যেথায় ঘুমের ঘরে
কাটাচ্ছে বেশ,
ফুরায়নি এখনো আপন দেশে
সে ফাঁকের রেশ ।
প্রথম রাতে বন্ধু আমার
চমকে গেল এ দেখে,
ডাঙ্কার আসবে কখন
রোগী সব তৈরি যে
খাবার সময় আবাক খোকা,
একি দেখলাম আমি
কাঠ ভাজি আর হলুদ পানি
তরকারি দিবা জানি
মধ্যরাতে ঘুম ভেঙ্গেছে
কার হাসির শব্দতে,
খুঁজতে গিয়ে দেখেছে এক
জেনাকি পোকার গোঁষ্ঠীকে ।
ঘুম শেষে বলছে খোকা বড় উপকার হলো যে,
হাজারো প্রাণ বেঁচেছে সে আজ
আমার দেহের রক্ততে ।

গরীবের শীত

মোঃ সাজিদুর রহমান

হিম হিম শীত নামে
নামে সাথে কুয়াশা
গরীবের ঘরে নামে
একরাশ হতাশা
লেপ কম্বল কিছু নেই
কাঁথাটাও ছেঁড়া
গরীবের ঘরে ঢেকে
ভেঙে ছুঁড়ে বেড়া ।
মনে জাগে পথশিশু গরীবের
না জানি কি হয়
একটু দয়া একটু মায়া
তারা যদি পেত
ভাঙা ঘরে থেকে তবু
চির সুখী হত ।

কবর

মোঃসাজিদুর রহমান

তোমার কাছে যেতে আমার
কোন আপত্তি নাই,
আমলী জিন্দেগি করে আমি
তোমার কাছে যেতে চাই ।
বে আমলীর জন্য তুমি-
অনেক নিষ্ঠুর ভাই,
তোমার কথা মনে হলে-
আমলের দীক্ষা পাই ।
সাড়ে তিন হাত জায়গা তুমি-

ରେଖେତ୍ ଆମାର ଜନ୍ୟ,
ଆମଳ କରେ ଯେତେ ପାରଲେ
ହବ ଆମି ଧନ୍ୟ ।

ସ୍ମୃତି

ମୋଃ ଆବୁଲ କାହିୟୁମ

ଜୀବନେର ମାଝେ କତ ଶତ
ଭୁଲା ଯାଯ କି କୃତ୍ୱ,
ଜୀବନ ନଦୀର ବାଁକେ ବାଁକେ ସବ
ମନେ ପଡେ ଯାଯ ତବୁଓ ।

କତ ଶତ ସ୍ମୃତି ନାଜାତ କାନନେ
ହାଁସି ମଜା ବେଦନା,
ଜୀବନେର ବାଁକେ ମନେ ପଡେ ଯଦି
କଭୂ କେଉ ତବେ କେନ୍ଦନା ।

ଖାବାରେ, କ୍ଲାସେ, ପଢାର ଟେବିଲେ
ହଦୟ ପଟେ ସ୍ମୃତି ଗୁଲୋ ଭାସେ,
ସ୍ମରଣ ହଲେ ସବ କଭୂ
ନୟନ ଜଲେ ବୁକ ଭାସେ

ଭାବିନି କଭୂଓ ଚଲେ ଯେତେ ହବେ
ସ୍ମୃତି ଗୁଲୋ ସବ ପିଛନେ ଫେଲେ,
ପୃଥିବୀର ଏଇ ବାନ୍ଧବତାଯ ଯାବେ
ଆପନ ପଥେ ସବାଇ ଚଲେ ।

ମେନେ ନିତେ ହବେ ଏସବ ତବୁଓ
ବ୍ୟଥା ଆସେ ବୁକେ ଯତ,
ପାଡି ଦିତେ ହବେ ବ୍ୟଥାର ପାହାଡ
ଜୀବନେର ପଥେ ଶତ ।

তাখসীসির প্রাণে

মোঃ সাজিদুর রহমান

এসেছি আমি তাখসীসির পানে,
প্রাচীর ঘেরা ফুলের বাগানে ।

যার মাঝে আছে হাজারো ফুলের স্থান,
নিতে হবে তা থেকে মেশকের ঘ্রান ।

এসেছি আমি এক অধম ব্যক্তি,
নিতে হবে তার থেকে অমৃত তৃষ্ণি ।

এই আশায় মোর জীবন করেছি সমর্পণ,
পরম জনের ভালোবাসা দিয়েছি বিসর্জন ।

শত মোনাজাত করেছি প্রভাত...
সুযোগ খোদা দারুণনাজাত ।

পেয়েছি আমি নাজাতের ঘ্রাণ,
বাড়িয়ে দিও খোদা তুমি, এই অধমের মান ।

মুক্তির স্বাদ

আল-ফুরকান জীবন

বন্দি থাকা আমার নয়ত অভ্যাস,
পাইনাকো তাতে কোন উচ্ছ্বাস ।
আমি খাঁচাতে খুশি নই কভু,

সোনার তৈরি হোক তাহা তবু ।
রবের পৃথিবী আমার ভালোবাসা,
সেথায় জীবন কাটানোই আমার আশা ।
প্রাকৃতিক খাবার প্রিয় যে আমার,
মিঠাপানি তার অবাক ধারার ।
পূর্ণ বাসনায় মিটবে আঙ্কাদ,
তবেই মুক্ত জীবনের পাব স্বাদ ।

তাখসীসি

লাবিব আবু বকর

তাখসীসি তোমায় ভালোবেসেছি,
ক্ষমা করো যতটা দিয়েছি ।
উস্তাদ তোমার বাগানের ফুল,
আমরা তোমার মৌমাছি বুলবুল ।
তোমার কাছে ইলম মিলে,
মানুষ হবো যদি নিলে ।
আমলের সাথে জীবন গড়া,
তাইতো তাখসীসিয়ান সেরা মোরা ।

দুটি শব্দ

মাহমুদুল ইসলাম

আমার হৃদয়ে এমন একটি নাম আছে-
তা হতে পারে অনেক ছোট,
দুটি শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়
কিন্তু এর ব্যক্তি সীমাহীন;
যে প্রবল ঝড়ে আশ্রয়দাতা,
রোদের তীর্তায় গাছের ন্যায় ছায়াদানকারী ।

কুয়াশার বুকে লাঙল জোয়াল কাঁধে মিশে যায়
ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে-সে এমনি মহান ।
যে চোখের পানি ঝরায় নিষ্ঠুর রোদে পুড়ে-
পরিবারের অগোচরে; অবিরত.....
আমার হৃদয়ের ক্ষেমে সেই দুটি শব্দই ।
যার মূল্য অনেক বেশি—
গোটা পৃথিবী আমার কাছে মূল্যহীন
সেই মহান মূল্যবান দুটি শব্দের কাছে;
হীরক খন্দ ম্লান সেই শব্দের পাশে;
সেই দুটি শব্দ হচ্ছে "বাবা ও মা" ।

মা

মুস্টফা উদ্দীন

মা নামটি মধু মাথা
হৃদয়ের শত আশা,
জুড়িয়ে আছে যাহার সাথে স্নেহময় ভালোবাসা ।
দশটি মাস দশটি দিন গর্ভে লালন করে,
রাতের পর রাত জেগে ঝণী করেছেন মোরে ।
ভৃপৃষ্ঠে আগমন কভু করতাম যার জন্য
মায়া ও মমতা দিয়ে তিনি করেছেন আমায় ধন্য ।

ছিলনা মুখে ভাষা,
 কান্না ছাড়া ছিল না উপায়,
 কেটেছে মোর দিন গুলো,
 নানা কষ্ট ও দূর্দশায়
 দৃঃখ, কষ্ট হন্দয়ের ব্যাথায় অশ্রু গড়িয়ে শেষে।
 অসুস্থ হয়ে চলে গেলেন, না ফেরার দেশে,
 দোয়া করি ওই ওপারে ভালো থাকো মাগো
 মা ফাতেমার সাথেই যেন রোজ হাশরে জাগো।

দিনলিপি

মোঃ আব্দুল কাইয়ুম

রোজ সকালে ঘুম ভাঙে
 মুয়াজ্জিনের ডাকে,
 নামাজ শেষে কুরআন পড়ে
 সেলুট জানাই তাকে,
 তেলাওয়াতের মাধ্যমে মোরা
 ঘুমকে করি ভাব,
 এর মাঝে ফতুল্লাহ হজুর
 ডাকে বারে বার।

ফতুল্লাহ হজুর:-
 হজুরের হৃক্ষার তোলে মনে বাংকার
 জানিনা ডেক্স কোনটা কার,
 তবুও ঘুমের হয় না হার,
 এভাবেই মোরা ক্লাস করি পার।

মুরাদনগরী হজুর:-

হজুরের বুলি উঠতেই শুন
" মাথায় ওঠে তার রক্ত,
এখনো কে শয়ে আছে"
মারব তোদের শক্ত ।
ঘূম থেকে মোরা উঠে
করি তড়িঘড়ি,
খাবার খেয়েই তবে
পেটের থলি ভরি ।
যোহর আসর আর
মাগরিব শেষে,
করি পড়া-লেখা
পাগলের বেশে ।
তুলে যাবে মুঘাজিন আযানের সুর
খাবার আনিতে মোরা করি ঘুর ঘুর,
বেতের আওয়াজ দেয় ফতুল্লাহ হজুর
খাবার রেখেই মোরা তবে দেই দৌড়

নামাজ শেষে প্রভুর তরে
তুলি দুই হাত
কবুল করো প্রভু তুমি
আমার মোনাজাত ।

অমর
মোঃ তোফিকুর রহমান

জীবন বীণা বাজিবে না আর-
বিশ্ব বীণার তরে,
ধরনী মাঝে, কেউ কাঁদিবে না আর-

তোমার নামটি ধরে ।
স্বাদের ভুবন ছেড়ে কভু-
কেউ কী যেতে চায়,
ধরণী মাঝে আর কিছু দিন-
বাঁচিতে ইচ্ছে হয় ।
এই জাহানে কেউ চিরকাল
থাকতে পারে না হায়-
একদিন তোমায় মোড়ানো হবে-
সাদা কাপড়ের পর্দায় ।
ভুবন মাঝে সকল প্রাণী-
অমর হতে চায়
কেউ চলে যায় কেউ রয়ে যায়-
মানুষের আড়ায় ।

শ্রিয় মা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ

মা,
তুমি আমার আধার ঘরের আলো,
তোমার চেহারা দেখলে আমার মন হয়ে যায় ভালো ।

তুমি আমার জীবনের উন্নতির কারণ,
তুমি ছাড়া হবে না আমার উন্নতির স্মরণ ।

মা,
ক্লান্তি লগ্নে তোমায় দেখলে হৃদয়ে পাই গ্লানি,
শান্তি লগ্নে তোমায় দেখলে হৃদয়ে পাই পানি ।
তুমি আমার জীবনের অমূল্য রতন,
প্রতিজ্ঞা করেছি সারা জীবন করবো তোমার যতন ।

মা,
তোমার পরামর্শে চলতে চাই সারাটি জীবন,
তোমার উপদেশ চলব মেনে যতক্ষণ না হয় মরণ ।
তুমি ছাড়া হবো আমি দিশেহারা,
তুমি না থাকলে জীবন আমার হবে পথ হারা ।

মা,
দোয়া করি আল্লাহ যেন দেন তোমায় দীর্ঘায়ু,
তুমি যেন সারাজীবন বেঁচে থাকো পেয়ে নেক আয়ু ।

কেমন হত

মোঃতোফিকুর রহমান

কেমন হত, মানুষ না হয়ে যদি-

ফুল হতাম !!

প্রজাপতি এসে আলতো ভাবে-

বসত আমার গায়ে,

মৌমাছিরা মধু আহরনে এসে

গুন-গুন গান শোনাত আমায় ।

ঝাতু রাজ বসন্ত রঞ্জিন সাজে

সেজে উঠত আমার সাজে

সবুজ পৃথিবী হাজারো রং ধারণ

করত আমার আগমনে ।

কেমন হত, মানুষ না হয়ে যদি

ফুল হতাম!!

পৃথিবীর এমন কোন রং ছিল না

যেটা থাকত আমার গায়ে,

সূর্যের আলো বালমলিয়ে পড়ত আমার -

পায়ে ।

অভিমানীর মন ভাঙ্গত আমার বিনিময়ে

প্রেমিক যুগল প্রেম মিনতি করত আমায় দিয়ে ।

ফুল প্রিয় প্রিয়সীর লুটোপুটি করত আমায় নিয়ে

কেমন হত, মানুষ না হয়ে যদি-

ফুল হতাম!!

ইলমের তরে
মোহাম্মদ জাহিদ খান

পিপাসিত জিভে জলের মতো-

নববী শিক্ষা দিছ ।

তৃষ্ণার্ত সবে জল পেয়ে তাই-

সুন্মাহ কানন হচ্ছ ।

তুমি অতন্ত্র প্রহরী-
ইলম বিলাতে স্মরণীয় ।
লিখিত হৃদয়ে তোমাকে-
তাখসীসি তোমায় বরণীয় ।

গুণগান

মোঃ তাসনীম হোসেন

এই পৃথিবীর সৃষ্টি তামাম,
তোমার সৃষ্টি রূপের কারুকাজ ।
বিশ্ব জোড়া তোমার কথন,
সর্বমহল গুণগুণ রূপ সাজ ।

গাছের ডালে পাথির ডাকে ।
সাগর পাড়ে স্তুর্ব বনে,
বাগান ভরা ফুলের দোলে,
তোমার গান মৌয়ের গুঞ্জনে ।

এমন সৃজন নেইকো ধরা,
তোমার নাম জপেনি কভু ।
তুমি আমার প্রাণের প্রিয়,
সেজদায় লুটি তাইতো প্রভু!

বন্ধু মহল

আজিজুল হক

মাহমুদ আমার বন্ধু পরম,
অনেক সহজ সরল ।
দিলেই হয় পাম-পত্তি,
নাস্তা হয় গরম ।
শূন্য পকেট ফাপর নেয়,
এইতো যাই জমজমে ।
খাবার শেষে বিল দিতে,
করে যে কিপটামে ।
থাইরুল আল্লার এক বান্দা,
করে কত পাগলামি ।
গান নিয়ে মেতে থাকে,
সারাটা দিবাজামি ।
ভেজা হল দেখতে সুন্দর,
নেই যে কোন ভাব ।
তাহার মতো সোনার ছেলে,
পেতে খুব অভাব ।
সাজিদ হলো মোবাইল পাগল,
লোক পচাঁতে সেরা ।
প্রতিশোধ নিতে তাকে,
আটকাবে কারা ।
হাসান বেটা ভালো তবু,
নেয় বেশি ভাব ।
বিপদে তার সাহায্য পাই,
এটাই তার স্বভাব ।
মাহবুব আমার বেডমেইট,
খানিকটা নিষ্পাপ ।
বকর ছেলে অনেক পেটুক,
মন তার ভালো ।
কাজের বেলায় চালাক চতুর,
মাথা তার ধারালো ।
আসাদ এক দুষ্টের মনি,
কথায় পটুগলাবাজি ।

জিতলে জিতুক হারলে হারুক,
এইতো সে রাজি ।
মানতিকবীদ মাহদী ভাই,
ছিল ডিরেষ্টের আমার ।
মেধা দিয়ে তার তুলনা,
হয় না সাথে কার ।
জাহিদ দাদু খাদেমে হজুর,
খেদমত তার কাজ ।
পাকনামিতে পটু অনেক,
তবুও খায় বাঁশ ।
রফিক হল ছারছিনার ছেলে,
তাখসীসিতে পড়ে ।
সারাদিন শুধু সে,
ঘূমিয়ে ঘূমিয়ে মরে ।
তাসবির হলো সবার সাথি,
বিষে ভরা বানে ।
সবাই অনেক মুঞ্চ হয়,
তার সুরের গানে ।
মাল্টিস নামে জুবায়ের,
ভালোই হাসাতে পারে ।
তার ধাঁধাঁর ফান্দে পড়ে,
কেউবা হেসে মরে ।
লাইকি মাস্টার মুজতবা,
বড়ই বাক পটু ।
তার মুখে গল্প কাহিনী,
লাগে যে শ্রতি মধু ।
গুজব ছড়িয়ে দৌড়ে পালায়,
সুফিয়ান তার নাম ।
ইনস্টাগ্রামের গল্প করা,
এটাই তার কাম ।
তারাই আমার বন্ধু মহল,
ছিল সারাক্ষণ ।
মনের মাঝে রাখবো বেধে,
তাদের আজীবন ।

আদ্যোপান্ত

মো: জুবায়েরুল হক চৌধুরী

দাখিল এক্সাম শেষে মোরা বাড়িতে ফিরলাম,

করোনাতে দীর্ঘ সময় বিলিয়ে দিলাম।

বহু ছাত্র নানান দিকে ছিটকে পড়িল,

কেউবা আবার আলিম পড়তে তাখসীসি ফিরল।

বিশ সালেরই ঐ অক্টোবর মাস স্মৃতির একটি ক্ষণ,

নানান প্রান্ত থেকে ছাত্র এলো শতজন।

গুটি কয়েক ছাত্র ছাড়া সবার নতুন মুখ,

বারংবার হারিয়ে যায় দেখে আমার চোখ।

ঠিক হইলো পড়বো মোরা দ্বিতীয় ভবনে,

ঘূম কিবা থাকা, খাওয়া হবে এখানে।

দুর্বলতার চিন্তা করে বেসিক কোর্স শুরু,

আলিফ, বা, জীম দিয়ে ভাগ করিলেন গুরু।

ধীরে ধীরে শুরু হলো পড়ালেখার ধূম,

প্রত্যহ ক্লাস পূর্বে চলে একটা ঘূম।

নতুন হয়েও অনেক ছাত্র মিশে গেল নিজে,

কেউবা আবার বাড়ির মায়ায় লুকিয়ে যে কাঁদে।

কোর্স শেষে ছুটি নিতে কারো মনে চায়,
দু-একজন ছুটি ছাড়া বাড়ি চলে যায় ।

সিলেট থেকে সবচে বেশি ভর্তি হতে আসে,
তাদের ভাষা বোঝে না কেউ যদিও বসে পাশে ।

তারাও কিন্তু ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়,
দেরি করে আসাটা কি তাদের শোভা পায়?

শুরু হলো আলিম ক্লাস নতুন বই দিয়ে,
দুই ভাগে ভাগ হইল একই নাজেম নিয়ে ।

দিন পেরিয়ে, মাস পেরিয়ে, বছর চলে যায়,
জমে গেল নানা স্মৃতি লুকিয়ে রাখা দায় ।

কিছু ছাত্র লুকিয়ে রেখে ফোন চালাতো কোণে,
জানলে হজুর মারবে প্রচুর ভয়টা ছিল মনে ।

তবুও কিন্তু ছেড়ে দেয়নি ফোন চালানোর রীতি,
কেউবা আবার ধরা খেয়ে শুনে নানান গীতি ।

এমন একজন নাজেম পেলাম যায় না কভু বাড়ি,
গেলেই তবে ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় দিতাম পাড়ি ।

অবশেষে নাজেম মোদের বসল বিয়ের পিড়ি,
নিশ্চিত ছিলাম প্রতি সপ্তাহে যাবেন তিনি বাড়ি ।

হঠাতে একদিন নারিকেলবাড়ীয়া ক্লাসে দিলেন হানা,
কেড়ে নিবেন সব মোবাইল, ছিল না তো জানা ।

ঈদের দিন যে ছিল মোদের বৃহস্পতি-শুক্রবার,

হজুর নাই তাইতো মোরা ঘুরি ফিরি বারে বার ।

বৃহস্পতি রাত্রিকালে বানাই মজার মুড়ি,

খাওয়ার সাথে মজা-মাস্তি, হাসি-খুশির ঝুড়ি ।

চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, লালবাগ কেল্লা আরও,

চুটি ছাড়া ঘুরে আসার বাদ পড়েনি কারো ।

পানির সংকট লাগে যদি মাদ্রাসাতে হায়,

অজুর নামে বাঘমারাতে সবাই চলে যায় ।

কারো হাতে বেত দেখিলে হৃদয় মোটেও নড়ে না,

ফতুল্লা হজুরের নাম শুনিলে ঘুম যে মোদের আসেনা ।

প্রথম দিকে হজুর মোদের ক্যামেরা দিয়ে মাপে,

তাইতো তাহার ভয়ে মোদের কলিজাটা কাঁপে ।

ফাঁস করেছি সকল বিষয় মস্তক করে নিচু,

আরো যদি লিখি তবে লোক নিবে পিছু ।

দোয়া চেয়ে বিদায় নিছি আজ এখানে আমি,

মহৎ গুণ যে ক্ষমা করা এটাই আমরা জানি ।

মিলেমিশে ছিলাম মোরা ভাঙে নিতো কঙ্গ,

সারাজীবন রেখে দিও সম্পর্কটা প্রভু ।

দুটি বছর কেটে গেল জীবন থেকে হায়,

বাকি জীবন সুখে থাকুক যে যেখানে যায় ।

আমার বাবা-মা

মোঃ তাসনীম হোসেন

প্রভু মোর বলে,
বাবা যে পরে,
জননী পূব তোমার

কেহ নেই চলে ,
এই ভব ঘুরে,
বাবা হীন সবর ।

মূল্য তোমার বাবা,
আমার কাছে তুমি,
কারিগর সুন্দর ভূবনের

ভুলি কিকরে তোমায়,
কষ্ট সাগরে নেমে,
বিলালে সব জীবনের ।

প্রাধান্য নিজেকে নয়,
সবি আমায় দিলে,
নিজেকে ভাবনি কভু ।
কী করে জীবন বয়,
তোমায় ঠেলে দিলে,
দিবা যেন নিঃনিভু ।

মনে পরে তোমায়,
একাকার দিন ক্ষণে,
বিয়োগ বেদনা মোর ।

হাত তুলি তই,
দোয়া করি মোনাজাত,
সন্ধা দুপুর ভোর

তুলনা তোমার হয়না কভু-

ওগো প্রেমময়ী মা আমার ।

শ্রেষ্ঠ তুমি হয়েছ সবার-

বলেন প্রভু মালিক কাবার ।

কষ্ট সহে রাত্রি জেগে-

লালন করেছ আমার জীবন ।

ভুলিবে কেমন ছেলেটা তোমার-

নয়ন শুধু তুমই স্বপন ।

মনে পড়ে মোর ছেঁটকালের-

তোমার জ্বালাতনে বেদনা কথা ।

কাঁদাতাম তোমায় হাসতাম তাই-

ছিলনা মোর মাথা যে ব্যাথা ।

আমি যে এক অসহায় ।

তোমায় স্বরে তৃষ্ণি মনে-

তোমার ছায়ায়,সান্তনা সহায় ।

একাকার বেলা মলিন ক্ষনে-

ଆମିତୋ ପୁରାଇ ଅବାକ ଆବୁ ସୁଫିଯାନ

ରାତ୍ରି ନିଶି ଗଭୀର ଘୁମେ
ଡାକଛି ଆମି ନାକ,
ଚୋର ଚୁକେଛେ ସରେର ଭିତର
ଦରଜା ଛିଲ ଫାକ ।
ଆମିତୋ ପୁରାଇ ଅବାକ !
ମୋବାଇଲ ନିଲୋ ଟିଭି ନିଲ
ରିମୋଟ ନା ହୟ ଥାକ,
ସବ ମାଲାମାଲ ବସ୍ତା ଭରେ
ଚୋର ପାଲାଗେ ସାବ
ଯାକ ନା ଚଲେ ଯାକ ।
ଆମିତୋ ପୁରାଇ ଅବାକ !

ମଧ୍ୟରାତରେ ଅନ୍ଧକାରେ
କୁନ୍ତା ଡାକେ ଜୋରେ ଜୋରେ,
ଶିଯାଲରା ଦେଯ ହାକ ।
ଆମିତୋ ପୁରାଇ ଅବାକ !

ରାତ୍ରି ତେମନ ହୟନି କିଛୁ
ଭୁତ୍ତରା ଆମାର ନେଯନି ପିଛୁ,
ବେଁଚେ ଗେଲାମ ଯାକ ।
ମନେର ଭୟ ଟା ସେରେ ଗେଲ
ଚୋର ବ୍ୟଟାର ପିଛୁ ନିଲେ,
ପେତାମ ସୋନାର ଚାକ ।
ଆମିତୋ ପୁରାଇ ଅବାକ !
ଭୋରେ ଦେଖି ପୂର୍ବପାଡ଼ା
ସେଇ ଚୋର ପରଛେ ଧରା,
ମାନୁଷ ଝାଁକ ଝାଁକ ।
ଜୋର ଗତିତେ ମାରଛେ ସବାଇ
ଚୋର ବେଚାରା ପାଇନି ରେହାଇ,
ମାଥା ଯେ ତାର ଢାକ ।
ଶାଲା ଆମିତୋ ପୁରାଇ ଅବାକ !

ବହୁରୂପୀ

ମୋହମ୍ମଦ ହାସାନ

ଛୁଡା ଛନ୍ଦ ଭାଲୋ ବା ବନ୍ଦର ମନ୍ଦ-
ଜାନି ନା କିଛୁ ଆମି ।
ଭାଲୋ ଖାରାପ ସବ କାଜେ ସଇ-
କରି ସାଥେ ଶୟତାନି ।
ସମୟେର କାଜ ସମୟେ କରିନା-
କରି ସଦା ଅସମୟେ ।
ଗନ୍ଧେର କଥାଯ ସେରା ଜନ ଆମି-
ଶୁଣେ ସବେ ତମୟେ ।
ଭଜୁରେର ସାମନେ ପଡ଼ଲେ ଆମି-
କରି ଯତୋ ଚୁପି ଗିରି ।
ଚୋଥେର ଆଡ଼ାଳ ହଲେଇ ଚଲେ-
ଆମାର ଦାଦାଗିରି ।
ସାମନେ ଆମି ପିଛନେ ଆମି -
ମେଲେ ନା ଦୁଇ ରୂପ ।
ମିଳ-ଆମିଲେର ମାବୋଇ ଆମି -
ଆମାର ବହୁରୂପ ।

(আলিম -২০২২ এর একবাঁক জীবন যোদ্ধাদের নিয়ে)

প্রানের আকৃতি

মোঃ তাসনীম হোসেন

ভাবছি আমি বন্ধু ওহে,
বিদায় বেলা কেমন সহে,
সীসার মত বন্ধন ছেড়ে,
ওই ছিটকে যাচ্ছি তেড়ে ।

বিদায় বেলা পাল তুলে,
ছিটকে যাওয়া সময় বলে,
যাচ্ছি হেঁটে নিজের পথে,
থাকছি না আর কারোর সাথে ।

অনেক বড় দূরত্ব এবার,
থাকবেনা খেয়াল বন্ধন সবার,
চলবে তাহা এটাই জীবন,
আসেই যদি এক স্মরণ.....

বেশন শিক্ষিত দৰ্থা হল বলিস
আমরা নাজাত শাখসৌস্থ্যান

Love

Omar Faruque

Never value Doesn't matter

I know my motherland will not give me my value,
I know my motherland will never look me in the eye,
I know it will drive me away even if I want to return to my motherland
again and again. ~~

I know my motherland will make me short again and again.

~~~~ Again, ~~

I know my motherland will want to give me my value,  
I know my motherland will want to tell me love stories in the shade of  
her loving tree,

I know my motherland will beg me to put my head in her lap .

~~~~ When,~~

I will be able to reach my last roots.

~~ Even then mother I love you

My love

Md.Tasnim Hossain

Seed a good make well,

Abdullah was same it.

Sound thy my love,

Destroy all without it.

my heart so thy,

Describe me ahmad it.

Teaches us great act,

Everywhere we follow you.

And Teacher for human,

Unity thy so view.

Miracale life give love,

Invite you for peace.

Remember all every time,

Name you heart each.

Study

Mahbubub Molla

We have above the head
Power loving spectacled thought.
Power is to proud.
Powe is breath of life
Spectacled thought likes to put might
Lasting for time.
Killing to educate and all people
The country step forward
Without education.
But education is the back-bone
But,spectacled thought make ignorance
When stand-up against this step.
They used to arms on the body
We cannot but obey it.
Education is the back-bone of nation.
Come education institution
Here shall he see
No enemy.
But,open think and friendship
Under the truss into the firmly wall.

That live to study with me
And to study worldly serenity
Whose ambition shun in life
Come institution come institution.
Here will see
No enemy.
But open think and friendship
Pen to arms of then

Forward with creative.
Forward,with punctual.
Forward as motivating
Education only to be think us all.
We will must have to braver ourselves.

Inter class Life

Md Furkan Jibon

“Inter” life is such a part, later on
Students goes to a different run.

We are passing the “Inter”life class
May Allah give us an excellent pass.

In “Inter” life ,We are highly vaunt
to read first to last of the meshkat.

Because we love Muhammad (sm)
from the bottom of our loving heart .

We spent two years with happiness and hardship
Oh dear friends,please don't forget our friendship

শিক্ষক পরিচিতি

মূল শাখার শিক্ষকবৃন্দ

| ক্র | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মোবাইল নম্বর |
|-----|----------------------------|----------------|--|--------------|
| ১ | আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক | অধ্যক্ষ | বি.এ.(অনার্স); এম.এ. (ঢাবি.); এম. এম. (১ম শ্রেণি) | ০১৭১২৮৯১৪৯৩ |
| ২ | মুহা.জহিরুল ইসলাম | উপাধ্যক্ষ | বি.এ.(অনার্স); এম.এ. (ঢাবি.); এম.এম (১ম শ্রেণি) | ০১৮১৬১০১৪০০ |
| ৩ | মুহা.মাহবুবুর রহমান | উপাধ্যক্ষ-২ | এম.এম. এম.এম (১ম শ্রেণি) | ০১৭১২৫৫৭৬২০ |
| ৪ | মুহাম্মদ আব্দুল লতফি শেখ | মুহাদ্দিস | এম. এম. এম.এফ. (১ম শ্রেণিতে ১ম) বি.এ.অর্নাস (১ম শ্রেণিতে ১ম) এম.এ. (১ম শ্রেণিতে ১ম) এম.ফলি (জ.বি) | ০১৯১৪৩৮৭৯১৩ |
| ৫ | মুহাম্মদ ইন্দ্রিচ আলী | মুহাদ্দিস | এম.এম., এম.এফ. এম.ইউ (১ম শ্রেণি) | ০১৭১৫৯১৫৬৬ |
| ৬ | মুহা.বদরুজ্জামান রিয়াদ | মুহাদ্দিস | কামিল এম.এ. (হাদিস) বি.এ. অর্নাস, এম.এ (ইংরেজি) এম.ফিল (জ.বি) | ০১৭১২৬২৭৮১৬ |
| ৭ | মুহা. আময়াদ হোসাইন | মুহাদ্দিস | কামিল এম.এম(১ম শ্রেণি) | ০১৯১১৪৮৪৫৪ |
| ৮ | মুহা.ওসমান গনী সালহী | ফর্কাই | কামিল হাদিস, তাফসীর, ইফতারি,বি.এ.অনার্স (বি.আই.ইউ), (১ম শ্রেণিতে ১ম) এম.ফলি গবাবেক (জ.বি) | ০১৭১৬৬৪৩৮৮৭ |
| ৯ | মুহা. বদরুল আমীন | ফর্কাই | এম.এম. এম. এফ. বি.এ অর্নাস, এম. এ. (ঢাবি) | ০১৯৩১৭২৮১৮৯ |
| ১০ | মুহা. মনিরুল ইসলাম | মুফাসিসির | বি.এ; এম.এম.এম. এম. (১ম শ্রেণি) | ০১৫৫৬৩৫৩৬০০ |
| ১১ | মুহাম্মদ বেছার উদ্দীন | মুফাসিসির | কামিল (হাদিস), বি.টি.আই.এস. (অনার্স), এম.টি.আই.এস. (মাস্টার্স), (আল কুরআন) ১ম শ্রেণি (ই.বি) এম.ফিল(ই.বি) | ০১৬৪০৩১২১৮২ |
| ১২ | মুহা. আবু জাফর | মুফাসিসির | কামিল (তাফসীর) ১ম শ্রেণিতে ২য় | ০১৭২১৩৬৫৬৭ |
| ১৩ | মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন | ফর্কাই | হাদিস, তাফসীর, ফিকহ (১ম শ্রেণি) | ০১৭৩৪৭২৮২০২ |
| ১৪ | মুহা. মোবারক হোসাইন মোল্লা | ফর্কাই | এম.এম.এম.এফ. দাওরায়ে হাদিসি, বি.এ অর্নাস, এম.এ. (১ম শ্রেণি) | ০১৮১৭৬৯৯৩৮৮ |
| ১৫ | মুহা. আলমগীর হোসেন | সহকারি অধ্যাপক | বি.এ; এম.এম. (১ম শ্রেণি) | ০১৭২৪০৯৮৮৯৫ |
| ১৬ | ড. মুহা. মোফাজ্জলে হোসেন | সহকারি অধ্যাপক | কামিল (তাফসীর),বি.টি.আই.এস. (আল কুরআন), এম.টি.আই.এস. (১ম শ্রেণিতে ১ম), পিএইচডি (ই.বি) | ০১৭১০৭৮২১৪৬ |

| | | | | |
|----|---------------------------|--------------------------|---|-------------|
| ১৭ | মুহা. নিয়াম উদ্দীন | সহকারি অধ্যাপক | কামিল(হাদিস) বি.টি.আই.এস.
(আল হাদিস)
(১ম শ্রণিতে ২য়)
ইবি | ০১৭২২৩৯৪৭১২ |
| ১৮ | মুহা. নজরুল ইসলাম | সহকারি অধ্যাপক
(আরবি) | এম.এম. (হাদিস), বি.এ অর্নাস,
এম.এ. (ইংরেজি) | ০১৭১২৫১৮১৮৭ |
| ১৯ | মুহা. আব্দুস শাকুর | প্রভাষক (বাংলা) | বি.এ অর্নাস (বাংলা) এম.এ (জ.বি) | ০১৯১৪১৯৯৯৯০ |
| ২০ | মুহা. নাসরি উদ্দীন খান | প্রভাষক (আরবি) | বি.এ (অর্নাস) এম.এ(চা.বি) | ০১৭১৩৫৬০১৮১ |
| ২১ | মুহা. আসাদুজ্জামান | প্রভাষক (পদ্দতি) | বি.এসসি. (অর্নাস); এম.এস.সি | ০১৭১৬২৬০৭৬২ |
| ২২ | মুহা. জহীরুল ইসলাম | প্রভাষক (রসায়ন) | বি.এসসি. (অর্নাস); এম.এস.সি | ০১৯১২৮৫২৩৪০ |
| ২৩ | মুহা. জাহান্সীর আলম | প্রভাষক (গণতি) | বি.এসসি. (অর্নাস); এম.এস.সি | ০১৭১২৬৬৬১৩৪ |
| ২৪ | মুহা. কামাল হোসনে | প্রভাষক(জীববিজ্ঞান) | বি.এসসি. (অর্নাস); এম.এস.সি | ০১৭১৭৭৫৩৮৯৬ |
| ২৫ | মুহা. নাজমুল হক | প্রভাষক (ইংরেজি) | এম.এ(ইংরেজি) | ০১৭১২৬৩২৯২৮ |
| ২৬ | মুহা. সাইফুল ইসলাম | প্রভাষক(রাষ্ট্র বিজ্ঞান) | বি.এস.এস. (অর্নাস);
এম.এস.এস(জ.বি) | ০১৭১৮৭০৬৪৩০ |
| ২৭ | মুহা. আব্দুল জললি | প্রভাষক (ইংরেজি) | বি.এ. অর্নাস(ইংরেজি); এম.এ. | ০১৭২৪৭০২৮২৬ |
| ২৮ | মুহা. শিহাবুদ্দীন | প্রভাষক (দাওয়াহ) | বি.এ (অর্নাস) এম.এ(ই.বি);
এম.এম.এম. এম. (১ম শ্রণি) | ০১৭১৬২৫৭৮৮৪ |
| ২৯ | শরীফ মুহা. ইউনুস | প্রভাষক(আল কুরআন) | এম. এম.(তাফসীর), বি.এ (অর্নাস)
(ইংরেজি) (বি.আই.ইউ) | ০১৭৪৯২৬৫৪৫৬ |
| ৩০ | মুহা. আ. কাদির রেদওয়ান | প্রভাষক (আরবি) | বি.এ.(অর্নাস);এম.এ. (হাদিস) | ০১৭২৪৫৪০৩৬৮ |
| ৩১ | মুহা. কাওছার হোসেন নেছারী | প্রভাষক (আরবি) | এম.এম. (হাদিস) | ০১৭৩৬২২৬১৭৩ |
| ৩২ | মুহা. আব্দুর রহীম | প্রভাষক(তথ্য-প্রযুক্তি) | এম.এস.সি ইন সি এস.ই.(আর.ইউ)
এম.এ(চাবি) এম. এম.(১ম
শ্রণি)বি.এস.এস.এম.এস.এস
(জ.বি) | ০১৭৩২৩৪৯১১২ |
| ৩৩ | মুহা. আহমদুল্লাহ | প্রভাষক (আরবি) | এম.এম. (হাদিস), বি.এ.(অর্নাস) | ০১৮১১৫০৯২২০ |
| ৩৪ | মুহা. মুস্তফাদ্দীন | প্রভাষক (আরবি) | এম.এম. (হাদিস,তাফসির,ফিকহ) | ০১৭৪৬৪০২৯৯৫ |
| ৩৫ | ইলায়িস আহমদ | প্রভাষক (বাংলা) | বি.এ. অর্নাস(বাংলা) এম.এ.
(বি.আই.ইউ) | ০১৬৮১০০০৮৬৩ |
| ৩৬ | মুহাম্মাদ ইবরাহীম খললি | প্রভাষক (আল কুরআন) | বি.টি.আই.এস.(অর্নাস),ফাস্ট ক্লাস
ফাস্ট(ইবি) এম.এ(আল কুরআন) ফাস্ট
ক্লাস সেকেন্ড (ই.আরবি বি.)ডিপ্লোমা
ইন অ্যারাবিক(চাবি);দাওয়ায়ে
হাদিস,এম ফিল গবেষক(জ.বি) | ০১৭৩৪৯৮১৮৪২ |

| | | | | |
|----|---------------------------|---------------------------|---|-------------|
| ৩৭ | মুহাম্মদ মিরাজ | প্রভাষক (অর্থনীতি) | বি.এস.এস, এম.এস.এস.
(অর্থনীতি)১ম শ্রেণি | ০১৭২১৮৫৩৯৭৯ |
| ৩৮ | মুহা. বেলাল হুসাইন | প্রভাষক (আর্বি) | বি.এ. (অর্নাস) এম.এ.
(চ.বি.),এম.এম,ইফতা | ০১৯৪৬৬১৫৩০৩ |
| ৩৯ | মুহা. হাবীবুর রহমান | প্রভাষক (আল হাদসি) | এ. (অর্নাস), এম.এ (আল হাদসি .বি
এব ইসলামিক স্টাডিজি), এম.ফিল
গবষেক (জ.বি) | ০১৭৩৫৮৮২৭৪৮ |
| ৪০ | মুহা. শামসুল আলম | প্রভাষক (আর্বি) | এ.অর্নাস, এম.এম.(১ম শ্রেণি).বি | ০১৭১০১৮০৬১২ |
| ৪১ | মুহা. ছানেহ উদ্দীন | প্রভাষক (আর্বি) | এম.এম.(১ম শ্রেণি) | ০১৯২৪০৩০৩০৮ |
| ৪২ | মো: জাহিদ হোসেন | প্রভাষক (বিজ্ঞান) | অর্নাস,এমবিএ | ০১৯৭২৯৯২৭৭৭ |
| ৪৩ | মুহা. আব্দুল আউয়াল ছানী | প্রভাষক (ইংরেজি) | বি.এ.অর্নাস,এম.এ (ইংরেজী),চ.বি | ০১৩০৪৯৬৭০৮০ |
| ৪৪ | মুহা. যুবাইরুল হক মাহনি | প্রভাষক (আর্বি) | বি.এ.অর্নাস(হাদিস) | ০১৯৪৮৫৬৫৬৭ |
| ৪৫ | মুহা. রেদওয়ান উল্লাহ | প্রভাষক (আর্বি) | বি.এ.অর্নাস(কুরআন) ডিপ্লোমা ইন
অ্যাকাডেমিক(চাবি) | ০১৭৭৯৩৯১২১৬ |
| ৪৬ | মুহ. নাইম হাসান আযহারী | প্রভাষক (দাওয়া) | বি.এ.অর্নাস(হাদিস),আল আযহার
বিশ্বিদ্যালয়,মিসর,কামিল এম.এ.
(হাদিস) | ০১৭২৯৫৯৩৮৯০ |
| ৪৭ | মুহা. আব্দুল্লাহ আল মামুন | প্রভাষক (আর্বি) | বি.এ.অর্নাস(হাদিস),কামিল
এম.এ.(হাদিস),দাওয়াহ হাদিস,ইফতা | ০১৬১০৫৫৭৭৩০ |
| ৪৮ | মুহা. আবু হানিফ | প্রভাষক (ইতিহাস) | বি.এ.অর্নাস,এম.এ (ইতিহাস),চ.বি | ০১৮৩০৯০৭০০৮ |
| ৪৯ | মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ | প্রভাষক (গণিত) | বি.এস.সি অর্নাস,এম.এস.সি(ফলিত
গণিত)চো.বি.পি.বি, কামিল এম.এ
(হাদিস) | ০১৫৫২৫৫৩৭৫৮ |
| ৫০ | মুহা. বশির উদ্দনি | প্রভাষক (আর্বি) | বি.এ.অর্নাস(কুরআন) | ০১৬৩৫১০০২৩১ |
| ৫১ | মুহা. আসআদ | প্রভাষক (আর্বি) | বি.এ.অর্নাস(হাদিস) | ০১৬৩২৫৫৫৬৭৪ |
| ৫২ | মুহা. নাজমুল ইসলাম | সহ.মাও. | কামিল ১ম শ্রেণি | ০১৯১৬৬০৮২২৫ |
| ৫৩ | মুহা. রফিল আমিন | সিনি.শি.(গণিত) | বি.এসসি(অনাস);এম.এস.সি.এম.এড. | ০১৭১৭১৮৪৭৪৯ |
| ৫৪ | মুহা. গাজীউল হক | সিনি.শি.(কৃষি) | এমএসসি.(পাণী বিদ্যা)বি.এড. | ০১৮১৫৬৫১৫৬৫ |
| ৫৫ | মুহা. নজরুল ইসলাম | সিনি.শি.(সমাজ
বিজ্ঞান) | এম.এস.এস.বি.এড (১ম শ্রেণি) | ০১৯১৬৬০৮২৩১ |
| ৫৬ | মুহা. আহসান উল্লাহ | সিনি.শি.(শারীরি শিক্ষা) | বি.এ.বি.পি.এড. | ০১৭১৮৫৪৮০১৪ |
| ৫৭ | মুহা. জিন্নুর রহমান | সিনি.শি.(কম্পিউটার) | এম.কম.(কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) | ০১৭১৫৮৪৩৭৯৮ |

| ৫৮ | মোহাম্মদ তাইজ উদ্দিন | সিনি.শি.(জীববিজ্ঞান) | বি.এস.সি,বি.এড. | ০১৮১৪৯২০০৫০ |
|-----|-----------------------|---------------------------------|--|--------------|
| ৫৯ | সৈয়দ নূরুল ইসলাম | সহ.শি.(গণিত) | বি.কম.বি.এড.এল.এল.বি | ০১৯১২৩২০১৮৯ |
| ৬০ | মুহা. নূরুল আমীন | সহ.শি (গ্রাহাগার ও তথ্য বজ্জিন) | এম.এম,এম.এ প্রথম শ্রেণি,এম.এ ও.বা.খ.গ. (চার্টি) | ০১৯১৫৩৬৯৫৪০ |
| ৬১ | মুহা. আল আমনি | সহ.মাও. | বি.এ.অর্নাস(হাদিস) | ০১৮২৪৭০৫৫৫৮ |
| ৬২ | মুহা. জাফরাতুন নাসীম | সহ.মাও. | বি.এ.অর্নাস(হাদিস) | ০১৭৭৮১৯১৩২০ |
| ৬৩ | নূর মোহাম্মদ | সহ.মাও. | বি.এ.অর্নাস | ০১৭৫৮৭০০৫৪৩ |
| ৬৪ | মুহা. জিহাদুল ইসলাম | সহ.মাও. | বি.এ.অর্নাস(কুরআন) | ০১৭৭৫২৯৩৬৬৭ |
| ৬৫ | হেসাইন আহমদ | সহ.মাও. | কামিল এম.এ.(হাদিস) | ০১৩০৭৫৫৫৬৩৬ |
| ৬৬ | যোবায়ের আহমাদ | সহ.মাও. | কামিল এম.এ.(হাদিস) | ০১৯১৩৬৩১৩২২ |
| ৬৭ | মুহা. আবু সায়েম খান | এব. প্রধান | এম.এম. | ০১৯২৪০৩৪০২০ |
| ৬৮ | মুহা. নাজমুল হক | জুনি.শি | এম.এম. | ০১৮১৭৫৭৬৪২২ |
| ৬৯ | মুহা. শাহজাহান | কারী | ফাজলি (মুজাবিদ) নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত | ০১৭২৪৪৮০৫০০ |
| ৭০ | মুহা. নূরুল হক | কারী | ইলমে কিবাত ও দাখিল | ০১৯১০০২১২০ |
| ৭১ | মুহা. আল আমীন | কারী | নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত | ০১৯১৪৬৩০১৫৯ |
| ৭২ | মুহা: রফিল আমনি | কারী | নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত | ০১৭৮৫৮৬৫০৫১ |
| ৭৩ | মুহা. শামসুল ইসলাম | কারী | নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত | ০১৬৩৫৭২৭৫৪৬ |
| ৭৪ | মুহা. মতিউর রহমান | সহ. গ্রাহাগারিক | এম.এ.(হাদিস) | ০১৯২৬৩৯২৮৬১ |
| ৭৫ | জনাব জুবায়েদুর রহমান | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | এইচ.এস.সি | ০১৯২৫৭৪৫৩৯৬ |
| ৭৬ | মানসুর আহমাদ | আইসিটি এক্সিকিউটিভ | বি.এ.অর্নাস, এম.এ | ০১৭৯৯৫৯৬৯৫৩ |
| ক্র | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মোবাইল নম্বর |
| ৭৭ | মুহাম্মদ আল ইমরান | গ্রাফিক্স ডিজাইনার | এম.বি.এ | ০১৯১১৪৫৩৮৯৯ |
| ৭৮ | মুহা. নূরুল হুদা | কম্পিউটার অপরেটর | বি.এ. (অর্নাস), এম.এ (আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ) | ০১৯২৩৪১২৭২০ |

| | | | | |
|----|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| ৭৯ | মুহা. তুহনি হোসাইন | কম্পিউটার ল্যাব
সহকারী | ফায়িল (মাতক) | ০১৭৩৪৭৯২১১০ |
| ৮০ | মুহা. রাশেদুল ইসলাম | অফিস সহকারী | বি.এ. | ০১৮১৬৬৭১৮১৩ |
| ৮১ | মুহা. ইসমাইল হোসেন | হিসাব সহকারী | বি.এ. | ০১৮১৮২৬৭০৫৬ |
| ৮২ | মো. জুনায়েদ আহমেদ | অফিস সহকারী | বি.এ.অনার্স (কুরআন) | ০১৭৫৪৮৪৭২৫৬ |
| ৮৩ | মুহা. তানতীর আহমেদ | হিসাব সহকারী | বি.এ.অনার্স এম.এ. (কুরআন) | ০১৮১৪৪৯৪৮৯৬ |

তাখসীসি শাখার শিক্ষকবৃন্দ

| ক্র | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মোবাইল নম্বর |
|-----|----------------------------|---------------------------|--|--------------|
| ০১ | আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক | অধ্যক্ষ | বি.এ.(অনার্স);এম.এ. (ঢাবি.); এম.এম. (১ম শ্রেণি) | ০১৭১২৮৯১৪৯৩ |
| ০২ | মুহাম্মদ আব্দুল লতফি শেখ | পরিচালক
(অতি.দায়িত্ব) | এম.এম. এম.এফ.
(১ম শ্রেণিতে ১ম) বি.এ. অনার্স (১ম
শ্রেণিতে ১ম) এম.এ.
(১ম শ্রেণিতে ১ম)
এম.ফিল (জ.বি) | ০১৯১৪৩৮৭৯১৩ |
| ০৩ | মুহা. মাকছুদুল হক | উপাধ্যক্ষ | বি.এ.(অনার্স) (১ম শ্রেণিতে
৬ষ্ঠ)ঢাবি; এম.এ.(১ম শ্রেণিতে ৩য়)
(ঢাবি); এম.এম. (১ম শ্রেণি);
এম.ফিল (ঢাবি) | ০১৭১৯৪৩৯৬৩৪ |
| ০৪ | এম.এ.আর দিদার হামীদি | প্রভাষক | বি.টি.আই.এস. (অনার্স আলহাদিস),
ই.বি; এম.এ(আলহাদিস) ফাস্ট ক্লাস
ফাস্ট (ই.আরবি বি.) দাওরায়ে
হাদিস,এম.ফিল গবেষক(জ.বি) | ০১৮১৮৬৮১৫৭৮ |
| ০৫ | মুহাম্মদ শাহদুল হক | প্রভাষক | কামালি এম.এম. (হাদীস ও ফিকহ) ১ম
শ্রেণি,(ই.বি); দাওরায়ে হাদিস | ০১৮১২৯৮৮৫৮০ |
| ০৬ | মুহাম্মদ মুয়াজ্জেম হোসাইন | প্রভাষক | বি.টি.আই.এস. (অনার্স),(১ম শ্রেণি);
এম.এ(আলকুরআন)(১ম
শ্রেণি),(ই.বি); দাওরায়ে হাদিস,এম
ফিল গবেষক(জ.বি) | ০১৯১১৩০৩৪৩৩ |
| ০৭ | মুহাম্মদ নেয়ামাত উল্লাহ | প্রভাষক | বি.এ. (অনার্স),(১ম শ্রেণি); এম.এ
(আলহাদিস) (১ম শ্রেণি),(ই.বি) | ০১৯১৬৯৪০৫৫১ |

| ক্র | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মোবাইল নম্বর |
|-----|---------------------------|----------------------------|---|--------------|
| ০৮ | মুহাম্মাদ কাউছার হোসাইন | প্রভাষক | কামিল (হাদীস ও ফিকহ) ই.বি (১ম শ্রেণি); দাওরায়ে হাদিস; ইফতা (১ম শ্রেণীতে ১ম) | ০১৯৯৫৬৯৮৯০৫ |
| ০৯ | আবু সালেহ আলিফ | প্রভাষক (বাংলা) | বি.এ. অনার্স (বাংলা), এম.এ | ০১৮৩০৮১১৯৩৮ |
| ১০ | মুহা. আবুল ফুতুহ | প্রভাষক | বি.এ (অনার্স), ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট, ফ্যাকাল্টি ফাস্ট, এম.এ (থিসিসি), ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট, ফ্যাকাল্টি ফাস্ট, রা.বি এম.ফিল. গবেষক, রা.বি | ০১৩০৭৩০৮৬৭৩ |
| ১১ | মুহাম্মাদ হারুনুর রশীদ | প্রভাষক | বি.এ.অনার্স (বাংলা), এম.এ | ০১৯২৮৯৭৯৬৪৮ |
| ১২ | মুহাম্মাদ আব্দুল কাহহার | প্রভাষক | বি.টি.আই.এস. (অনার্স); এম.টি.আই.এস(আলহাদিস), ইবি | ০১৮৪৮৩৫৫০৫৪ |
| ১৩ | মুহাম্মাদ রেফাউল কবীর | প্রভাষক | দাওরায়ে হাদীস; ইফতা (মুমতাজ) | ০১৭১৬৫৫৮৪৬৫ |
| ১৪ | মুহাম্মাদ ইলিয়াস হোসাইন | প্রভাষক | কামিল (ফিকহ); দাওরায়ে হাদিস; ইফতা; আদব | ০১৯৯৫৬৯৮৯০৫ |
| ১৫ | মুহা. রাকিবুল ইসলাম | প্রভাষক | দাওরায়ে হাদিস (১ম শ্রেণি), ইফতা (মুমতায়) | ০১৭১২১৬১৯৬২ |
| ১৬ | মুহা. মিশেউর রহমান আজহারী | প্রভাষক | কামিল (হাদিস) ১ম শ্রেণি, বি.এ (অনার্স), তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব | ০১৭৮২৭৩৭০৮১ |
| ১৭ | আব্দুল্লাহ তাহির আজহারী | প্রভাষক | কামিল-হাদিস (১ম শ্রেণি); বি.এ অনার্স, এম.এ (শরীয়াহ) ১ম শ্রেণি, আল-আজহার এম.এ(দাওয়াহ) ও এমাফিল গবেষক, ইবি | ০১৭১৮০২০৬১০ |
| ১৮ | মুহা. হিফজুর রহমান চৌধুরী | প্রভাষক | বি.টি.আই.এস (অনার্স-আলহাদিস), ই.বি; ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট, এম.এ (আলহাদিস), ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট, ই.আরবি বশিবদ্যালয়, কামিল (হাদিস, তাফসির, ফিকহ), ইফতা, মুমতায়, এম.ফিল গবেষক (জ.বি) | ০১৬২৫৭৫৮৪৪১ |
| ১৯ | মুহা. ছানাউল্যাহ | প্রভাষক | বি.এ অনার্স (১ম শ্রেণি)কামিল-তাফসির (১ম শ্রেণি), দাওরা (জাইয়েদ জিদ্দান) | ০১৬০৯৫৫১৩৮৪ |
| ২০ | মাহবুব হোসাইন | প্রভাষক (ইংরেজী) | বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংলিশ), ১ম শ্রেণী, কুবি | ০১৭৫৩১১৫১১১ |
| ২১ | মুহা. রায়হান মাহবুব | প্রভাষক | অনার্স.টা.বি | ০১৮৫৯৫৭৫৬৯২ |
| ২২ | জনাব রিয়াজ উদ্দিন | প্রভাষক | অনার্স (আল-হাদিস), কামিল (হাদিস) | ০১৬৪৭৩৮৪৭৬১ |
| ২৩ | জনাব মনির হোসাইন | প্রভাষক | বি.টি.আই.এস(অনার্স-আলকুরআন), ই.বি; (১ম শ্রেণী) | ০১৭২৮০৩৭৫৮৮ |
| ২৪ | মুহাম্মাদ মামুন বিদ্যাহ | সহকারী শিক্ষক কাম অফিস সহ. | এম. এম.(১ম শ্রেণী) | ০১৭১৭৯৫৩১৬৬ |

| ক্র | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মোবাইল নম্বর |
|-----|--------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| ২৫ | মুহাম্মদ রফিল | সহ. শিক্ষক (গণিত) | বি.এস.সি(অনার্স),এম.এস.সি.(পদার্থ) | ০১৯১৭১১৭২০১ |
| ২৬ | মুহাম্মদ শরীফুল আলম | সহ. শিক্ষক (গণিত) | বি.এ.অনার্স, (হিসাব বিজ্ঞান) | ০১৬৭৩৩১৬৩৬৫ |
| ২৭ | মুহাম্মদ নুরে আলম | সহকারী শিক্ষক | কামিল এম.এ(হাদিস) | ০১৯১৬৬৯৯৯৯২ |
| ২৮ | মুহা. মাকসুদ আলম | সহকারী শিক্ষক | বি.এ.(অনার্স) আলকুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ (ইবি) | ০১৭৪১৫১৭৫৪৩ |
| ২৯ | মুহা. ইবরাহিম খান | সহকারী শিক্ষক | অনার্স (আলকুরআন) ই.বি | ০১৭৮৯৬১৯৮৩৯ |
| ৩০ | মুহা. এখলাচ উদ্দিন | সহকারী শিক্ষক | বি.এ.অনার্স (বাংলা); এম.এ | ০১৭২১৫৯৫০২৪ |
| ৩১ | মুহা. ইয়াকুব আলী | সহকারী শিক্ষক | কামিল এম.এম (ফিকহ), অনার্স (ই.ইতিহাস), ২য় শ্রেণী | ০১৭৭১৭৮৯৭৯৮ |
| ৩২ | মুহা. জাকারিয়া | সহকারী শিক্ষক | দাওরায়ে হাদীস (মুমতাজ) বি.এ.অনার্স (আই.এ.ইউ) | ০১৭২৮৫৪৯১৩৯ |
| ৩৩ | মুহা.আমিনুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী) | বি.এ.অনার্স (ইংরেজী); কামিলহ। | ০১৭২৮৫৪৯১৩৯ |
| ৩৪ | মাহমুদুল হাসান (ফেরদাউস) | সহকারী শিক্ষক | কামিল (হাদিস),অনার্স (রাষ্ট্রবিজ্ঞান),১ম শ্রেণি | ০১৭৫৮৪৭১৭৮৩ |
| ৩৫ | মাহমুদুল হাসান (ফেরদাউস) | সহকারী শিক্ষক | কামিল (হাদিস),অনার্স (রাষ্ট্রবিজ্ঞান),১ম শ্রেণি | ০১৭৫৮৪৭১৭৮৩ |
| ৩৬ | মুহা. শরিফুল ইসলাম | প্রভাষক (ইংরেজী) | বি.এ.(অনার্স), এম.এ (ইংলিশ) | ০১৫৭১৭৭৪৬১৫ |
| ৩৭ | মুহা. নুরুল ইসলাম | সহকারী প্রভাষক (ইংরেজী) | কামিল (হাদিস) | |
| ৩৭ | মুহা. বাইজিদ হ্সাইন | অফিস সহকারী কম্পিউটার অপারেটর | ফাজিল অনার্স, এম.এ (আলকুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ) | ০১৯০৬৬৬৩৭৭৯ |

নেছরিয়া হিফজখানার শিক্ষকবৃন্দ

| ক্র | নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| ০১ | আলহাজ হাফেজ মুহাম্মদ মুজাম্মেল ইক | পরিচালক | ০১৯২১০২২০০৭ |
| ০২ | মাওলানা মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম | পরিচালক (অতরিক্তি দায়িত্ব) | ০১৭৫৭৫৫১৩৩০ |
| ০৩ | হাফেজ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম | শিক্ষক | ০১৯১৮৬৮৫৮৩৫ |
| ০৪ | হাফেজ মুহাম্মদ ফাহিম ফয়সাল | শিক্ষক | ০১৭৮১৬৩৭৯৪০ |
| ০৫ | হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল হালিম | শিক্ষক | ০১৭১১১০৮৭১১ |
| ০৬ | হাফেজ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ | শিক্ষক | ০১৫২১২৫৯০০০ |
| ০৭ | হাফেজ মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ | শিক্ষক | ০১৭৪১৪০৯৩১০ |
| ০৮ | হাফেজ মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম | শিক্ষক | ০১৭৫৪২৪২১২৬ |
| ০৯ | হাফেজ মুহাম্মদ জাবের হোসেন | শিক্ষক | ০১৭৯৮২১৭১৫২ |
| ১০ | হাফেজ মুহাম্মদ কাউসার আহমাদ | শিক্ষক | ০১৭৪৭২১২৪৯৯ |

শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ (মহিলা শাখা)

| ক্র | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মোবাইল নম্বর |
|-----|------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| ০১ | আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক | অধ্যক্ষ | বি.এ.(অনার্স);এম.এ. (ঢাবি.); এম. এম. (১ম শ্রেণি) | ০১৭১২৮৯১৪৯৩ |
| ০২ | খান মুহাসিন সফিউল্লাহ | উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) | এম.এম, এম.এ. | ০১৫৫২৩৯৭৩৪২ |
| ০৩ | মুহাসিন আলম | (সমন্বয়কারী) | এইচ.এস.সি, ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্রনিক্স | ০১৭৭৯৫৬৯৫৭০ |
| ০৪ | হালিমা নাছরিন | সহ.মাওলানা
(সমন্বয়কারী) | বি.এস.এস.(অনার্স), এম.এস.এস,
এম.এম (১ম শ্রেণি) | ০১৭১৮০৩০১২৮ |
| ০৫ | ফাতেমাতুজ্জোহরা | প্রভাষক | বি.এ.(অনার্স) এম.এম | |
| ০৬ | মুনীরা রহমান তাশফী | প্রভাষক | বি.এ.(অনার্স) এম.এম | |
| ০৭ | মর্জিনা আকার | প্রভাষক (গণিত) | বি.এ.অনার্স (গণিত), এম.এস.(গণিত) | |
| ০৮ | সালমা বেগম | প্রভাষক | বি.এ.(অনার্স ইংরেজী), এম.এ | |
| ০৯ | কামরুজ্জাহার আখি | প্রভাষক | বি.এস.সি অনার্স, এম.এম.সি (গণিত) | |
| ১০ | সাদিয়া আকার | প্রভাষক | বি.এ.(অনার্স)(আরবি) | |
| ১১ | কারীমা | প্রভাষক (আরবী) | বি.এ.অনার্স,এম.এ.এম. এম.(১ম শ্রেণি) | |
| ১২ | উমেম কুলসুম মুক্তা | প্রভাষক (ইংরেজী) | বি.এ.অনার্স,এম.এ.(ইংরেজী) | |
| ১৩ | তাহরিমা আকার | প্রভাষক (আইসিটি) | বি.এস.সি.(ইঞ্জিনিয়ারিং), এম.এস.সি.
(ইঞ্জিনিয়ারিং) | |
| ১৪ | পারভীন সুলতানা | সহ.শিক্ষিকা (বাংলা) | বি.এ.(অনার্স), এম.এ.বি. এড | |
| ১৫ | আমিনা খাতুন নূরজ্জাহার | সহ. মাওলানা | এম.এম | |
| ১৬ | নাজমা খাতুন | সহ. মাওলানা | এম.এম (১ম শ্রেণি) | |
| ১৭ | সারিনা ইয়াসমিন | সহ. মাওলানা | এম.এম | |
| ১৮ | মাহিরা আকার | সহ. মাওলানা | এম.এম | |
| ১৯ | হাফিজা | সহ. মাওলানা | এম.এম | |
| ২০ | আমেনা আকার | সহ. শিক্ষিকা | এম.কম, বি.এড | |
| ২১ | হোসনেয়ারা ইসলাম | সহ. শিক্ষিকা | বি.এ, বি.এড | |

| ক্র. | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মোবাইল নম্বর |
|------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| ২২ | মাহবুবা আকার | সহ. শিক্ষিকা | এম.কম.(হিসাব বিজ্ঞান) | |
| ২৩ | আয়েশা খাতুন | জুনিয়র মৌলভী | আলিম | |
| ২৪ | রাহেনুর বেগম | জুনিয়র শিক্ষিকা | এইচ.এস.সি | |
| ২৫ | তাসলিমা বেগম | জুনিয়র শিক্ষিকা | বি.এস.এস. | |
| ২৬ | সালমা আহমাদ | কারী | (নুরানী প্রশিক্ষণ প্রাণ্ত) | |
| ২৭ | নূরজাহান | কারী | বি.এস.এস.(নুরানী প্রশিক্ষণ প্রাণ্ত) | |
| ২৮ | মাইমুনা জাহান নাতিলা | কারী | দাওরা (নুরানী প্রশিক্ষণ প্রাণ্ত) | |
| ২৯ | ফারজানা আকার | কারী | দাওরা (নুরানী প্রশিক্ষণ প্রাণ্ত) | |
| ৩০ | নাসিমা আকার | জুনিয়র শিক্ষিকা (অফিসি
সহকারী) | বি.এস.এস,ডি.এইচ.এম.এস | |
| ৩১ | মুহা. ফজলুর রহমান | এম.এল.এস.এস | অষ্টম শ্রেণী | ০১৯২৯১১৫০১৮ |
| ৩২ | মোছা: জাহানারা বেগম | এম.এল.এস.এস | অষ্টম শ্রেণী | |
| ৩৩ | সালমা | এম.এল.এস.এস | অষ্টম শ্রেণী | |

দারুণনাজাত কিতাব বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

| ক্র | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মোবাইল নম্বর |
|-----|----------------------|----------------------|---|--------------|
| ০১ | আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক | অধ্যক্ষ | বি.এ.(অনার্স);এম.এ. (ঢাবি.); এম. এম. (১ম শ্রেণি) | ০১৭১২৮৯১৪৯৩ |
| ০২ | মুহাম্মদ ফরিদ | উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাণ) | এম.এম.(১ম শ্রেণি) | ০১৯২৩১৩০৫৬৫ |
| ০৩ | মুহাম্মদ মাহদি হাসান | প্রভাষক | কামিল (মাষ্টার্স), দাওরায়ে হাদিস,ইফতা | ০১৭৬৫১৪৪৩৫০ |
| ০৪ | মুহা. আ. শাকুর | প্রভাষক (বাংলা) | বি.এ(অনার্স), এম.এ.(জ.বি) | ০১৯১৪১৯৯৯৯০ |
| ০৫ | মুহা. নোমান আহমেদ | প্রভাষক | বি.এ(অনার্স)(আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ,ই.বি.)ইফতা এম এ | ০১৭৫৮৭৬৭৮৬২ |
| ০৬ | মুহা. বাহাউদ্দিন | প্রভাষক | বি.এ(অনার্স)(আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ,ই.বি.)(প্রথম শ্রেণিতে প্রথম)দাওরা,ইফতা | ০১৮৭০১৭৮৬৮৭ |
| ০৭ | মুহা. আ. আল মায়ুন | প্রভাষক | বি.এ. অনার্স (আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ,ই.বি.)ইফতা | ০১৮৬২১৮০৫৮৪ |
| ০৮ | মুহা. নাজমুল ইসলাম | প্রভাষক | বি.এ. অনার্স (আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ,ই.বি.)ইফতা | ০১৫১৮৬০৮১২৮ |
| ০৯ | মুহা. আ. আল কাউছার | প্রভাষক | দাওরা (মাষ্টার্স) | ০১৯১৩২২১৯০৫ |
| ১০ | মুহা. জোবায়ের | প্রভাষক | দাওরায়ে হাদিস | ০১৫২১৭২৫৮৭১ |
| ১১ | মুহা. মাহবুব আলম | প্রভাষক | বি.এ. (অনার্স) | ০১৭৪৩৭৯৩১৭০ |
| ১২ | মুহা. শাহ পরান | প্রভাষক(ইংরেজি) | বি.এ. (অনার্স),মাষ্টার্স (ঢা.বি) | ০১৫৮১৪০৮২৮৫ |
| ১৩ | শেখ নাজমুল ইসলাম | সহ. শিক্ষক | বি.এস.এস.অনার্স (অর্থনীতি),জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কামিল (হাদিস) | ০১৮৮৬৯৬৯৭৫৫ |
| ১৪ | মুহা. হুসাইন | সহ. শিক্ষক | কামিল (মাষ্টার্স), দাওরায়ে হাদিস | ০১৭৬১৬৩০৬৬৭ |
| ১৫ | মুহা. ফরিদুল ইসলাম | হিসাব রক্ষক | অনার্স , জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, | ০১৬০০০১৮৬২১ |

ছাত্র পরিচিতি

| | |
|---|--|
| ১। মোঃ তাসনীম হোসাইন
পিতার নাম মোঃ দেলোয়ার হোসেন।
মোবাইলঃ ০১৯৮৪৪৬২৩৫৪
০১৯১৪৬৮৪০৪১
ঠিকানাঃ মেনাপুর, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর | ২। মাহবুবুর রহমান।
পিতার নাম- মোঃ মীর হোসেন।
মোবাইলঃ ০১৭২৩২১১৮০৯
ঠিকানাঃ লাকসাম,
দরবেশপাড়া কুমিল্লা। |
| ৩। মাহাদী হাসান
পিতার নাম-মোঃ হোসাইন আহমাদ
মোবাইলঃ ০১৮২০৫৪৭৩৮৮
০১৮৮৮৪৮৬০৪৫
ঠিকানাঃ মনতলি, নাঞ্জলকোট, কুমিল্লা। | ৪। রেজাউল করিম
পিতার নাম- মো আনোয়ার হোসেন।
মোবাইলঃ ০১৭১০৫০১৯৭৮
০১৮৩০২৪১৫০১
ঠিকানাঃ কনক শ্রী, লালমাই, কুমিল্লা। |
| ৫। জুবায়েরুল হক।
পিতার নামঃ নূরুল হক।
মোবাইলঃ ০১৮১৬৩৫৮৪১২
০১৩২৩৯৪৮৩৬৩
ঠিকানাঃ মির্জানগর, সুবার বাজার, পরশুরান, ফেনী। | ৬। সমিউজ্জামান সামিন
পিতার নাম- মোঃ মোজাম্বেল হক তুইয়া।
মোবাইলঃ ০১৯১১৩৫৮৩৯৬
০১৮২৪৬২৭৫২৭
ঠিকানাঃ নিকুঞ্জ-২। খিলক্ষেত রোড-১১ বাসা- ১৩ টাকা। |
| ৭। আতিকুর রহমান
ভাই- মোঃ আনিতুর রহমান।
মোবাইলঃ ০১৬২৫৬২৫০৩২
০১৭৭২২০২০৪২
ঠিকানাঃ তাজের ডোমরা, লালমাই, কুমিল্লা | ৮। সাইদুজ্জামান
পিতার নাম- মোঃ মাও. অহিদুজ্জামান
মোবাইলঃ ০১৭১৯৭৫৪৫৭৪
ঠিকানাঃ ভাইজকরা, চৌমুহনি বাজার, ১৪ গ্রাম কুমিল্লা |
| ৯। আশিকুর রহমান
পিতার নাম- মোঃ বদিউল আলম
মোবাইলঃ ০১৭১৮১৪৫৯২৩
০১৮৪২৩৯৪৬৬৬
ঠিকানাঃ মেরুয়া, কাপাশিয়া, গাজীপুর | ১০। জাহিদুল ইসলাম
পিতার নামঃ জাহিদুল ইসলাম
মোবাইলঃ ০১৬৪৬৫১৪২১৯
০১৭১৪২৯৫১১৯
ঠিকানাঃ হাতিয়ামুড়ি, মোল্লাবাজার, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা। |
| ১১। মন্টনউদ্দীন
পিতার নামঃ লিয়াকত আলী
মোবাইলঃ ০১৭১৩৫৩৭৯৬২
ঠিকানাঃ বয়ড়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর | ১২। শুয়াইব হোসাইন
পিতার নামঃ নূর মোহাম্মদ সিরাজী
মোবাইলঃ ০১৯৬০৬০৪১১২ |
| ১৩। জাহিদ খান
পিতার নাম- মোঃ রবিউল আলম খাঁন
মোবাইলঃ ০১৮৭২৭১০০০৭
ঠিকানাঃ নন্দনপুর, কচুয়া, চাঁদপুর | ১৪। আজিজুল হক
ভাইয়ের নাম- মোঃ আরিফুল হক
মোবাইলঃ ০১৬৭৪০৭১৭১১
ঠিকানাঃ কুদুটি, কৈলাইন, চান্দিয়া, কুমিল্লা। |

| | |
|---|--|
| ১৫। মশিউর রহমান
পিতার নামঃ মোশারফ হোসেন পাঠান
মোবাইলঃ ০১৮১৭০২৯১৮৯
০১৮৮৮২৬৮৭০১
ঠিকানাঃ অভয়পাড়া, কচুয়া, চাঁদপুর। | ১৬। আতিকুল্লাহ
পিতার নাম- মোঃ আমানত উল্লাহ।
মোবাইলঃ ০১৫১৮৬১৩৫৩৪
০১৮১৭৬৬৪১৪৬
ঠিকানাঃ বনিশ্বর, বরংড়া, কুমিল্লা। |
| ১৭। জাহিদ হাসান
পিতার : মোকাবের আহমেদ | ১৮। আব্দুল কাইয়ুম
পিতার নামঃ মোহাম্মদ জাকির হোসেন। |

| | |
|---|--|
| মোবাইল: ০১৯১৮৩৬৪৮৮০
০১৮৬২১৮৫১৩৬
ঠিকানা: দঃ বালিয়া, বাঘারপুর, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর | মোবাইল: ০১৭১৬৪৯৪৮৪১
ঠিকানা: সিপাহিবাগ, খিলগাঁও, ঢাকা। |
| ১৯। এস এম আজিজুল হক
পিতার নাম: এটিএম আব্দুল হক
মোবাইল: ০১৮২৯২১৩০৬১
০১৮৬৫১৬২২৫০
ঠিকানা: বাহেরগড়া, মেষতলী বাজার, ১৪ গ্রাম কুমিল্লা | ২০। আবু-বকর
পিতার নাম: মুহাম্মদ দুলাল মিয়া
মোবাইল: ০১৭৯০৮৮৭৩১৬
ঠিকানা: মুজারামপুর, নভিনতার, বি- বাড়িয়া। |
| ২১। মাহমুদুল হাসান
পিতার নাম: সাইদুল ইসলাম
মোবাইল: ০১৮১৯১৮৯৫৫৭
০১৭৯৮২৫৫৬১৫
ঠিকানা: নগরি পাড়া, লাকসাম, কুমিল্লা। | ২২। লাবির আবু-বকর
পিতার নাম: হাজী খালিদ সাইফ
মোবাইল: ০১৭৫৪১৮৮০০৫
০১৭৫৮৩১০২২
ঠিকানা: শিবনগর, কানাইঘাট, সিলেট। |
| ২৩। শাকিল হোসেন
পিতার নাম: আববাস আলী
মোবাইল: ০১৯১২০৮৬১১৩
ঠিকানা: নতুন বাতার চর, দঃ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা | ২৪। তামিম আহমদ
পিতার নাম-মোঃ জনমিয়া
মোবাইল: ০১৭৬৭৮৩৭৫৩
ঠিকানা: চাকাছিমপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ |
| ২৫। মাহবুব মোল্লা
পিতার নামঃ
মোবাইল: ০১৯৫১৭৮০৫
ঠিকানা: চরআরকান্দী বালিয়াকান্দ, রাজবাড়ী। | ২৬। আশরাফুজ্জামান
পিতার নাম- মোঃ আমির হোসেন খাঁন
মোবাইল: ০১৬৪০৯৪৭৮৪৮
ঠিকানা: কাউরিয়া, হিজলা, বরিশাল। |
| ২৭। ওমর ফারুক
পিতার নামঃ আমির হোসেন
মোবাইল: ০১৮৬৪৮৪২৬২৩
০১৮৪৫৪৭৬৫০৫
ঠিকানা: রশুনিয়া, রানীর হাট, চট্টগ্রাম। | ২৮। ওসমান
পিতার নামঃ জিল্লুর হক
মোবাইল: ০১৭১১১৮৯৫৬৩
০১৯১৮৯১৫৬৩
রংনিয়া, রানীরহাট, চট্টগ্রাম। |
| ২৯। আরাফত মিয়াজি
পিতার নামঃ আব্দুল্লাহ মিয়াজি
মোবাইল: ০১৮১৪২৫০৭২১
ঠিকানা: নলবুলিয়া কান্দি, মুসিগঞ্জ সদর | ৩০। কাজী জাকরীয়া
পিতার নাম- মোঃ কাজী জাকির হোসেন
মোবাইল: ০১৮১২১৯১৪৩
ঠিকানা: জোড়ামেহের, আদর্শ সদর, কুমিল্লা। |

| | |
|---|---|
| ৩১। রফিকুল ইসলাম
পিতার নামঃ আলি উদ্দিন
মোবাইল: ০১৪০৬৭১৯৪৮৫
ঠিকানা: কলাপাড়া, পটুয়াখালী। | ৩২। ওসামা বিন সাইদ
পিতার নামঃ সাইদুল হক
মোবাইল: ০১৮২১০৩০৪৯৩
ঠিকানা: আসকারাবাদ, ডাবলমুয়িং চট্টগ্রাম। |
| ৩৩। সাজিদুর রহমান
পিতার নামঃ নজরুল ইসলাম
মোবাইল: ০১৮৯২৯৬২৯৬৬
০১৩১০৮৭৭৪৬২
ঠিকানা: কাউখালী, পিরোজপুর। | ৩৪। আব্দুল রহমান
পিতার নাম- মোঃ মিনাজ মিয়া।
মোবাইল: ০১৭৩১২৮৮৪৩৪
০১৭৬২৪৭৩৮৩২
ঠিকানা: সানন্দপুর, মৌলভীবাজার সিলেট। |
| ৩৫। নূর মোহাম্মদ
পিতার নামঃ নজরুল ইসলাম আশেকি
মোবাইল: ০১৭১৫২৫৭০৭৮
০১৮৭৪১৬১৪০৬
ঠিকানা: কসবা, বি- বাড়িয়া। | ৩৬। শাহিন আলম
পিতার নামঃ আবু তাহের
মোবাইল: ০১৭৯২৫৬৩৮১৭
ঠিকানা: বাগাইয়া, গোয়াইনঘাট, সিলেট। |
| ৩৭। বদর উদ্দীন | ৩৮। মোয়াজ্জেম হোসেন |

| | |
|--|--|
| পিতার নামঃ গিয়াস উদ্দীন
মোবাইলঃ ০১৭৪২৫৩২৩৮৭
০১৭৫৬৭৬৪৭৫৮
ঠিকানাঃ বিরানীবাজার সিলেট। | পিতার নামঃ আমিরুল ইসলাম
মোবাইল ০১৭৪১২১৭৫০২
ঠিকানাঃ নিতেস্বর, মোকাম বাজার, মৌলভীবাজার, সিলেট |
| ৪৯। আসলাম হোসেন
পিতার নামঃ সাখাওয়াত হোসেন
মোবাইলঃ ০১৭২৮৪৯২২৬
ঠিকানাঃ নরসিংহী সদর, ঘোড়াদিয়া। | ৪০। আসাদুর নূর আরাফাত
পিতার নাম- মোঃ নূর উল্লাহ
মোবাইলঃ ০১৮৭৩৭৪৪৮৬২
ঠিকানাঃ ফেনী পলিটেকনিক্যাল, ফেনী |
| ৪১। মুনতাসির হোসেন
পিতার নাম- মো সোহরার হোসেন
মোবাইলঃ ০১৭৬৮১০৪১৫৮
ঠিকানাঃ পাড়াগাঁও, কচুয়া চাঁদপুর | ৪২। তাহমিদুর রহমান
পিতার নামঃ মাও মুহাম্মদ আবুল কালাম
মোবাইলঃ ০১৯১৪৯৮২১৬৭
ঠিকানাঃ শান্তিরচর রোমারী, কুড়িগ্রাম। |
| ৪৩। আনাস
পিতার নামঃ মোঃ আব্দুল মানান।
মোবাইল মোঃ ০১৬৪৭৫৩৯৩২৫
ঠিকানাঃ মেতলী বাজার, ১৪ গ্রাম , কুমিল্লা | ৪৪। মেহেদী হাসান
পিতার নামঃ মহাম্মদ বাবুল হাসান।
মোবাইলঃ ০১৮২০২৯৯১৪৩
গ্রামঃ কাশিমপুর, ১৪ গ্রাম কুমিল্লা। |

| | |
|---|---|
| ৪৫.এ.এস.এম.হোজায়ফা
পিতাঃ মোঃ মোস্তফা হামীদি
মোবাইলঃ ০১৭১৫১২৩৭৬৯
০১৮১৯৮৭৩৮৮৮
ঠিকানাঃ বাখরপুর, চাঁদপুর সদর। | ৪৬। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ
গার্ডিয়ানের নামঃ ইয়েহুয়া জাহির
মোবাইলঃ ০১৭৭৯১৬৭১০৩
০১৫৭৬৪৩৯৪৯৩
ঠিকানাঃ হারাইত্রিলোচনা, জাকিগঞ্জ, সিলেট |
| ৪৭। সাকিবুল ইসলাম
পিতার নামঃ শফিকুল ইসলাম
মোবাইলঃ ০১৭১৭৮৭৪৯২
ঠিকানাঃ ডেফুলিয়া, কাপাসিয়া, গাজিপুর। | ৪৮। আবু সুফিয়ান
পিতার নামঃ বিলাল আহমেদ
মোবাইলঃ ০১৭৩৯১৯০২৯৯
০১৮১০৭৯৩৪২৪৮
ঠিকানাঃ গঙ্গমাজল, জাকিগঞ্জ, সিলেট। |
| ৪৯। আব্দুল্লাহ আল আবিদ
পিতার নাম আব্দুল মুহারব।
মোবাইলঃ ০১৮৭২৬০৭৮৫৬
০১৭১৫০৮৩৯৮৩
ঠিকানাঃ বিলবাড়ি, বারহাল, জাকিগঞ্জ, সিলেট | ৫০। আলাউদ্দীন
পিতার নামঃ আকবর হোসেন ভুইয়া
মোবাইলঃ ০১৮৩৬৫৭৬৬৮৭
০১৮২০৯০২০০৩
ঠিকানাঃ মাইসচাড়ি, মহালচাড়ি, খাগড়াছরি। |
| ৫১। রবিউজ্জামান
পিতাঃ মো আব্দুস শহীদ
মোবাইলঃ ০১৭৯৭৩২২৭৮৮
০১৭৮৫৬৬১৫৮৭
ঠিকানাঃ নয়াগ্রাম, জাকিগঞ্জ, সিলেট। | ৫২। মিসবাহ উদ্দীন
পিতার নামঃ মোহাম্মদ আব্দুল খালিক
মোবাইলঃ ০১৭৫১৫২৩৭৭১
ঠিকানাঃ রহিমপুর জাকিগঞ্জ, সিলেট। |
| ৫৩। সিদ্দিক আহমদ
পিতার নামঃ হাঃ মাওঃ মাসুক আহমেদ
মোবাইলঃ ০১৭২৪০৪৯২০৬৯
ঠিকানাঃ কসবা, বিরানীবাজার, সিলেট | ৫৪। ফখরুল ইসলাম
পিতার নামমাসাইমিয়া মোঃ -
মোবাইলঃ ০১৭৬৬২১৭১৬৬
০১৪০১৮০৬০৬২
ঠিকানাঃ লামাপাড়া, গোয়াইনঘাট, সিলেট। |
| ৫৫। তোফিকুর রহমান
পিতার নামবিপ্লব আহমেদ তোফায়েল মোঃ -
মোবাইলঃ ০১৭৪১৪৮৬৪২
০১৯১৩০৩৪৪৯৬
ঠিকানাঃ ইসলাম পাড়া, গোপালগঞ্জ সদর | ৫৬। মাহফুজ আহমেদ
পিতার নামঃ আলী আশরাফ
মোবাইলঃ ০১৬৪০৯৩৪০০৮
০১৮১৭৫১৯৪৩২
ঠিকানাঃ যশুর হাট, ১৪ গ্রাম, কুমিল্লা। |
| ৫৭। জাহিদুল রহমান
পিতার নামঃ শফিকুর রহমান
মোবাইলঃ ০১৭৮৮৯৬৭৫৯৫
০১৭২৭১৮০৯১৯
ঠিকানাঃ বিজয়নগর, বিষুপুর ইকরতলা, বিবাড়িয়া।- | ৫৮। রফিউল আলম
পিতার নামঃ নিজাম উদ্দীন
মোবাইলঃ ০১৭৬৬৮৬৭৯০৫
০১৯৯০১৫১০১১
ঠিকানাঃ জুটী, মৌলভীবাজার, সিলেট |

| | |
|---|--|
| <p>৫৯। হাবিবুর রহমান
পিতার নামঃ আব্দুল মালিক
মোবাইলঃ ০১৭৮২৫২০২৭৩
ঠিকানাঃ পাটনা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার</p> | <p>৬০। আতাউল্লাহ মুয়াজ
পিতার নামঃ আব্দুল ছবুর
মোবাইলঃ ০১৭৬১২১৫৫১৭
০১৭৭০১৪৫৪১৩০
ঠিকানাঃ খাসা, বিরানীবাজার, সিলেট</p> |
| <p>৬১। হজায়ফা
পিতার নামঃ মাহমুদ হাসান
মোবাইলঃ ০১৭৬৮৪৪৮৭৫৭
০১৭৬৮৩৪৪৮৬১
ঠিকানাঃ শ্যামপুর, গোবিন্দপুর, সাতক্ষিরা।</p> | <p>৬২। জোবায়ের আদনান
পিতাঃ মো মুর্ধা নাসির
মোবাইলঃ ০১৩০৭৪৬৮১৪৭
ঠিকানাঃ গোয়ালবাথান, বাবুগঞ্জ, বরিশাল</p> |
| <p>৬৩। আরাফাত মজুমদার
পিতার নামঃ সেলিম আহমেদ মজুমদার
মোবাইল ০১৮৮৮৩১৫৫৫৪
ঠিকানাঃ আহাম্মদনগর, কুমিল্লা।</p> | <p>৬৪। আবুজাফর সালেহ
পিতার নামঃ আবুবকর সিদ্দিক
মোবাইলঃ ০১৭৩৪২২০৮২৪
ঠিকানাঃ কাজিবাড়ি, লাহিড়িরহাট, বংপুর</p> |
| <p>৬৫। তাকওয়া মাহমুদ
পিতার নামরহমান আজিজুল মোঃ -
মোবাইলঃ ০১৭১৮৮৩০৯১৩
ঠিকানাঃ শালুকা, চরমোনাই, বরিশাল</p> | <p>৬৬। রাহাত রহমান
চাঁদপুর</p> |
| <p>৬৮। মোঃ ফায়জুল্লাহ
পিতাঃ কারী শিহাবুদ্দিন
মোবাইলঃ ০১৬৩২৬১২২৫০
০১৯৩১৭১৬৮২
ঠিকানাঃ নলভোগ, তুরাগ, ঢাকা</p> | <p>৬৯। হাসান আল বান্না।
পিতাঃ মাওঃ জাহাঙ্গীর আলম।
মোবাইলঃ ০১৮৮৭৪৮৭৫৫২
০১৮৭২৪৮১১৬৮
ঠিকানাঃ বড় হাফেজ বাড়ী, ফাজিলপুর বাজার, ফেনী সদর, ফেনী।</p> |
| <p>৭০। তাসবীরুল হক আবীর
মোবাইলঃ ০১৭৩৩৪০৩৩৪১
০১৭৬৪৪২৭৭৫২
ঠিকানাঃ আরশি নগর, শাক্তা, কেরানীগঞ্জ।</p> | <p>৭১। রিফাতুল ইসলাম।
পিতাঃ মাওলানা আবু আহামদ মিয়া।
মোবাইলঃ ০১৭১৯৬০৮৭৪৯
০১৮৮৯৭২৬৩৮৬
ঠিকানাঃ বুড়িশ্বর, নাসির নগর, বি-বাড়িয়া।</p> |
| <p>৭২। আল ফুরকান।
পিতাঃ জাহাঙ্গীর আলম।
মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩১৯৮৮
ঠিকানাঃ নাতাইপাড়া, বগুড়া।</p> | <p>৭৩। আল-আমিন
পিতাঃ ছফিউল্লাহ
মোবাইলঃ ০১৭৪৯৯৩৯৫৫৮
০১৬৩৯০০৮৮৫৮
ঠিকানাঃ সুজানগর, চকবাজার, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।</p> |
| <p>৭৪। জাবের হেসেন
পিতার নামঃ শারিফুল ইসলাম
মোবাইলঃ ০১৮১৩০১৬৫৪৭
০১৮১৩৫৪৫০৮৬
ঠিকানাঃ হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর</p> | <p>৭৫। কুকন উদ্দিন
পিতার নামঃ মাও. মুহা. বুরহান উদ্দিন বিন নূর
মোবাইলঃ ০১৭৬৮৭৬০৫০৮
০১৭২৬০৩৯৩২৫
ঠিকানাঃ মুক্তারমপুর, নবিনগর।</p> |
| <p>৭৬। ইরাহিম মজুমদার
পিতার নামঃ আবু ইউসুফ মজুমদার
মোবাইলঃ ০১৮৮৪২৩৬৩০৫
ঠিকানাঃ তালুকদার বাড়ি, ১৪ গ্রাম কুমিল্লা।</p> | <p>৭৭। খাইরুল আলম
নামঃ খায়রুল আলম
পিতাঃ সাইফুল আলম
মাতা ঃ শাহনাজ পারভীন
ঠিকানা ০৪ লাকসাম, কুমিল্লা
ফোনঃ ০১৮৬০৭৯৩৪৩৫</p> |
| <p>৭৮। মুজতবা হক আওসাফ
পিতাঃ জুনেদুল হক
ঠিকানাঃ জকিগঞ্জ, সিলেট
ফোনঃ ০১৬৪৮৭৩৬৬০৩</p> | |

বেনিয়ামিন, সিলেট

ନୋଟ ଲିଖୁନ

